পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 316 Monday, 20 October, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩১৬ সংখ্যা ❋ ২ কার্তিক ১৪৩২, সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আজ ‘শ্যামাপূজা’ উপলক্ষ্যে ‘দুরন্ত বার্তা’র সকল পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের হার্দিক অভিনন্দন। এই আলোর উৎসবে আজ সোমবার ‘দুরন্ত বার্তা’ সকল দফতর বন্ধ থাকার কারণে আগামী মঙ্গলবার (২১.১০.২০২৫) পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। আগামী বুধবার (২২.১০.২০২৫) থেকে পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হবে।
-সম্পাদক
দুরন্ত বার্তা

# নির্বাচনের আগেই চমক দিয়ে বড়সড় রদবদল তৃণমূলের অন্দরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবরঃ** ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস আবারও সাংগঠনিক ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে। রবিবার রাজ্যজুড়ে একাধিক জেলায় বড়সড় সাংগঠনিক রদবদলের ঘোষণা করেছে শাসকদল। নয়া দায়িত্ব পেয়েছেন মহিলা, যুব ও শ্রমিক সেল-এর বহু নেতা-নেত্রী। লক্ষ্য একটাই বিজেপির আগ্রাসন ঠেকিয়ে ঘাসফুল শিবিরকে আরও শক্ত করা। তৃণমূল সূত্রে খবর, নদিয়া, বীরভূম এবং উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা-সহ একাধিক জায়গায় নতুন ব্লক ও টাউন সভাপতি নিয়োগ করা হয়েছে। একই সঙ্গে গঠিত হয়েছে নতুন জেলা কমিটিও। তৃণমূলের তরফে জারি হওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশে দল নতুন ব্লক ও টাউন সভাপতি পদে নিয়োগের ঘোষণা করছে। দলের এক সিনিয়র নেতা জানান, ভোটের দেড় বছর আগেই সংগঠনকে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষত গ্রামীণ সংগঠন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে দলের অবস্থান আরও মজবুত করাই এই রদবদলের মূল লক্ষ্য। তৃণমূলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটে সংখ্যালঘু ও গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্কের একটা অংশ বিজেপির দিকে সরে গিয়েছে। সেই ফাঁক পূরণে তৃণমূল চাইছে স্থানীয় স্তরে সক্রিয় নেতৃত্ব গড়ে তুলতে। তাই সংগঠনের সংখ্যালঘু সেলেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের এই রদবদল একাধিক বার্তা বহন করছে। একদিকে পুরনো ও পরীক্ষিত নেতৃত্বকে বজায় রাখা হচ্ছে, অন্যদিকে নবীন মুখদেরও জায়গা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে তৃণমূলের সংগঠন আরও তরুণ ও গতিশীল হবে বলে মনে করা হচ্ছে। নদিয়ায় জেলা নেতৃত্বে নতুন দায়িত্বে আসছেন কয়েকজন যুব নেতা, যারা দীর্ঘদিন ছাত্র পরিষদ ও যুব তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বীরভূমে, অনুব্রত মণ্ডল অনুপস্থিতিতে সংগঠনকে সক্রিয় রাখতে বেশ কিছু পুরনো মুখকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। অন্যদিকে বসিরহাটে, যেখানে সম্প্রতি বিজেপি সক্রিয়তা বাড়িয়েছে, সেখানে তৃণমূল নতুন মুখদের সামনে এনেছে যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন বার্তা সরাসরি জনসংযোগের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে পারবেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছে বুথ-ভিত্তিক শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করতে। এর জন্য প্রত্যেক ব্লক সভাপতি ও টাউন সভাপতিকে নিজস্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় কমপক্ষে ৫০টি বুথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি এক বৈঠকে বলেন, ‘‘আমরা এখন আর শুধু নির্বাচনের সময় সংগঠনের কাজ করব না। আগামী এক বছর ২৪ ঘণ্টা মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে।’’ সেই নির্দেশ মেনেই এই সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস বলে মনে করছেন তৃণমূলের পর্যবেক্ষকরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৃণমূলের এই সাংগঠনিক রদবদল আসলে ঘাসফুলের ঘর গুছিয়ে নেওয়ার কৌশল। কারণ ২০২৬ সালের ভোটে বিজেপি, কংগ্রেস ও বামেদের সঙ্গে সরাসরি ত্রিমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে তৃণমূলের এই পদক্ষেপকে ভয়ের প্রতিফলন বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ‘‘তৃণমূল জানে তাদের সংগঠন ভেঙে পড়ছে। তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে এখন নতুন পদবন্টনের নাটক করা হচ্ছে।’’

**(ফাইল ছবি)**

# ‘ক্ষমতা থাকলে এক ঘণ্টায় করে দিতাম’

## রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়ে জোরাল দাবি শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা, ১৯ অক্টোবরঃ** পাথরপ্রতিমায় শুভেন্দুর সভায় উঠল রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি। ভিড় থেকে উঠল আওয়াজ। পরপর একাধিক ব্যক্তি বলতে থাকেন, রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। যদিও শুভেন্দু বলছেন, তাঁর যদি ক্ষমকা থাকত তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি রাষ্ট্রপতি শাসন লাঘু করতে পারতেন। একের পর এক ব্যক্তি যখন জোরাল কণ্ঠে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করছেন স্টেজে তখন মাইক হাতে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু। কিছু সময়ের মধ্যেই পাশ থেকে কেউ মাইক হাতে জোরাল কণ্ঠে বলে উঠলেন রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। শুনেই সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে শুভেন্দু বললেন, ‘‘জনগণ আওয়াজ তুলুন। আমার হাতে তো ওটা নেই। আমার হাতে থাকলে ওটা এক ঘণ্টা লাগত না।’’ পাল্টা খোঁচা দিতে ছাড়েনি তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ বলছেন, ‘‘বিরোধী দলনেতা হিসাবে উনি কী করে গণতন্ত্রের ধ্বংসের কথা বলতে পারেন? রাষ্ট্রপতি শাসন বিশেষ প্রেক্ষিতের জন্য বলা হয়। কোনও গণতন্ত্রপ্রেমী সহজে রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা বলে না। উনি আসলে হতাশা থেকে এসব কথা বলছেন। ছাব্বিশে আসন ৫০ এর নিচে নেমে যাবে। বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারবে না। সেই হতাশা থেকেই তিনি এসব বলছেন।’’ এদিনই আবার এই পাথরপ্রতিমা, কুলতলিতে যাওয়ার সময় শুভেন্দুকে শুনতে হয়েছিল গো-ব্যাক স্লোগান, দেখানো হয়েছিল কালো পতাকা। আন্দোলনকারীদের দাবি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদেই তাঁদের এই প্রতিবাদ। তৃণমূলের সাফ কথা, ওটা জনরোষ। এর আগে আরামবাগের সভা থেকে শুভেন্দু নিজেই রাষ্ট্রপতি

শাসনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। সুর চড়িয়েছিলেন এসআইআরের পক্ষে। তৃণমূলের তুলোধনা করে স্পষ্ট বলেছিলেন, ‘‘নো এসআইআর, নো ইলেকশন। আর রাষ্ট্রপতি শাসন হলে সিপিএম তো তাও টিকে আছে কিন্তু এদের তো অস্তিত্বই থাকবে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বালি মাফিয়া আর পুলিশ নির্ভর এই তৃণমূল কংগ্রেস হাওয়াতে উবে যাবে। আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।’’ কিছুদিন আগেই দুর্গাপুরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকেও। সাফ বলেছিলেন বাংলার মানুষ চাইছে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা লাঘু হোক। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কম চর্চা হয়নি। এবার নতুন চর্চা শুভেন্দু মন্তব্য ঘিরে।

# মমতার কানন কেন তৃণমূলে কোণঠাসা হয়েছিলেন?

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

একসময় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। তাঁকে কানন বলে ডাকতেন মমতা। কলকাতা পৌরনিগমের দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। রাজ্য সরকারেরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু, বছর আটেক আগে তাঁর পারিবারিক দ্বন্দ্ব সামনে আসে। একসময় তৃণমূলের সঙ্গেও দূরত্ব বাড়ে। সেই দূরত্ব ঘুচে এতদিন পর ফের সরকারের একটি দায়িত্ব পেয়েছেন ‘কানন’ শোভন চট্টোপাধ্যায়। নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-র চেয়ারম্যান করা হয়েছে তাঁকে। রাজনৈতিক পরিসরে তাঁকে নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হয়েছে। এই আবহে দেখে নেওয়া যাক, কেন তৃণমূল ছেড়েছিলেন শোভন? শোভনের জন্ম ১৯৬৪ সালে। ছাত্র রাজনীতিতে কংগ্রেসে হাতেখড়ি। মমতার ছত্রছায়াতেই কার্যত তাঁর রাজনৈতিক উত্থান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করার পর কংগ্রেস ছেড়ে তাঁর দলে যোগ দেন শোভন। ২০১০ সালে তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা পৌরনিগমে জয়লাভের পর শোভনকে মেয়র করেন মমতা। যে পদে ২০১৮ সালের ২২ নভেম্বর পর্যন্ত ছিলেন তিনি। ২০১১ সালে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় দখল করল। ওই বছর বেহালা পূর্ব থেকে জেতেন

শোভন। মন্ত্রীও হন। তৃণমূলে প্রথম সারির নেতার তালিকায় উঠে আসেন তিনি। ২০১৫ সালেও কলকাতা পৌরনিগমে জয়ের পর তাঁকেই মেয়র করেন মমতা। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে জেড প্লাস ক্যাটেগরির সিকিউরিটিও দেওয়া হয় শোভনকে। ভারতের প্রথম কোনও শহরের মেয়র হিসেবে তিনি জেড প্লাস সিকিউরিটি পান। সেই শোভনের সঙ্গেই একসময় দূরত্ব বাড়ে তৃণমূলের। ২০১৭ সালে স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়ে মামলা করেন শোভন। সেইসময় বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শোভনের সম্পর্ক নিয়েও জল্পনা বাড়তে থাকে। রত্নার বাবা দুলালচন্দ্র দাসও তৃণমূলের নেতা। সেইসময় অনেক তৃণমূল নেতা বলতে থাকেন, বৈশাখীর সঙ্গে সম্পর্কের জেরে দলের বিভিন্ন কাজে মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে শোভনের। ধীরে ধীরে দলে কোণঠাসা হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রীর কানন। তারপরই কলকাতা মেয়রের পদ ছাড়েন। ২০১৯ সালের আগস্টে বৈশাখীকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। তবে বছর দুয়েক কাটার আগেই বিজেপি ছাড়েন। তারপর থেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরেই থেকেছেন শোভন। তবে এই কয়েক বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ভাইফোঁটার দিন একাধিকবার দেখা গিয়েছে তাঁকে। অবশেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতার সঙ্গে বৈঠকের পর তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ঘুচল। ফের কি তৃণমূলে আগের মতো সক্রিয় হতে দেখা যাবে তাঁকে? উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ।

# ‘নো কিং’ প্রতিবাদে উত্তাল আমেরিকা

## পথে নেমে তীব্র প্রতিবাদ লক্ষ লক্ষ মানুষের

**সংবাদ সংস্থা, নিউইয়র্ক, ১৯ অক্টোবরঃ** এইচ-১-বি ভিসার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা, অভিবাসীদের সরাতে সেনা নামানো, কর্মী ছাঁটাই, শুল্কনীতি সহ একাধিক বিষয়ে ক্ষুব্ধ মার্কিনিরা। তাই ফের একবার আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে পথে নামলেন লক্ষ লক্ষ মার্কিনিরা। শনিবার (স্থানীয় সময়) আমেরিকার সমস্ত জায়গায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে সকলের গলাতে একটাই স্বর ‘আমেরিকায় কোনও রাজা নেই,’ ‘নো কিংস।’ এর আগে গত জুন মাসে এহেন বিক্ষোভ দেখা ছিল মার্কিন মুলুক। এবার সেই বিক্ষোভকেও ছাপিয়ে গিয়েছে শনিবারের আন্দোলন। নাগরিক সংগঠন ‘নো কিংস’-এর ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ পথে নেমেছিল। উদ্যোক্তাদের দাবি, সবমিলিয়ে ৭০ লক্ষের বেশি মানুষের জমায়েত হয়েছিল আমেরিকার রাস্তায়। মাত্র কয়েকমাসেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের এই ক্ষোভ চিন্তা বাড়িয়েছে রিপাবলিকানদের। ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, শিকাগো, বস্টন, লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে নেমেছিল জনতার ঢল। প্রায় ৭০ লক্ষের বেশি মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন বলে দাবি ‘নো কিংস’ সংগঠনের। তাদের ওয়েবসাইটে লেখা রয়েছে, ‘প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প) ভাবেন তাঁর রাজত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমেরিকায় কোনও রাজা নেই। আর আমরা কোনও বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি এবং নিষ্ঠুরতা সহ্য করব না।’ যদিও ট্রাম্প গোটা বিষয়টিকে পাত্তা দিচ্ছেন না। অন্তত তাঁর আচরণেই স্পষ্ট। তিনি ট্রুথ সোশ্যালে একটি এআই জেনারেটেড ভিডিও পোস্ট করেছেন। তাতে ট্রাম্পকে মাথায় রাজার মুকুট পরে একটি যুদ্ধবিমানে করে উড়তে দেখা যাচ্ছে। সেই যুদ্ধবিমানটির নাম ‘কিং ট্রাম্প।’ সেই যুদ্ধবিমানটি থেকে বিক্ষোভকারীদের মাথায় বর্জ্যপদার্থ ফেলছেন ট্রাম্প। সেটাই এআই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে।

# দীপাবলির শুভ লগ্নে যোগীর হাতে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড

**সংবাদ সংস্থা, অযোধ্যা, ১৯ অক্টোবরঃ** দীপাবলির আলোয় স্নান করল অযোধ্যা। উত্তরপ্রদেশের পবিত্র শহর আবারও ইতিহাস গড়ল বিশ্বমঞ্চে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী

আদিত্যনাথের নেতৃত্বে অযোধ্যার দীপোৎসবে তৈরি হল এক নয়, দুটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। শনিবার সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে, সরযূ নদীর তীরে লক্ষাধিক প্রদীপের আলোয় যখন আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল শুভ্রতা আর ভক্তির ছোঁয়া, ঠিক তখনই উত্তরপ্রদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয় গিনেস রেকর্ডের সার্টিফিকেট। প্রথম রেকর্ডটি ‘সবচেয়ে বেশি মানুষ একসঙ্গে প্রদীপ ঘোরানোর’ জন্য। দ্বিতীয়টি ‘সবচেয়ে বড় প্রদীপ প্রজ্বলন প্রদর্শনী’র জন্য, যেখানে মোট ২৬,১৭,২১৫টি প্রদীপ একসঙ্গে জ্বালানো হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক আয়োজনের দায়িত্বে ছিল উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দফতর, অযোধ্যা জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর অফিসিয়াল প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে এই অসাধারণ মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন। তাঁরা রেকর্ডের প্রমাণ যাচাই করে উত্তরপ্রদেশ সরকারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি সার্টিফিকেট তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘‘অযোধ্যা আজ শুধু আলোয় নয়, ভক্তিতে ও ঐতিহ্যে উজ্জ্বল। এটি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতীক।’’ এদিন সরযূ ঘাটে দাঁড়িয়ে লাখো দর্শক দেখেছেন এক অনন্য দৃশ্য যতদূর চোখ যায়, ততদূর পর্যন্ত সারি সারি প্রদীপ। এই দীপোৎসবে অংশ নেয় হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী, স্থানীয় বাসিন্দা, ছাত্রছাত্রী এবং তীর্থযাত্রী। সন্ধ্যা নেমে আসতেই যখন প্রদীপের আলোয় জ্বলে উঠল অযোধ্যা, তখন গোটা শহর যেন রূপকথার রাজ্য। উত্তরপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শুধু ধর্মীয় উসব নয়, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য অযোধ্যাকে বিশ্ব পর্যটনের মানচিত্রে আরও উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরা। তাদের মতে, দীপোৎসব আজ শুধুমাত্র এক ধর্মীয় আচার নয় এটি হয়ে উঠেছে এক বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব। গিনেস রেকর্ড গড়ে এবার নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে অযোধ্যার দীপোৎসব। গত বছরও অযোধ্যা ২২ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে রেকর্ড করেছিল, কিন্তু এ বছর তা ভেঙে আরও বড় ইতিহাস গড়া হল। অযোধ্যার রামমন্দির চত্বর, সরযূ ঘাট, রামকথা পার্ক সব জায়গায় আলোয় মোড়া ছিল শহর। ভক্তরা রামচরিতমানস পাঠ, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক উপস্থিত ছিলেন এই উসব উপভোগ করতে। সাংস্কৃতিক বিশ্লেষকদের মতে, অযোধ্যার দীপোৎসব এখন কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি ভারতের ‘সফট পাওয়ার’-এর প্রতীক যা বিশ্বে ভারতের ঐতিহ্য, ঐক্য ও ভক্তির বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেন, ‘‘রাম রাজ্যের আদর্শে আমরা এগিয়ে চলেছি। এই দীপোৎসব বিশ্বকে দেখিয়েছে যে, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য একসঙ্গে থাকলে ইতিহাস তৈরি হয়।’’ দীপাবলির শুভক্ষণে অযোধ্যার এই গিনেস রেকর্ড শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, পুরো ভারতের গর্ব।

# প্রায় ২ কোটির উপরে লেনদেনের হদিস ইডির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবরঃ** আজাদ মল্লিক যোগে আরও পাকিস্তানি কি ভারতীয় পাসপোর্ট বানিয়েছে? সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের। ঠিক যে কায়দায় পাকিস্তানি আজাদ বাংলাদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করে এ দেশের পাসপোর্ট বানায় একই কায়দা অবলম্বন করা হয়ে থাকতে পারে বাকি সাতজনের ক্ষেত্রেও। ইডি সূত্রে খবর, পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় সদ্য গ্রেফতার হওয়া ইন্দুভূষণ হালদারের থেকে আরও সাতজনের পাসপোর্ট বানিয়েছিল আজাদ। নিজের ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরির পরেই এই সাতজনের পাসপোর্ট বানিয়েছিল। ক্যাফে ভাড়া নিতে ইন্দুভূষন খরচ করে ১ লক্ষ ১৫

হাজার টাকা। আজাদের ফোনে দুলাল নামে সেভ করা ছিল ইন্দুর নম্বর। সেই নম্বরে বারবার যোগাযোগের সূত্রেই সামনে আসে ইন্দু। পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ২ কোটির টাকার উপরে লেনদেনের হদিস পেয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। ধৃত ইন্দুভূষণের মাধ্যমেই এই টাকার লেনদেন হয়েছে, অভিযোগ ইডি’র। সাইবার ক্যাফে ও এক মিডলম্যানের বাড়ির ডেস্কটপ ভাড়া নিয়ে জাল নথি দিয়ে তিনশোর বেশি পাসপোর্ট তৈরি করেছে ইন্দুভূষন। ইন্দুভূষণকে শনিবার আদালতে পেশ করে ইডি। জেল হেফাজতে পাঠানোর আবেদন করা হলে ২৭ অক্টোবর অবধি জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইডি সূত্রের খবর, যে সাতজনের পাসপোর্ট ইন্দুভূষণকে দিয়ে বানিয়েছিল আজাদ, তারা বাংলাদেশি বলেই পরিচয় দিয়েছিল। ইডি অফিসারদের সন্দেহ, যেহেতু আজাদ নিজেও পাকিস্তানি। এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতের প্রবেশ করে তারপর ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করেছিল। একই কায়দা বাকি সাতজনের ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হয়ে থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিস থেকে ৪০০ জনের পাসপোর্টের তথ্য সংগ্রহ করেছে ইডি। তাদের মধ্যে থেকে সন্দেহভাজন সাতজনের পরিচয় যাচাইয়ের কাজ চলছে বলে জানা যাচ্ছে।

# রামনগরীর দীপোৎসবের সমালোচনায় অখিলেশ, ‘অ্যান্টনি’ তোপ বিজেপি-র

**লখনউ, ১৯ অক্টোবরঃ** রামনগরী অযোধ্যায় দীপোৎসব উদযাপনের আগে বিতর্কে জড়ালেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। দীপাবালিতে ভারতে সবচেয়ে বড় আয়োজন হয় অযোধ্যায়। যোগী আদিত্যনাথ সরকারের দীপোৎসবে এবার একসঙ্গে জ্বালানো হবে ২৬ লক্ষ মাটির প্রদীপ। আর দীপাবলির আবহে ক্রিসমাসের সঙ্গে তুলনা টানলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তম মুখ্যমন্ত্রী। আর এরপরেই তাঁকে ‘হিন্দু বিরোধী’ বলে কটাক্ষের ঝড় উঠেছে রাজ্যে। এক সামাবেশে ভাষণের সময়ে অখিলেশ যাদব বলেন, ‘‘আমি কোনও পরামর্শ দিতে চাই না। তবে আমি ভগবান রামের নামে একটি পরামর্শ দেব। সারা বিশ্বে ক্রিসমাসের সময় একমাস ধরে শহরগুলি আলোয় ঝলমল করে। আমাদেরও শেখা উচিত ওদের থেকে। কেন আমরা প্রদীপ, মোমবাতির জন্য এত টাকা খরচ করব? এসব নিয়ে এত ভাববই বা কেন? সরকার তাহলে কী করবে? এদের সরানো উচিত। আমরা এলে আরও সুন্দর আলো দিয়ে সাজানোর ব্যবস্থা করব।’’ অখিলেশের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-এর নেতারা। বিশ্ব ভিএইচপি-র জাতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনসাল অখিলেশ যাদবের সমালোচনা করে বলেন, ‘‘শুনুন, উত্তরপ্রদেশের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দীপাবলি উপলক্ষে বড়দিনের প্রশংসা করছেন। প্রদীপ সারি তাঁর হৃদয়কে এতটাই পুড়িয়ে দিয়েছে যে, তিনি ১০০ কোটি হিন্দুকে প্রচার করে বলছেন ‘প্রদীপ এবং মোমবাতির পেছনে টাকা নষ্ট করো না, বড়দিন থেকে শিক্ষা নাও।’’’ বনসাল সমাজবদী পার্টি সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বিদেশি ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘‘জিহাদি এবং ধর্মান্তরকারী চক্রের তথাকথিত মশীহ, যিনি নিজেকে যাদব বলে দাবি করেন, তিনি হিন্দুদের চেয়ে খ্রিস্টানদের বেশি ভালোবাসেন। তিনি দেশীয়দের চেয়ে বিদেশী উৎসবকে বেশি মহিমান্বিত করেন।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘যখন খ্রিস্টধর্মের অস্তিত্বই ছিল না, তখন থেকেই দীপাবলির আচার-

অনুষ্ঠান ঐতিহ্যের সঙ্গে উদযাপন করা হয়। এখন, হিন্দু সমাজকে খ্রিস্টানদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে বলা হচ্ছে! ভগবান রাম এবং ভগবান কৃষ্ণের পবিত্র ভূমিতে, এমন নেতাদের আশ্রয় অবৈধ। অখিলেশের আমলে ধর্মান্তকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাঁর মন্ত্রিসভা অপরাধীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল।’’ এখানেই না থেমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-র জাতীয় মুখপাত্র বলেন, ‘‘অখিলেশ যাদবের কাছে, বিদেশি উৎসব ক্রিসমাস, যা এখনও দুই মাস বাকি, কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁর কাছে ক্রিসমাস ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। কিন্তু মাত্র এক দিন বাকি দীপাবলির এবং আমাদের কুমোর ভাইদের তৈরি প্রদীপ-এইসব ভণ্ডদের বিরক্ত করছে বলে মনে হচ্ছে। একটু লজ্জা করো, টিপু! অযোধ্যার উজ্জ্বলতা এবং হিন্দুদের আনন্দের প্রতি এই ঈর্ষা ঠিক নয়। হয়তো সেই কারণেই মানুষ তাঁদের দলকে সমাজবাদী পার্টি বলে না, বরং অসমজবাদী পার্টি (অসামাজিক দল) বলে ডাকে!’’ মধ্যপ্রদেশের পরিষদীয় মন্ত্রী বিশ্বাস সারংও অখিলেশের সমালোচনা করেছেন। দীপাবলি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সারং বলেন ‘‘অখিলেশ নামের একজন ব্যক্তি কীভাবে এমন কথা বলতে পারেন? আমার মনে হয় তাঁকে অ্যান্টনি বা আকবর বলা উচিত। আমি অবাক হয়েছি যে, কেউ দীপাবলিতে পুজো এবং প্রদীপ জ্বালানোর বিরোধিতা করতে পারে, এই দেখেই।’’ তিনি অভিযোগ করেন। ‘‘অখিলেশ যাদব এবং তাঁর পরিবার মনে হচ্ছে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। এটি তদন্ত করা উচিত।’’ মন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘যে পরিবার রামভক্তদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল, তাঁদের অবশ্যই রামভক্তদের সঙ্গে সমস্যা হবে। অখিলেশের উত্তর দেওয়া উচিত- তিনি কী দীপাবলিতে পুজো করবেন না? গোবর্ধন পুজোর সময় তিনি কি প্রদীপ জ্বালাবেন না?’’ অখিলেশ যাদবের মন্তব্যকে ‘লজ্জাজনক’ বলে অভিহিত করে সারং আরও বলেন, ‘‘মুখে রূপোর চামচ নিয়ে জন্ম নেওয়া অখিলেশ কঠোর পরিশ্রমী প্রজাপতি সম্প্রদায়ের তৈরি প্রদীপের দিকে আঙুল তুলছেন। এটা দীপাবলির সময় প্রতিটি ঘরে আলো আনা কারিগরদের অপমান।’’

## বিদেশি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে ঃ মোহন ভাগবত

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর ঃ ভারতীয়দের বিদেশি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। তিনি বলেছেন, আমাদের অবশ্যই বিদেশি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। তবেই আমরা আমাদের জ্ঞান পরম্পরার সঙ্গে পরিচিত হতে পারব, এর গুরুত্ব বুঝতে পারব।রবিবার মুম্বইয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেন, আমরা ভারতীয় ব্যবস্থায় শিক্ষিত ছিলাম না। এমকেএস-এ ম্যাকলে জ্ঞান ব্যবস্থায় শিক্ষিত ছিলাম। জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদের উপত্তি, ভিত্তি এবং আমাদের বুদ্ধি একইভাবে গঠিত হয়েছিল। তারা বলে যে আমরা উপনিবেশিত ছিলাম। আমরা ভারতীয়, কিন্তু আমাদের মন এবং বুদ্ধিতে, আমরা বিদেশি হয়েছি। আমাদের সেই বিদেশি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। তবেই আমরা আমাদের জ্ঞান ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব, এর গুরুত্ব বুঝতে পারব। ইতিমধ্যে, যদি বাকি বিশ্ব কিছুটা অগ্রগতি করে থাকে, আমাদের তাদের অগ্রগতির রহস্য বুঝতে হবে এবং মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের যা ভালো তা গ্রহণ করতে এবং যা অকেজো তা বর্জন করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

## মঙ্গলবার জাতীয় পুলিশ স্মারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আগামী মঙ্গলবার পুলিশ স্মৃতি উদযাপন দিবসে নতুন দিল্লির জাতীয় পুলিশ স্মারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। ১৯৫৯ সালের ২১ অক্টোবর লাদাখের উষ্ণপ্রস্রবণে সশস্ত্র চীনা সৈন্যদের মোকাবিলা করতে গিয়ে ১০ জন পুলিশ শহীদ হন। তাঁদের স্মৃতিতে প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয়। ওই দিন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও দিল্লি পুলিশের জওয়ানরা প্যারেডে অংশ নেবেন।উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুলিশ কর্মীদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুলিশ স্মারক দিবসে চাণক্যপুরীতে জাতীয় পুলিশ স্মারক উদ্বোধন করেন। এই স্মারক পুলিশ বাহিনীর জাতীয় পরিচয়, গর্ব এবং ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় তাদের অবদানকে স্মরণ করে।

## মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশে আটক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯ অক্টোবর ঃ মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের হাতে আটক পশ্চিমবঙ্গের ১৪ জন মস্যজীবী। স্থানীয় সূত্রে খবর, তাঁরা সকলেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির বাসিন্দা গত ১৩ অক্টোবর ট্রলার নিয়ে সাগরে গিয়েছিলেন। জানা যাচ্ছে, কুলতলির শানকিজাহান গ্রামের ১৪ জন মস্যজীবী এখন বাংলাদেশে বিঃদ। গত ১৩ অক্টোবর ' এফবি শুভযাত্রা' নামে একটি ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যান। শনিবার গভীর সমুদ্রে ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে। উত্তাল সমুদ্রে ট্রলারটি ভাসতে ভাসতে ঢুকে পড়ে বাংলাদেশের জলসীমায়। সীমান্ত অতিক্রম করার কিছু ক্ষণের মধ্যেই ট্রলারটিকে আটক করে প্রতিবেশী দেশের উপকূলরক্ষীবাহিনী এবং সেনা। প্রত্যেক পরিবারের একমাত্র কিংবা প্রধান উপার্জনকারী

## ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# নয়াদিল্লি স্টেশনে আকস্মিক রেলমন্ত্রীর পরিদর্শন, উৎসবের ভিাওে যাত্রীদের পাশে অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর ঃ উৎসবের মরশুমে যখন সারা দেশের রেল স্টেশনগুলিতে মানুষের ঢল নামে, তখনই রবিবার সকালে আচমকা নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে হাজির হলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। কোনও প্রথাগত ঘোষণা নয়, কোনও আগাম জানানোও নয়- হঠাই রেলমন্ত্রীকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন উপস্থিত যাত্রীরা। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল কৌতূহল, কেউ ছবি তুললেন, কেউ আবার এগিয়ে এসে বললেন নিজের সমস্যার কথা। অশ্বিনী বৈষ্ণব সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, কখনও পরামর্শ দিলেন, কখনও বা সঙ্গে থাকা আধিকারিকদের নির্দেশ দিলেন দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে। উৎসবের সময় ট্রেনের ভি।, টিকিটের সমস্যা, পরিষেবায় ব্যাঘাত- এসব বিষয়েই যাত্রীদের কাছ থেকে সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন তিনি।রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের এই আকস্মিক সফরের মূল লক্ষ্য ছিল উৎসবকালে যাত্রী পরিষেবার মান যাচাই করা। দীপাবলি, ছট, দুর্গাপুজো ও অন্যান্য উসব উপলক্ষে প্রতি বছরই ভারতীয় রেলের উপর চাপ বহুগুণ বেড়ে যায়। ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হয়, বিশেষ ট্রেন চালু করা হয়, পরিষেবা জোরদার করতে বাড়ানো হয় কর্মী সংখ্যা। তবুও যাত্রীদের অভিযোগ থাকে- কোথাও টিকিট মেলে না, কোথাও ট্রেন দেরি করছে, কোথাও আবার শৌচাগারে বা অপেক্ষালয়ে নেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। ঠিক সেই সব বিষয়কে সামনে রেখেই রেলমন্ত্রী নিজে মাঠে নামলেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, উৎসবের সময় দেশের নাগরিকদের যেন কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়টি আমি ব্যক্তিগতভাবে খতিয়ে দেখতে চাই।রবিবার সকালে তিনি সরাসরি পৌঁছে যান নয়াদিল্লি রেল স্টেশনের প্রধান টার্মিনালে। সেখানে নেমেই তিনি প্রথমে ঘুরে দেখেন যাত্রীদের জন্য অপেক্ষালয়, রিজার্ভেশন কাউঃটার, স্টেশনের টিকিট চেকিং এলাকা, শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা। তিনি কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে কথা বলেন এবং জানতে চান, তাঁদের যাত্রা কতটা আরামদায়ক হচ্ছে, কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে কি না। যাত্রীরা কেউ প্রশংসা করেন রেলের উন্নত পরিষেবার, কেউ জানান অভিযোগ। যেমন, এক প্রবীণ যাত্রী জানান, প্ল্যাটফর্মে ঘন ঘন ঘোষণা শোনা যায় না, যার ফলে ট্রেনের তথ্য জানতে অসুবিধা হয়। রেলমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন ম্যানেজারকে নির্দেশ দেন, যেন ঘোষণার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো হয় এবং বিশেষ করে উসবের সময়ে যাত্রী তথ্য দ্রুত ও স্পষ্টভাবে প্রচার করা হয়।এরপর রেলমন্ত্রী যান স্টেশনের কন্ট্রোল রুমে। সেখান থেকে তিনি সিসিটিভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত আধিকারিকরা তাঁকে জানান, উৎসবের সময় অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, প্ল্যাটফর্মে বাড়ানো হয়েছে পুলিশ মোতায়েন, লাগেজ স্ক্যানার ও মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে প্রবেশপথে জোরদার নজরদারি চালানো হচ্ছে। রেলমন্ত্রী সিসিটিভির পর্দায় চোখ রেখে দেখেন যাত্রীদের চলাফেরা, ট্রেন ওঠানামা, এমনকি খাদ্য বিক্রেতাদের কার্যকলাপ পর্যন্ত। তিনি বলেন, রেল শুধু পরিবহণের মাধ্যম নয়, এটি কোটি কোটি ভারতীয়র দৈনন্দিন জীবনের অংশ। তাই এখানে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ঘাটতি চলবে না।রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও জানান, গত কয়েক বছরে ভারতীয় রেল যাত্রী পরিষেবায় ব্যাপক উন্নতি করেছে। আধুনিক কোচ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্টেশন, ডিজিটাল টিকিটিং সিস্টেম- সব কিছুতেই এসেছে নতুনত্ব। তবুও তিনি মনে করেন, উন্নতির কোনও শেষ নেই। তিনি বলেন, প্রযুক্তি যেমন এগোচ্ছে, তেমনই আমাদের রেল পরিষেবাকেও প্রতিনিয়ত আপডেট রাখতে হবে। যাত্রীদের সন্তুষ্টিই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর মতে, উসবের মরশুমে প্রতিটি কর্মীকে দ্বিগুণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।পরিদর্শনের সময় রেলমন্ত্রী বিশেষ করে গুরুত্ব দেন মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টিতে। তিনি কন্ট্রোল রুমের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্দেশ দেন, রাতের ট্রেন ও স্টেশনে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আলাদা নজরদারি টিম মোতায়েন করা হোক। মহিলা যাত্রীরা যাতে সহজে সাহায্য পান, তার জন্য হেল্প ডেস্কে বাড়ানো হোক মহিলা কর্মীর সংখ্যা। পাশাপাশি, শিশু ও প্রবীণ যাত্রীদের সহায়তায় নতুন উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান তিনি।রেলমন্ত্রীর এই সফরে বিশেষভাবে উজ্জীবিত হয় রেলের কর্মীরা। হঠা করে তাঁদের মন্ত্রীকে সামনে দেখে তাঁরা প্রথমে কিছুটা চমকে গেলেও দ্রুত কাজে ফিরে যান। অশ্বিনী বৈষ্ণব তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানান, তোমরাই ভারতীয় রেলের মুখ। তোমাদের পরিশ্রমের জন্যই দেশের কোটি কোটি মানুষ নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছায়। উৎসবের এই ব্যস্ত সময়ে তোমাদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কর্মীদের উৎসাহ দিতে তিনি আশ্বাস দেন, আগামী মাসগুলিতে তাঁদের কাজের মান বিচার করে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে।নয়াদিল্লি স্টেশন ঘুরে দেখে তিনি মন্তব্য করেন, এখানকার পরিকাঠামো ইতিমধ্যেই দেশের অন্যতম আধুনিক। তবে আরও কিছু জায়গায় উন্নতির সুযোগ আছে- যেমন ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের সংখ্যা বা।ানো, যাত্রী তথ্য ব্যবস্থাকে আরও দ্রুত করা এবং খাদ্য সরবরাহের মান উন্নত করা। তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে যাতে নতুন ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হচ্ছে তা যাচাই করা যায়।রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের এই হঠাৎ সফরের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় আলোচনার ঝ।ড় অনেকে তাঁর এই ' ইনস্পেকশন'-এর প্রশংসা করে বলেন, এই ধরনের কার্যকর নেতৃত্বই আজকের দিনে প্রয়োজন। কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেন, এটি শুধুই প্রতীকী সফর নয়, বরং বাস্তব সমস্যার প্রতিকার খুঁজে বের করার উদ্যোগ।রেলমন্ত্রী এদিনের সফর শেষে সাংবাদিকদের বলেন, ভারতীয় রেল আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহ নেটওয়ার্ক। প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ এই পরিষেবার উপর নির্ভর করেন। তাই আমাদের দায়িত্ব আরও বেশি। উৎসবের সময় যাত্রীদের আরাম, নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি নিশ্চিত করাই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।তিনি আরও জানান, দীপাবলি ও ছট উসব উপলক্ষে ইতিমধ্যেই এক হাজারেরও বেশি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছে এবং প্রয়োজনে আরও ট্রেন যোগ করা হবে। তিনি জানান, অতিরিক্ত যাত্রীচাপ সামলাতে প্ল্যাটফর্ম টিকিট সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত ভি। না হয়।দিনের শেষে নয়াদিল্লি স্টেশনের ব্যস্ত চত্বরে যখন সূর্য ডুবতে শুরু করেছে, তখনও রেলমন্ত্রী ছিলেন কাজের মধ্যেই। কঃট্রাল রুম থেকে শেষবারের মতো একবার নজর বোলালেন পুরো স্টেশনের ওপর। তারপর হাসিমুখে যাত্রীদের উদ্দেশে হাত নাড়লেন। যাত্রীরা করতালিতে স্বাগত জানালেন তাঁকে।রেলমন্ত্রীর এই আকস্মিক সফর প্রমাণ করল, উৎসবের আলোয় যতই ভি। হোক না কেন, সরকার চাইছে যেন দেশের প্রতিটি নাগরিক নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের এই উদ্যোগ তাই শুধু এক দিনের পরিদর্শন নয়, বরং ভারতীয় রেলের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও গভীর করার প্রতীক হয়ে রইল।

## জম্মু ও কাশ্মীরের বুদগামে দীপাবলি মেলার আয়োজন বিএসএফ-এর

শ্রীনগর, ১৯ অক্টোবর ঃ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) রবিবার নিয়ন্ত্রণ রেখায় (এলওসি) কর্তব্যরত সেনা জওয়ানদের পরিবারের জন্য বুদগামের হুমহামা ক্যাম্পাসে দীপাবলি মেলার আয়োজন করেছে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মেলার সূচনা করেন আইজি বিএসএফ (কাশ্মীর ফ্রন্টিয়ার) অশোক যাদব।তিনি বলেন, আমি কাশ্মীর ফ্রন্টিয়ারের পক্ষ থেকে সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমরা সবাই জানি, বিএসএফ তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সকল উৎসব উদযাপন করে। আজ আমাদের সমস্ত সীমান্ত সদর দফতর, এইচটিসি (হাই-টেক কন্ট্রোল রুম), কম্পোজিট হাসপাতাল, আন্ডার কমান্ড সেক্টর এবং ইউনিটগুলি এখানে একটি দীপাবলি মেলার

# ছট ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ উদ্যোগ, উত্তর-পশ্চিম রেলের মহাযজ্ঞ

জয়পুর, ১৯ অক্টোবরঃউৎসব মানেই মানুষের ঘরে ফেরার আনন্দ, প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উচ্ছ্বাস। দীপাবলি ও ছট পূজার সময় সেই উচ্ছ্বাস যেন আরও বহুগুণে বেড়ে যায়। এই সময় উত্তর ভারত, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু করে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ- সর্বত্র দেখা যায় একযোগে বাড়ি ফেরার তোড়জোড়। ভিড়ের চাপে প্রায় হাঁসফাঁস অবস্থা হয় ট্রেনগুলিতে। তাই এবার যাত্রীদের সুরক্ষা ও আরামের কথা মাথায় রেখে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে উত্তর-পশ্চিম রেল।উত্তর-পশ্চিম রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ক্যাপ্টেন শশী কিরণ জানিয়েছেন, দীপাবলি ও ছট উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রচুর যাত্রীচাপের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই রেল কর্তৃপক্ষ ৪৪ জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করেছে, যা চলবে মুম্বই, পুনে, হাওড়া এবং বিহারের সংলগ্ন অঞ্চলগুলির মতো উচ্চ চাহিদা সম্পন্ন রুটে। এই বিশেষ ট্রেনগুলি যাত্রীদের ভ্রমণকে সহজ করবে বলেই আশাবাদী রেল। একই সঙ্গে আরও কিছু বিশেষ ট্রেনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি অনুমোদন মেলে, তবে অতিরিক্ত ট্রেনও চালানো হবে বলে জানান তিনি।তবে শুধুমাত্র বিশেষ ট্রেনই নয়, নিয়মিত চলাচলকারী ট্রেনগুলিতেও বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। ক্যাপ্টেন কিরণের কথায়, প্রায় ৬০টি নিয়মিত ট্রেনে মোট ১৭৪টি অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন যাত্রী ধারণক্ষমতা বাড়বে, অন্যদিকে তেমনি দাঁড়িয়ে ভ্রমণের মতো সমস্যাও কিছুটা হলেও লাঘব হবে। দীপাবলি ও ছট উৎসবের মরশুমে এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে বড় স্বস্তি এনে দেবে হাজার হাজার যাত্রীর জন্য।কিন্তু ট্রেন বাড়ালেই যে ভিড়ের

সমস্যা মিটবে, তা নয়। উৎসবের সময় স্টেশনে যে বিপুল ভিড় জমে, তা নিয়ন্ত্রণ করাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাতেই এবার জয়পুর, জোধপুর, বিকানের, আজমেরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্টেশনের ভেতরে হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করা হচ্ছে, যাতে আগে আসা যাত্রীরা নির্দিষ্ট জায়গায় বসে অপেক্ষা করতে পারেন। এতে প্ল্যাটফর্মে অতিরিক্ত ভিড় কমবে।রেল কর্তৃপক্ষের তরফে এনজিও, স্কাউট, গাইড ও রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যদেরও মোতায়েন করা হয়েছে। এই স্বেচ্ছাসেবকরা যাত্রীদের সাহায্যে কাজ করবেন এবং প্রযোজনে দিকনির্দেশনা দেবেন। পাশাপাশি ট্রেন কন্ডাক্টরদেরও বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে- যাতে প্রতিটি ট্রেন সময়মতো ছাড়ে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বজায় থাকে।যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তাও দিয়েছেন ক্যাপ্টেন শশী কিরণ। তিনি অনুরোধ করেছেন, যাত্রীরা যেন ট্রেনের নির্ধারিত সময়ের কাছাকাছি স্টেশনে পৌঁছান। খুব আগে এসে প্ল্যাটফর্মে ভিড় জমাবেন না। প্রয়োজনে হোল্ডিং এরিয়ায় অপেক্ষা করতে পারেন। এতে স্টেশনের শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে স্টেশনের প্রবেশ ও বহির্গমন পথেও বিশেষ নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পয়েন্ট দিয়েই যাত্রীদের ঢোকা ও বের হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট বিক্রিও আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে তা ইস্যু করা যাবে বলে জানিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ।এছাড়াও, প্রতিটি বড় স্টেশনে মাইক্রোফোনে ঘোষণা, ডিজিটাল বোর্ডে ট্রেনের তথ্য, এবং জরুরি মেডিক্যাল হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আরপিএফ (রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স) ও জিআরপি (গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ)-র উপস্থিতিও বাড়ানো হয়েছে।দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব, আবার ছট মানে ভোরের সূর্যকে প্রণাম। দুই উৎসবেরই মূল মন্ত্র শান্তি, সমৃদ্ধি ও ঐক্য। সেই ঐক্যের বন্ধনকেই মজবুত করতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরে ফেরেন ট্রেনে চেপে। কেউ ফিরছেন বিহারের গ্রামে, কেউ রাজস্থানের মরুভূমির শহরে, কেউ বা আবার হাওড়া বা পাটনার পথে। তাঁদের এই ফেরার পথ যেন নিরাপদ হয়, সেটাই এখন রেলের প্রধান লক্ষ্য।উত্তর-পশ্চিম রেলের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কারণ, প্রতি বছরই দেখা যায়, উৎসবের মরশুমে ভিড়ের চাপে ট্রেনের দেরি, টিকিট কালোবাজারি, যাত্রীদের অস্বস্তি, দুর্ঘটনার মতো একাধিক সমস্যা তৈরি হয়। এ বছর আগেভাগেই সবদিক থেকে পরিকল্পনা নিয়ে রেল যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা সাধারণ যাত্রীদের মনে আশার আলো জ্বালাচ্ছে।এছাড়াও, যাত্রীদের সুবিধার জন্য অনলাইন তথ্য ব্যবস্থাকেও আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। ট্রেনের স্ট্যাটাস, আসন সংরক্ষণ, এবং রিয়েল-টাইম আপডেটের সুবিধা থাকবে রেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপে। যাতে যাত্রীরা ঘরে বসেই তাঁদের যাত্রা পরিকল্পনা করতে পারেন।রেলের এই উদ্যোগে একদিকে যেমন উৎসবের আনন্দ বাড়বে, তেমনি যাত্রার নিরাপত্তা ও আরামও নিশ্চিত হবে। দীপাবলি ও ছট উৎসবের ঠিক আগে এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকর হলে উত্তর ভারতের লাখ লাখ মানুষের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা হবে অনেক বেশি সহজ, সুসংগঠিত ও নিরাপদ।উৎসব মানেই আলোকিত হোক দেশজুড়ে প্রতিটি মুখ, প্রতিটি ঘর। সেই আলোর ছোঁয়া যেন পৌঁছায় প্রতিটি স্টেশনে, প্রতিটি কামরায়। যাত্রীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতেই উত্তর-পশ্চিম রেলের এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ- যাকে বলা চলে এক মহাযজ্ঞ, যাত্রার আনন্দ ও নিরাপত্তার জন্য নিবেদিত।

## বিহারে দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন জমার শেষ দিন সোমবার, ১২২ আসনে ভোট ১১ নভেম্বর

পাটনা, ১৯ অক্টোবর ঃ বিহারের রাজনীতিতে এখন টানটান উত্তেজনা। কারণ, সোমবারই শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় দফার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। রাজ্যের ২০টি জেলার মোট ১২২টি বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ নভেম্বর। ফলে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে প্রার্থীদের মধ্যে ব্যস্ততা তুঙ্গে। প্রশাসনিক কার্যালয় থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের দপ্তর- সর্বত্রই চলছে শেষ মুহূর্তের হিসেবনিকেশ ও কৌশল নির্ধারণের পর্ব।ন্ডনির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় দফায় প্রার্থীরা আগামী ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। এর পরে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। কমিশন সূত্রে আরও খবর, নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি জেলার নির্বাচনী অফিসে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রার্থীদের মনোনযন্ জমার দিনও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা না ঘটে।এদিকে, প্রথম পর্যায়ের জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পড়ছে আগামীকাল। সেই পর্বে মোট ১২১টি বিধানসভা আসনে ভোট হবে। ফলে প্রথম দফার প্রস্তুতি কার্যত শেষ পর্যায়ে, আর দ্বিতীয় দফার মনোনযনের দৌড় এখন চরমে। রাজনৈতিক দলগুলির দপ্তরে চলছে প্রার্থী বাছাই, জোটের হিসেব ও প্রার্থীপদ নিয়ে দরকষাকষি। বিভিন্ন জেলায় প্রার্থীদের সমর্থনে মিছিল-মিটিং, শোভাযাত্রা দেখা যাচ্ছে।দ্বিতীয় পর্যায়ের এই ১২২ আসন নিয়ে প্রতিটি বড় রাজনৈতিক দল এখন মরিয়া। বিজেপি ও জনতা দল (ইউনাইটেড) ইতিমধ্যেই তাদের তারকা প্রচারকদের তালিকা ঘোষণা করেছে। এই তালিকায় আছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে অন্যান্য শীর্ষ নেতা-নেত্রীরা। দীপাবলির পরে তাঁদের প্রচারে নামার কথা, ফলে নির্বাচনী উত্তাপ আরও বা।বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।অন্যদিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে তথা মহাগঠবন্ধনের শিবিরেও প্রচার চলছে সমানতালে। রাহুল গান্ধী, তেজস্বী যাদব, অখিলেশ যাদব- একাধিক নেতার সফরের সূচি তৈরি হচ্ছে। রাজ্যের দক্ষিণ থেকে উত্তর- প্রতিটি জেলাতেই তাঁরা সভা করবেন বলে জানা গিয়েছে। তেজস্বী যাদব ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় প্রচার শুরু করেছেন এবং চাকরি, উন্নয়ন ও কৃষক সমস্যা নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন রাজ্যের সরকারকে।অন্যদিকে, বিজেপি ও জেডিইউ'র জোট শিবিরে জোর দেওয়া হচ্ছে উন্নয়নের ইস্যুতে। নীতীশ কুমারের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, কেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্প এবং মোদী সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলিকেই সামনে রেখে ভোটারদের টানার চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে নারী নিরাপত্তা, যুবকর্মসংস্থান ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন- এই তিন বিষয়েই প্রচারে জোর দিচ্ছে এনডিএ শিবির।ন্ডঅন্যদিকে, নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে রাজ্য প্রশাসনও প্রস্তুতি নিচ্ছে যুদ্ধকালীন তপরতায়। পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক চলছে। রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত জেলায় বিশেষ তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। নগদ টাকা, মদ বা অন্য কোনও প্রলোভনমূলক সামগ্রী যাতে ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সংস্থা যৌথভাবে অভিযান চালাচ্ছে।নির্বাচনী আচরণবিধি বলব হওয়ার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে প্রশাসনের কড়াকড়ি বা।ানো হয়েছে। রাজনৈতিক পোস্টার, ব্যানার এবং দেওয়াললিখনেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, মুজফফরপুর, আরা- এমন বহু জেলাতেই নির্বাচনী কর্মকর্তারা সক্রিয়ভাবে প্রচার পর্যবেক্ষণ করছেন।ন্ডএই দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট যে কোনও রাজনৈতিক দলের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। প্রথম দফার তুলনায় এই পর্যায়ের আসন সংখ্যা কিছুটা বেশি হলেও, এখানে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রয়েছে যেখানে বিগত নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি ল।াই হয়েছিল। এবারও সেই আসনগুলিতে প্রত্যাশা রয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার। অনেক পুরনো মুখ আবারও প্রার্থী হচ্ছেন, আবার অনেক নতুন মুখও সুযোগ পাচ্ছেন রাজনীতির মাঠে নামার।বিহারের রাজনীতি বরাবরই বহুস্তরীয় ও জটিল। জাতপাতের সমীকরণ, স্থানীয় সমস্যা, প্রার্থীর ভাবমূর্তি- সব কিছুই এখানে নির্বাচনী ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দ্বিতীয় দফায় অন্তর্ভুক্ত ২০টি জেলার মধ্যে কয়েকটি যেমন মুজফফরপুর, গয়া, সম।।।পুর, পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে মনে করা হয়। তাই এখানকার ভোটের ফলাফল গোটা নির্বাচনের গতিপথ অনেকাংশে নির্ধারণ করতে পারে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন হওয়ায় সোমবার পাটনার নির্বাচন কমিশন ভবনের বাইরে দেখা যাবে বিশাল ভিড়। প্রার্থীরা তাঁদের সমর্থকদের সঙ্গে এসে মনোনয়ন জমা দেবেন, আর প্রশাসনও প্রস্তুত থাকবে ভিড় নিয়ন্ত্রণে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন সব কার্যক্রম ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে পরে কোনও বিতর্ক না ওঠে।রাজনৈতিক মহলে এখন মূল আলোচ্য বিষয়- কোন দল কতটা শক্তিশালীভাবে নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাতে পারছে এবং কোন আসনে জোট কতটা ফলপ্রসূ হবে। বিজেপি ও জেডিইউ এবারও একজোটে ভোটে নামছে, অন্যদিকে মহাগঠবন্ধন নিজের অবস্থান শক্ত করতে চায় গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে। আপাতত প্রচারের গতি কিছুটা থমথমে থাকলেও দীপাবলি পেরিয়ে সেটি যে ঝড়ের গতিতে বাড়বে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।বিহারের রাজনৈতিক আঙিনায় তাই এখন শুধু একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে- কে বসবে পাটনার সিংহাসনে? ১১ নভেম্বরের দ্বিতীয় দফার ভোট সেই উত্তরেরই বড় অংশ নির্ধারণ করে দেবে। তবে তার আগে সোমবারের মনোনয়ন জমার দিন রাজ্যের রাজনৈতিক তাপমাত্রা যে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দেবে, তা বলাই যায়।

## গুয়াহাটিতে জুবিন গার্গের প্রতি শ্রদ্ধা ও ন্যায়ের দাবিতে বিরোধী জোটের সমাবেশ

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর ঃ কিংবদন্তি গায়ক অসমের হৃদস্পন্দন জুবিন গার্গের অকাল মৃত্যুর এক মাস পূর্ণ হয়েছে আজ। প্রাণের প্রয়াত জুবিনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ এবং তাঁকে ন্যায়বিচারের দাবিতে গুয়াহাটিতে বিরোধী দলগুলি বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেছে।এই অনুষ্ঠান গুয়াহাটির দিঘলিপুখুরি পাড়ে অবস্থিত লক্ষীধর বরা গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং ভক্তরা প্রয়াত গায়কের জীবন, উত্তরাধিকার এবং শৈল্পিক প্রতিভাকে স্মরণ করতে জড়ো হবেন।যৌথভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সমাবেশের আয়োজন করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, সিপিআই (এম), সিপিআই, সিপিআই (এমএল), অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক (আসাম ইউনিট), অসম জাতীয় পরিষদ (এজেপি),

রাইজর দল, আম আদমি পার্টি (এএপি), তৃণমূল কংগ্রেস (আসাম ইউনিট) সহ অন্যান্য আঞ্চলিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন।কর্মসূচির নেতৃত্ব দেবেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ, সুপ্রকাশ তালুকদার, কনক গগৈ, বিবেক দাস, মিহির নন্দী, অখিল গগৈ, ড. ভরেন চৌধুরী, লুরিনজ্যোতি গগৈ, দুলু আহমেদ, অজিত কুমার ভুইয়াঁ প্রমুখ।আয়োজকরা ছাত্র, শিক্ষক, স্থানীয় ক্লাব এবং সাধারণ জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে উপস্থিত হয়ে সকলের প্রাণের শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করেছেন।

## রাশিফল

**মেষঃ**আজকের দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। জীবনে এমন কিছু সমস্যা থাকতে পারে যা সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে। এই সময় সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। শুভ দিন হবে

**বৃষঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।

**মিথুনঃ** মিথুন রাশির জন্য খুব ইতিবাচক এবং উৎসাহজনক দিন হতে চলেছে। ভিতরে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে, যা রুটিনে নতুনত্ব এবং উৎসাহ আনতে

**কর্কট রাশি** ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন।

**সিংহঃ** রাশির স্ত্রীস্বামীকে কিছু অসুবিধা হতে পারে। মনে হতে পারে যে জীবনে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। নেতিবাচক শক্তির পরিবেশ কিছুটা বিরক্ত করতে পারে।

**কন্যা** ঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য- সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে- আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে- আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে।

**তুলাঃ**তুলা রাশির জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা বা বাধা থাকতে পারে, যা মনে উদ্বেগ এবং অসন্তোষের কারণ হতে পারে।

**বৃশ্চিকঃ**বৃশ্চিক রাশির জন্য খুবই ভাল দিন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, যার কারণে চারপাশের পরিবেশও মনোরম থাকবে। সঙ্কট সত্ত্বেও সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন।

**ধনুঃ** ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ

**মকরঃ** মকর রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। এই সময়টি মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন।

**কুম্ভঃ** আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে এবং আপনাকে হতাশগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। আপনার অবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে। আপনি পরিচিত কেউ অর্থকড়ি সংক্রান্ত পরিস্থিতি

**মীনঃ** মীন রাশির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক দিন। সংবেদনশীলতা এবং করুণা পরিবেশে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করবে, যা চারপাশের মানুষকে আকর্ষণ করবে। সৃজনশীলতা প্রকাশ করার জন্যও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন, যা চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ্যে প্রকাশ করবে। এই সময় চারপাশের মানুষের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। মীন রাশির কল্পনাশক্তি এবং আকর্ষণ দ্বারা অনেকেই এই দিন মুগ্ধ হবেন এবং সম্পর্কের মধ্যে সুখ এবং আনন্দের

## আবহাওয়া

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও, আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। তাপমাত্রাতেও বিশেষ হেরফের হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে আগামী ৭ দিন। শনি ও রবিবার উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আগামী ৭ দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী এক সপ্তাহ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। কলকাতায় ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় দুই-তিন ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা।

## জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মনিট এবং রাত ০১টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৩মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৬মিনিটে।

## বহড়ুতে হয়ে গেল দুদিনের মিনি ফুটবল ধামাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বহড়ুঃ খেলা ধূলার প্রতি বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা আগ্রহ হারাচ্ছে এই কথাকে ভুল প্রমানিত করলো শনিবার বহড়ু।জয়নগর থানার বহড়ু হাইস্কুল মাঠে দুদিন রাতের মিনি ফুটবল ধামাকার আয়োজন করেছিল বহড়ু মিলন উৎসব কমিটি।সব ধর্মের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এই খেলাকে সম্প্রীতি কাপ হিসাবে নামাঙ্কিত করে আয়োজক কমিটি।আর এই খেলাকে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে খেলা প্রেমী মানুষের মনে উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতন। আর তারই ফল স্বরুপ শনিবার দুপুর থেকে সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, ডায়মন্ডহারবার, গোসাবা, বাসন্তী থেকে শুরু করে মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া থেকে ও দর্শক সমাগম শুরু হয়। মূলত বিকাল ৫ টা থেকে জয়নগর দক্ষিন বারাশত কুলপী রাজ্য সড়ক একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে খেলার দর্শকদের চাপে।রাত ১১টা পর্যন্ত রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে জনসমুদ্রের চাপে।সমস্যায় পড়েন বহড়ু স্টেশনে নেমে বাড়ি ফিরতি মানুষ জন। কালীপুজোর আগে রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েন বহু সাধারণ মানুষ। এই যানজট নিয়ন্ত্রন করতে হিমসিম খায় জয়নগর থানার পুলিশ, ট্রাফিক। এই খেলা দেখতে মাঠের দুদিকের স্কুল, বাড়ি, দোকান পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এমনকি বিরাট উচু নারকেল গাছে চড়ে খেলা দেখতে দেখা যায় দর্শককে। এদিন রাতে মিনি ফুটবলে শট মেরে এই খেলার সূচনা করেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এ দিনের সম্প্রীতি কাপের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক নমিতা সাহা, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, তৃনমূল জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, সুন্দরবন জেলা তৃনমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রীতম হালদার, স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ,বিশিষ্ট সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলি,শান্তুনু মালিক, মাতিন হালদার সহ একাধিক পঞ্চায়েতের সদস্য, সমাজ সেবী সহ আরো অনেকে। বহড়ু মিলন উৎসব কমিটির সদস্য কালাম খান বলেন, দক্ষিন ২৪ পরগনা সহ ৬টি জেলা থেকে বাছাই করা ১৬টি টিম নিয়ে আমাদের এই সম্প্রতি কাপ। শনিবার রাতে যার সূচনা হয় এবং রবিবার রাতে ফাইনালের মধ্যে দিয়ে যার সমাপ্তি ঘটে। আমারা খেলা প্রেমী মানুষ দের কাছে সেরা খেলা তুলে দিতে চেয়েছি।কিন্তু এত মানুষের সমর্থন পাবো এই ভাবে আমরা কল্পনা করতে পারিনি। পুরোপুরি জনসমুদ্রের চেহারায় নেয়। আমরা খুশি আমাদের পাশে এসে এইভাবে খেলাকে ভালোবাসার জন্য। এদিন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, আমরা মানুষ, আমাদের কাছে ধর্মের চেয়ে মানুষ আগে। তাই সর্ব ধর্মের মিলন হিসাবে সম্প্রতি কাপে বহড়ু একথায় জনসমুদ্রের চেহারা নেয়। সব কিছুর মাঝে খেলাকে ভালোবাসুন। খেলার মধ্যে দিয়ে শরীরচর্চা ও হয়। অনেকে এই খেলাকে আটকাতে চেয়েছিলেন কিন্তু মানুষের সমর্থনে তা তাদের সম্ভব হয়নি। ভালো খেলা দেখুন। খেলা উপভোগ করুন।

## দু'দেশের ভোটার তালিকায় নাম, কীসের ভিত্তিতে? তদন্তে পুলিশ!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের ভোটার তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিদের সংখ্যা বাংলায় কম নয়। এর মধ্যে একটি পরিবারের সন্ধান মিলেছে উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙার পায়রাগাছি এলাকায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই শনিবার পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও নথি যাচাই করে। কীভাবে বাংলাদেশ থেকে এসে তারা আধার, ভোটার কার্ডসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি তৈরি করেছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। তবে পরিবারের সদস্যরা এ নিয়ে মুখ খোলেননি। স্থানীয়দের অভিযোগ, গোবরডাঙা থানার বেড়গুম ২ পঞ্চায়েতের পায়রাগাছি গ্রামের বাসিন্দা তারকনাথ ঢালি ও তাঁর পরিবারের আসল বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার ঝিটকি গ্রামে। সেখানকার ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম রয়েছে। আবার এদেশেও নাগরিক হিসেবে আধার এবং ভোটার কার্ডও রয়েছে এই পরিবারের সদস্যদের। এসআইআর আবহে এমন খবর সামনে আসতেই জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তবে কি তাঁরা বৈধ নাগরিক নন? এস আই আর হলে নাম বাদ পড়বে? এসব আশঙ্কার মাঝে গৃহকর্তা তারকনাথ ঢালি জানিয়েছেন, তিনি দশ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে গোবরডাঙায় এসে বসবাস করছেন। বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও কিভাবে এদেশের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড পেলেন, তানিয়ে অবশ্য বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি তিনি। তাঁর একটাই বক্তব্য, দবহু বছর হল আমরা বাংলাদেশ ফিরিনি।দ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে কীভাবে ঢালি পরিবার ভারতের নাগরিকত্বের এত ধরনের প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছে? এই কাজে কারা বা কোন মাধ্যম তাদের সহযোগিতা করেছে? পুলিশ পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এবং নথি পরীক্ষা করে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছে। তবে এই ঘটনায় হাবড়া ১ ব্লকের বিডিও সুবীর দণ্ডপাট বলেন, এ বিষয়ে আমার কোনো তথ্য নেই। অভিযোগ পেলে অবশ্যই খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## হাওড়া স্টেশনে বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে ছাদের চাঙর ভেঙে দুর্ঘটনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবিবার দুপুরে হাওড়া স্টেশন লাগোয়া বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে ছাদের চাঙর ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটে। তবে, এদির ছুটির দিনে ভিড় কম থাকায় প্রাণে রক্ষা পান যাত্রীরা। উৎসবের মরসুমে কালীপূজার আগের দিন রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ ওই ঘটনাটি ঘটে। তবে এদিন ছুটির দিনে বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী কম থাকায় বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। অন্য কোনও কাজের দিনে ওই ঘটনা ঘটলে বড়সড় বিপদের আশঙ্কা ছিল। এদিন এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত হাওড়া স্টেশন লাগোয়া বেসরকারি এই বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন অসংখ্য বাস যাতায়াত করে। এই বাসগুলি মূলত হাওড়ার মধ্যেই চলাচল করে। এখান থেকে বিভিন্ন রুটের বাস শহরে ও গ্রামে যাতায়াত করে। হাওড়া স্টেশনের পাশে বেসরকারি বাসস্ট্যান্ড হওয়ায় এখানে যাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে। রবিবার দুপুরে ওই বাসস্ট্যান্ডের ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। ছাদের অনেকটা অংশ জুড়ে চাঙর ভেঙে পড়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এদিন রবিবার বাসস্ট্যান্ডে কম যাত্রী থাকায় কোনও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বাসস্ট্যান্ডের এক ছাতু বিক্রেতা জানান, হঠাৎ ছাদের চাঙর ভেঙে পড়ার শব্দ তিনি পান। ছুটে গিয়ে দেখেন রাস্তায় কংক্রিটের বড় বড় চাঙর পড়ে আছে। ছাদের অনেকটা অংশে লোহার রড বেরিয়ে পড়েছে। ওখানে যদি যাত্রীরা দাঁড়িয়ে থাকতেন তবে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটত। স্ট্যান্ডের বাস গুমটির কর্মী পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, বহুদিন ওই ছাদের মেরামতির কাজ হয়নি। মাঝে মাঝে বড় বড় চাঙর খসে পড়ে। মাসখানেক আগে ফারুক শেখ নামে এক কন্ডাক্টারের মাথায় চাঙর পড়ে গুরুতর জখম হন। প্রশাসন থেকে মাঝে মাঝে লোকজন এলেও কাজ হয়নি। এই ঘটনা প্রসঙ্গে হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ডা সুজয় চক্রবর্তী জানান, ওই বাসস্ট্যান্ডের দেখভালের দায়িত্ব কেএমডিএ-র। তিনি এ ব্যাপারে কেএমডিএ এবং পুলিশকে চিঠি লিখবেন যাতে ওই বাসস্ট্যান্ডের ছাদ ভেঙে দ্রুত সংস্কারের কাজ করা হয়।

## জাল টাকা সহ বাবা ও ছেলে গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৫০০ টাকার নোটে নয় হাজার টাকা জাল টাকা সহ পুলিশের জালে গ্রেফতার বাবা ও ছেলে, তোলা হলো আদালতে। হাওড়া ব্রিজ লাগোয়া কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের পুরনো আবাসন এলাকা থেকে শনিবার রাতে এদের দু'জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় নকল টাকা যার আর্থিক মূল্য ৯,০০০ টাকা। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতেরা হলেন উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার বাসিন্দা সুমন মন্ডল (৪২) ও বাবু মন্ডল (২৪)। এদের ওই টাকা অন্য কোনও ক্যারিয়ারের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। তার আগে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ এদের দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। রবিবার বাবা ও ছেলেকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ধৃতদের ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে জাল নোট সংগ্রহ করে গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার যে চক্র সক্রিয় রয়েছে তার সঙ্গে এই দু'জনের যোগ আছে। ধৃতদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং এই চক্রের পিছনে আর কে কে আছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## মনসা পুজোর খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ শতাধিক!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মনসা পুজোর খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শতাধিক গ্রামবাসী। রাত থেকেই বমি, পেট খারাপ সহ নানা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি একের পর এক। রবিবার সকাল থেকেই আতঙ্ক পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার সুরতপুর গ্রামে। খবর পেয়েই তড়িঘড়ি গ্রামে পৌঁচেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের ১৫ জনের মেডিক্যাল টিম। দুপুর নাগাদ স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই মুহূর্তে দাসপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২ জন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দাসপুর-১ নং ব্লকের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরতপুর গ্রামে শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। গ্রামে একটি মনসা পুজো উপলক্ষে রান্না করা খিচুড়ি খেয়েছিলেন গ্রামের বহু মানুষ। গভীর রাত থেকেই একের পর বাসিন্দা অসুস্থ হতে শুরু করেন। সেই তালিকায় শিশু, মহিলারাও আছেন। সকালে খবর পেয়েই পৌঁছন বিডিও দীপঙ্কর বিশ্বাস, রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান চিন্ময় চক্রবর্ত্তী সহ ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। গ্রামে স্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প ছাড়াও চিকিৎসকদের টিম বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখছেন। খাবার, জল ও মল সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। গ্রামবাসীরা বলেন, শনিবার গ্রামে মনসা পুজো উপলক্ষে রাতে তিনশ জনের জন্য ভোগের আয়োজন করা হয়েছিল। সুরতপুর ছাড়াও পাশের গ্রাম খরদা বিষ্ণুপুর, রূপনারায়ণপুর থেকেও এসেছিলেন অনেকেই। রাতে ভোগ খাওয়ার পর থেকেই অসুস্থ হতে শুরু করেন তাঁরা। পেটের যন্ত্রণা, পায়খানা, বমি উপসর্গ থাকায় স্থানীয় চিকিৎসকের কাছেও যান অনেকে। সকালে খবর পেয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে এলাকায় পৌঁছান স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্যশঙ্কর ষড়ঙ্গী বলেন, প্রায় ১১০ জনের খাদ্যে বিষক্রিয়া জনিত রোগের উপসর্গ রয়েছে। গ্রামে মেডিক্যাল টিম রয়েছে।

## বোলপুরে সিনেমা হল নিয়ে দখলদারির নাটক!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর, বীরভূম বোলপুর শহরের হৃদয়স্থলে চিত্রা মোড়ের সেই প্রখ্যাত সিনেমা হল ঘিরে ফের শুরু হয়েছে উত্তেজনা ও টানটান নাটকীয়তা। বহু বছর ধরে স্থানীয় বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল এই সিনেমা হলটি। কিন্তু করোনা মহামারীর ধাক্কায় বন্ধ হয়ে যায় এর পর্দা। এরপরই নতুনভাবে শুরু হয় এক জটিল আইনি লড়াই। সূত্রের খবর, ((ট্রি সিনেমাস প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি সংস্থা এই বন্ধ সিনেমা হলটি লিজে নিয়ে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়। দুইতলা বিশিষ্ট আধুনিক মাল্টিপ্লেক্সে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনাও হয়;যেখানে স্থানীয় বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু এই উন্নয়নের স্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়ান দীপঙ্কর ভকত নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগ, করোনা পর্বে হল বন্ধ থাকার সুযোগে তিনি কোর্টের রায় উপেক্ষা করে অবৈধভাবে জায়গাটি দখল করে নেন। রবিবার সকালে ((ট্রি সিনেমাস প্রাইভেট লিমিটেডের একদল আধিকারিক বোলপুরে এসে হলটি পুনরায় খোলার উদ্যোগ নেন। বৈধ কাগজপত্র ও চাবি হাতে নিয়ে তারা সিনেমা হলের দরজার তালা খুলতে গেলে, অভিযোগ, দীপঙ্কর ভকতের সঙ্গে তাদের বচসা বাধে। তিনি নাকি কোম্পানির কর্মীদের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন। তবে কোম্পানির আধিকারিকরা পুলিশের নির্দেশ মেনেই তাদের হাতে থাকা বৈধ চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন। ((ট্রি সিনেমাস প্রাইভেট লিমিটেডের আধিকারিক রতন সাহা বলেন, তকোর্টের রায়কে অমান্য করেছেন ওই ব্যক্তি। আমরা সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনেই কাজ করছি। পুলিশ ও পৌরসভাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। আমরা চাই প্রশাসন হস্তক্ষেপ করুক। প্রয়োজনে আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবো।দঅন্যদিকে, দীপঙ্কর ভকত অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

## কোন্নগরে অর্জুন-আচ্ছেলালের সাক্ষাৎ; নির্বাচনের আগে দলবদলের জল্পনা!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তার আগেই রাজনৈতিক মহলে দলবদলের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এবার নজরে রয়েছে কানাইপুরের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ও উত্তরপাড়া-শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি আচ্ছেলাল যাদব। আচ্ছেলাল যাদবের সঙ্গে দেখা করেছেন অর্জুন সিং।এই সাক্ষাৎকারের পরেই আগামী ছাব্বিশের নির্বাচনে দলবদলের জল্পনা তীব্র হয়েছে। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা দিলীপ যাদবের দাদা আচ্ছেলাল যাদব। লোকসভা ভোটের আগেও আচ্ছেলালের সঙ্গে অর্জুন সাক্ষাৎ হয়েছিল। যদিও, আচ্ছেলাল সেসময় বিজেপিতে যাননি। জানা গিয়েছে, অনেকদিন ধরেই সক্রিয় রাজনীতি বিশেষ করে তৃণমূল থেকে দূরে রয়েছেন আচ্ছেলাল। এবার ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আর্জুন সিং-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতে রাজনৈতিক মহলে তুঙ্গে উঠেছে জল্পনা। নির্বাচনের আগে কোন্নগর-উত্তরপাড়ায় রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাবে কিনা তা সময় বলবে, জানিয়েছেন আচ্ছেলাল যাদব। শ্রীরামপুরে সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে বিজেপির কর্মসূচীতে যোগ দিতে এসেছিলেন অর্জুন সিং। সেখান থেকে ফেরার সময় কানাইপুরের প্রাক্তন প্রধান এবং তৃণমূল নেতা আচ্ছেলাল যাদবের অফিসে যান ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। কিছুদিন ধরেই কোন্নগরের কানাইপুরে শাসক দলের অন্দরমহলে জল্পনা চলছে। দলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, কিছু প্রভাবশালী নেতা দলবদল করতে পারেন। এবার সেই জল্পনাই যেন আরও জোরালো হয়ে উঠল আচ্ছেলালের সঙ্গে বিজেপি নেতার সাক্ষাতে। তবে এখনই দলবদলের বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাননা সাবধানী আচ্ছেলাল। অর্জুন সিং-এর সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গে আচ্ছেলাল বলেন, এই মুহূর্তে আমি রাজনীতিতে নেই। অর্জুন সিং-এর সঙ্গে বহু দিনের পরিচয়। জেলাতেই কোথাও এসেছিলেন তাই আমার বাড়িতে এসে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে গেছেন। তবে ভবিষ্যতে তিনি দলবদল করবেন কিনা সে বিষয়ে এখনই কিছু জানাতে চাননি তিনি।

## ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনী কাজের জন্য বুথ লেবেল আধিকারিক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী কাজের জন্যে চার হাজারের বেশি বুথ লেবেল আধিকারিক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় নির্বাচন কমিশন জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে আরও একবার রিপোর্ট তলব করেছে। দক্ষিন চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আসায় সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের কাছে ঘটনার তদন্ত করে আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিস্তারিতভাবে এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এইদিকেএস আই আর এর জন্যে রাজ্যের তেইশটি জেলার মধ্যে সাতটি জেলার ম্যাপিং-এর কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত তিন কোটি ৪৮ লক্ষের কিছু বেশি ভোটারের নামের মিল পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে কালিম্পং এ সবচেয়ে বেশি ৬৫ দশমিক ২৭ শতাংশ ভোটারের নামে মিল পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

## হরিপদ বিশ্বাসের ১২৬ জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নববারাকপুর পুরসভার

দুরন্তবার্তা, নববারাকপুর ঃ নববারাকপুর উপনগরীর রূপকার ও প্রাণ পুরুষ স্রষ্টা হরিপদ বিশ্বাসের ১২৬ তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল নববারাকপুর পুরসভা। রবিবার সকালে পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডে কোঅপারেটিভ হোমস লিমিটেড, দুর্গা বাড়ি রোডে ট্রাস্ট কমিটির মন্দির প্রাঙ্গণে, পুরসভা অঙ্গনে তার আবক্ষ মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধার্ঘ জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, কোঅপারেটিভ হোমস লিমিটেডের চেয়ারম্যান তথা পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ, পুরপ্রধান প্যানেল চেয়ারম্যান পুর প্রতিনিধি নীতা দে, ট্রেজারার সমীর জোয়ারদার, পুর প্রতিনিধি কৃষ্ণা বোস, পুরসভার বড়ো বাবু দেব প্রসাদ রাহা, হরিপদ বিশ্বাসের সুযোগ্য পুত্র দীপক বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন কোঅপারেটিভ হোমস এর জন্মদাতা এবং পুরসভার প্রথম পুরপ্রধান হরিপদ বিশ্বাস অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দাড়িয়ে নববারাকপুর শহরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। শহরের মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। উনি ভেবেছেন শিক্ষাই জাতির মূল মেরুদন্ড। ছোট্ট শহরে নিজে হাতে তৈরি করেছেন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুরসভা, কোঅপারেটিভ হোমস, রেলওয়ে স্টেশন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্তমান ব্যটন পুরসভার হাতে। ধীরে ধীরে মডেল আধুনিক শহরে রুপায়নে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিত পথে শহরে বিভিন্ন মনীষিদের জন্ম দিনে শ্রদ্বার্ঘ জানান হচ্ছে। নববারাকপুর স্রষ্টা হরিপদ বিশ্বাসের ১২৬তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে পেরে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত হলাম। নববারাকপুর শহরে হরিপদ বিশ্বাসের ৭টি মর্মর মূর্তিতে যথাযথ মর্যাদার সাথে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান হয়। কোঅপারেটিভ হোমস, সাজিরহাট আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে, আহারামপুর সাহারা উচ্চ বিদ্যালয়, সার্বজনীন কালি মন্দিরে, জায়গা গুলি তে মর্মর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট জনেরা এবং বিশ্বাস পরিবারের পক্ষ তার পুত্র দীপক বিশ্বাস ও। অন্যদিকে বিশ্বাস পরিবার, হরিপদ বিশ্বাস স্মৃতি রক্ষা কমিটি এবং বিদ্রোহী স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে শিশু উদ্যান পার্শ্বস্থ মূর্তিতে সকালে মাল্যদান এবং সন্ধ্যায় বিদ্রোহী স্পোর্টিং ক্লাবের অস্থায়ী মঞ্চে হরিপদ বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গুণীজন সংবর্ধনা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

## রায়দীঘিতে শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে মহিলাদের বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়দীঘি ঃ রায়দিঘিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে বিক্ষোভ।১০০ দিনের কাজ, জব কার্ড নিয়ে রাস্তার ধারে মহিলারা রবিবার বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন।কালীপুজোর উদ্বোধন করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বেলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থেকে মথুরাপুরের যাওয়ার পথে তাঁর কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। রাস্তার দুধারে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ চলছিল। অভিযোগ, সেখান দিয়ে শুভেন্দু কনভয় যাওয়ার সময় তাঁর নিরাপত্তারক্ষী, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা গাড়ি থেকে নেমে মহিলাদের সরিয়ে দেন। সেখানেই বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। বিরোধী দল নেতার কনভয় আটকানো হয়। পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে শুভেন্দু বিক্ষোভস্থল থেকে নিরাপদে চলে যান গন্তব্যে।জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের কালীপুজো আয়োজক দের তরফে উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে যাওয়ার জন্য রবিবার বেলার দিকে জয়নগর থেকে রওনা হন তিনি। সেসময় রায়দিঘির কাশীনগরে জব কার্ড হোল্ডারদের নাম অনলাইনে নথিভুক্ত করার কাজ চলছিল। মূলত মহিলারা গিয়েছিলেন সেই শিবিরে। এমন সময় তাঁরা শুনতে পান, বিরোধী দলনেতা ওই পথে যাচ্ছেন। তখনই মহিলারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে নিজেদের দাবিদাওয়া জানাতে থাকেন। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বন্ধ হওয়া চলবে না, বকেয়া টাকা মেটাতে হবে কেন্দ্রকে, এসব দাবি তুলেছিলেন তাঁরা।অভিযোগ, এই বিক্ষোভে শুভেন্দুর নিরাপত্তারক্ষীরা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করেন। এই ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বিষ্ণুপুর রায়দিঘির মাঝে শ্রীমতী এলাকায়। এরপরই বিরোধী দলনেতার কনভয় আটকে দেওয়া হয়। গাড়িতে হামলা চলে বলে অভিযোগ। তুমুল হইহট্টগোল বাঁধে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শুভেন্দুকে সেখান থেকে বের করে নেন। মিলন মোড়ের কাছে বৈরাগী মোড়ে একটি রক্তদান শিবির ও কালীপুজোর উদ্বোধন করেন শুভেন্দুঅধিকারী। বিক্ষোভ, অশান্তির জন্য তিনি দায়ী করেছেন তৃণমূলকেই। এদিকে গোটা ঘটনা নিয়ে রায়দিঘির তৃণমূল বিধায়ক ডা অলক জলদাতা বলেন, মহিলাদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে বিরোধী দলনেতার নিরাপত্তা রক্ষীরা যা করলো, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক।আর এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ালো।

## অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়, শ্বাসরোধে খুন!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রহস্য! কলকাতার নারকেলডাঙা থানার রাজা দীনেন্দ্র চন্দ্র স্ট্রিটে ঘটে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা। মৃতার নাম নয়না কুমারী ওরফে রাখি সিং। স্বামী ও ননদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। মৃত রাখি সিংহের স্বামীর নাম সঞ্জয় সিং ও ননদের নাম রেখা পোয়াল। শনিবার দুজনকেই শিয়ালদহ আদালতে তোলা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে রাম বিকাশ সিং ও অজয় সিং নামে আরও দুজন। তাঁরা পলাতক বলেই খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্জয় সিং নারকেলডাঙার বাসিন্দা। বছর দুয়েক আগে তাঁর সঙ্গে নয়না কুমারীর বিয়ে হয়। নয়না বিহারের নাওয়াদার বাসিন্দা। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই ময়নাকে নানাভাবে অত্যাচারের শিকার হতে হতো শ্বশুর বাড়িতে। চলত শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার। এমনকী নয়নাকে প্রত্যেকদিন মারধর করা হত বলেও অভিযোগ পৌঁছেছে পুলিশের কাছে। পণের দাবিতেই এই অত্যাচার চলত বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। গত ২৯ সেপ্টেম্বর নয়নাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর নয়নার মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলে দাবি করা হয়। পরে গৃহবধুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। গত ১৭ অক্টোবর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সেখানে শ্বাসরোধ করে খুনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। ওই রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃতার ভাই মনীশ সিং স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এরপর নারকেলডাঙা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং সঞ্জয় সিং ও রেখাকে গ্রেপ্তার করে।

## চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণা, গ্রেপ্তার এক তরুণী!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক তরুণী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর গোপালনগরে। ধৃতের নাম রিঙ্কু মজুমদার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপালনগর এলাকার বাসিন্দা আসাদ আলি মণ্ডলের ছেলে চাকরি খুঁজছেন বেশ কয়েক মাস ধরে। ওই যুবকের সঙ্গে ওই এলাকারই বাসিন্দা তরুণী রিঙ্কু মজুমদারের আলাপ হয়। টাকা দিলে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়া সম্ভব, সেই কথা বলেছিলেন ওই তরুণী! সরকারি চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ওই যুবকের থেকে মোট ১২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। চাকরি পাইয়ে দেওয়া তো দূর, ওই যুবকের সঙ্গে তরুণী আর কোনওরকম যোগাযোগও রাখছিলেন না! টাকা ফেরতও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। প্রতারিত হয়েছেন তিনি, সেই বিষয়টি বুঝতে পারেন যুবক। এরপর গোপালনগর থানায় ওই তরুণীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করে। শনিবার সকালে রিঙ্কু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রশ্ন উঠছে, ওই তরুণী আরও কতজনের সঙ্গে যোগসাজশ করে চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণা করেছেন? তিনি কি কোনও চক্রের সঙ্গে জড়িত? এখন পর্যন্ত কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন? এসব বিষয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন বনগাঁ আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## মেরামতির আগেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, রোড রোলারে মৃত্যু!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বেহাল রাস্তা মেরামতের কাজ চলছিল, তবে রাস্তার একাধিক স্থানে খানাখন্দ ও গর্ত থাকায় একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার হেলেঞ্চা দত্তপুলিয়া সড়কের চরমণ্ডল এলাকায় বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রোড রোলারে ধাক্কা মারে চালক, যার ফলে এক কিশোরের মৃত্যু হয়। দীপাবলির আগে এই মর্মান্তিক ঘটনার কারণে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোরের নাম আকাশ মল্লিক। বাড়ি পাথুরিয়া এলাকায়। গতকাল শনিবার রাতে ওই কিশোর দত্তপুলিয়া এলাকা থেকে এক যুবকের সঙ্গে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিল। দত্তপুলিয়া সড়কের বেহাল দশা বলে অভিযোগ। তবে কয়েক দিন হল ওই রাস্তা সারাই করার কাজ শুরু হয়েছে। কাজের জন্য রাস্তার পাশেই ছিল একটি রোড রোলার। রাস্তার গর্ত, খানাখন্দ বাঁচিয়েই ওই বাইক চালানো হচ্ছিল বলে খবর। কিন্তু দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়নি। গর্তের মধ্যে বাইকের চাকা পড়ে যাওয়ায় আর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গিয়েছে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা রোড রোলারে বাইকটি ধাক্কা মেরে দুজন চালক ছিটকে পড়ে যান বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে তাদের উদ্ধার করে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা কিশোরকে মৃত ঘোষণা করেন, অন্য যুবক এখনও চিকিৎসাধীন। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, খারাপ রাস্তার কারণে ওই এলাকায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটে। দুঃসংবাদ পেয়ে কিশোরের বাড়িতে কান্নার ঢেউ ওঠে, আর উৎসবের আনন্দ ম্লান হয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

## বাংলাদেশে আটক কুলতলির ট্রলার সহ ১৪ জন মৎস্যজীবী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলিঃ বাংলাদেশে আটক কুলতলির ট্রলার সহ ১৪ জন মৎস্যজীবী। চরম উৎকন্টায় কুলতলির ১৪টি মৎস্যজীবী পরিবারের সদস্যরা। সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ইঞ্জিন বিকল হয়ে বিপাকে পড়েছেন এই মৎস্যজীবীরা। জানা গিয়েছে, তাঁদের ট্রলারটি ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশের জলসীমায় পৌঁছে যায়।সেখানেই বাংলাদেশের নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে তাঁরা ধরা পড়েন। কী ভাবে তাঁদের ঘরে ফিরিয়ে আনা যাবে, সেই ভাবনাতে ঘুম উড়েছে মৎস্যজীবীদের পরিবারের। জানা গিয়েছে, এই মৎস্যজীবীরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির শানকিজাহান গ্রামের বাসিন্দা। ১৩ই অক্টোবর 'এফবি শুভযাত্রা' নামে একটি ট্রলারে করে সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় তাঁরা। শনিবার, ১৮ ই অক্টোবর গভীর সমুদ্রে ট্রলারের ইঞ্জিন আচমকাই বিকল হয়ে যায়। উত্তাল ঢেউয়ের ধাক্কায় ট্রলার ভেসে ঢুকে পড়ে বাংলাদেশের জলসীমায়। সীমান্ত অতিক্রম করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের আটক করে বাংলাদেশের কোস্টগার্ড ও সেনা।পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাঁরা নিশ্চিত বাংলাদেশেই ১৪ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের সুরক্ষা, দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি এই পরিবার গুলিকে ভাবাচ্ছে।পাশাপাশি পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী এই ১৪ জন মৎস্যজীবী। ফলে সংসার চলবে কী ভাবে, তা ভেবে পাচ্ছেন না এই মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যরা। 'এফ বি শুভযাত্রা' ট্রলারের মালিক বলেন, 'আমরা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি। দ্রুত এই ১৪ জনকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।' জানা গিয়েছে, নিয়ম মোতাবেক, স্থানীয় বিডিওর কাছে প্রথমে অভিযোগ জানাবেন পরিবারের সদস্যরা। তার পরে সরকারি ভাবে বিদেশ মন্ত্রকের সাথে যোগাযোগ করে তাদের উদ্ধারের প্রক্রিয়া করবে সরকার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩১৬, সংখ্যা, সোমবার ২ কার্তিক ১৪৩২

## পরিচালক তপন সিংহ

তপন সিংহের ছবিতে ডেট না পেয়ে মামলা করেছিলেন উত্তমকুমার। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মাধ্যমে ভারত স্বাধীন হল। সেটা ছিল ৪০-এর দশকের শেষ অংশ। পরের দশকের শুরু থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এক নতুন জোয়ার দেখা যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'অর্ধেক জীবন' বইয়ে তার উল্লেখ করেছেন। তবে, সব থেকে চোখ -ধাঁধানো পরিবর্তন এসেছিল বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে। এই দশকের শুরুতে ঋত্বিক ঘটক তৈরি করলেন 'নাগরিক'। যদিও তা মুক্তি পায় অনেক বছর পরে। ১৯৫৫ সালে দর্শকদের সামনে এল সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'। বাংলা সিনেমায় যুগান্তর ঘটে গেল। সেই বছরই প্রেক্ষাগৃহে দেখা গেল মৃণাল সেনের প্রথম ছবি 'রাত ভোর'। ১৯৫৯ সালে মৃণাল সেনের দ্বিতীয় ছবি 'নীল আকাশের নীচে' মুক্তি পেল। ওই ৫০-র দশকেই সিনেমা পরিচালনার দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন আর এক কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার-তপন সিংহ। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি 'অঙ্কুশ' মুক্তি পায় ১৯৫৪-তে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি বক্স অফিসে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। পরের দুই ছবি 'উপহার' এবং 'টনসিল'-ও দর্শকদের মন জয় করতে সফল হয়নি। এরপর তিনি পরিচালনা করেন 'কাবুলিওয়ালা'। ১৯৫৭ সালে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো শুরু হলে তপন সিংহের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তপন সিংহ জন্মেছিলেন ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা শহরে। শিক্ষাজীবন কেটেছে ভাগলপুর এবং কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্স-এর শব্দযন্ত্রী হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। লন্ডনে গিয়ে হাতে কলমে চলচ্চিত্র নির্মাণ শিখেছিলেন। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবনের বড়ো প্রেরণা। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে বেশ কয়েকটি ছবি বানিয়েছিলেন , 'কাবুলিওয়ালা', 'অতিথি', 'ক্ষুধিত পাষাণ'। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় তাঁর 'লৌহ কপাট', 'ক্ষণিকের অতিথি', 'ঝিন্দের বন্দি', হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'হাটেবাজারে', 'সাগিনা মাহাতো', 'সবুজ দ্বীপের রাজা', 'গল্প হলেও সত্যি', 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'হুইলচেয়ার', 'নির্জন সৈকত', 'জতুগৃহ', 'আরোহী', 'সফেদ হাথি', 'জিন্দগি জিন্দগি', 'এক ডক্টর কি মৌত'-এর মতো ছবিগুলি ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সম্পদ। তপন সিংহের বেশ কিছু ছবিতে কাজ করেছেন উত্তমকুমার। 'উপহার' দিয়ে শুরু, তারপরে দু'জনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে যায়। 'জতুগৃহ' প্রযোজনা করেছিলেন উত্তমকুমার নিজেই। দু'জনের বন্ধুত্বে চিড় ধরে 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিটি নিয়ে। সেখানে জমিদার ছকড়ি ও তার ছেলে নকড়ি , দু'টি চরিত্র করার কথা ছিল উত্তমকুমারের। ঠিক ছিল, শীতকালে শুটিং হবে। কিন্তু হঠাৎ বোম্বেতে অন্য ছবির কাজ পরে যাওয়ায় উত্তমকুমার ডেট পাল্টাতে চাইলেন। জানালেন, মার্চের আগে ডেট দিতে পারবেন না। তপন সিংহ রাজি হলেন না, ওই দুই চরিত্রের জন্য দীপঙ্কর দে'কে নিলেন। ছবিতে শীতকাল ফুটিয়ে তোলার জন্য সবজির ব্যবস্থা করা হয়েছিল বাগানে, কয়েক মাস দেরি করলে সেগুলো নষ্ট হয়ে যেত।

## গুর্মুখ চরিত্রে উত্তমকুমার

ছোটোবেলা থেকেহ ছিলেন ভারসেটাইল। মহানায়কের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিলীপ মুখার্জি। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এক দায়িত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান অফিসার দিলীপ মুখার্জির বাড়িতে হাজির হওয়া মাত্র তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে চললেন অন্দর মহলে। দিলীপবাবু উত্তমকুমারের বাল্যবন্ধু। পুরনো দিনের জমিদার বাড়ীর বিস্তৃত ঠাকুরদালান পার হতে হতে দিলীপবাবু বললেন, এই যে ঠাকুরদালান দেখছেন, এখানে প্রতি জগদ্ধাত্রী পুজোর পর আমরা যাত্রা করতাম। উত্তম, আমি, আমার ভায়েরা, নিকট আত্মীয় স্বজন, পাড়ার বন্ধুরা সবাই মিলে ওই সব যাত্রা করতাম। অবশ্য মূল উদ্যোক্তা ছিলেন তারকদা ও বিজয়দা। ১৯৭৫ সালে উত্তম এখানে শেষ অভিনয় করে নটী বিনোদিনী পালায় গুরমুখ রায়ের ভুমিকায়। কথায় কথায় আমরা এসে পড়েছি ওঁদের ড্রয়িংরুমে। দিলীপবাবুর কাছে প্রশ্ন রাখলাম- আপনার সঙ্গে উত্তম কুমারের বন্ধুত্বের সূত্রপাত কবে? দিলীপবাবু জানালেন, ঠিক কখন থেকে বন্ধুত্ব, তা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে রিকালেক্ট করা মুস্কিল। তবে যখন আমরা ফোর, ফাইভে পড়ি, তখন থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। -আপনারা কি এক স্কুলেই পড়তেন?

- আমরা মানে আমি আর উত্তম একই ক্লাসে পড়তাম, কিন্তু স্কুল ছিল আলাদা। ও পড়তো সাউথ সুবারবানে আর আমি ছিলাম ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশানে। তখন উত্তমের পোষাকি নাম ছিল অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। আর আমাদের সকলের কাছে উত্তম। উত্তম ওর ডাক নাম।

- আপনাদের ছোটোবেলাকার কথা কিছু বলুন না। মৃদু হেসে দিলীপবাবু বলেন , জানেন উত্তম যখন ছোটো ছিল, কিশোর ছিল, তখন থেকেই ওর ভারসেটাইল অ্যাক্টিভিটিস ছিল। যেমন ধরুন ও খুব ভাল সাঁতার কাটতো। আমরা তখন পদ্মপুকুরে ভবানীপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার। আমাদের ট্রেনার ছিলেন নলিন মালিক। নলিনবাবু ১৯৩৬ এর অলিম্পিকে সাঁতারে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। উনি উত্তমের ফিগার, স্ট্রোক এবং টেনাসিটি দেখে ওকে একজন ভালো সাঁতারু করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু উত্তমের তখন সাঁতারে বা স্পোর্টসের কোনো একটা বিষয়ে লেগে থাকবো- এমন ইচ্ছে ছিল না, তাই উত্তমকে একজন ভাল সাঁতারু হিসেবে আপনারা দেখতে পেলেন না। উত্তম ফুটবলও বেশ ভাল খেলতো। ভলিবল, কবাডি ইত্যাদি সব খেলাতেই উত্তম বেশ চৌখস খেলোয়াড় ছিল।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

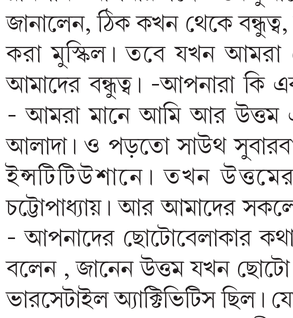

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে।

## সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে।

# মধ্য কলকাতার কালী পুজো কলকাতাকে মাতিয়ে রেখে দিয়েছে

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

মধ্য কলিকাতায় কালী ঠাকুরের বিসর্জন কার্নির্ভাল দেখতে পাওয়া যেত। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানি কলকাতার কালী পুজোগুলি বিখ্যাত। বাংলায় তন্ত্র সাধনা সবচেয়ে বেশি করে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই কারণে বাংলায় তন্ত্র সাধনায় কালী পুজোর রেওয়াজ শুরু হয়ে যায়। বউবাজারের বিশ্বনাথ মতিলাল লেনের নবারুণ সঙ্ঘের সদস্য সুকান্তি চক্রবর্তী (সভাপতি), তপন দে, মলয় ঘোষ, বিকাশ গুহ সঞ্জয় ঘোষ এবং অমল কুণ্ডুরা এবারে অঞ্জলি দেওয়ার সময়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন প্রতিবেশীরা সবাই যাতে সুস্থ এবং শান্তিতে বসবাস করে। মানবিকতা কারণে এবারে পুজোর আয়োজনও বিশাল করা হয়নি। প্রতিবেশীরা এই শ্যামা পুজোয় অংশ গ্রহণ করে। বিশ্বনাথ মতিলাল লেনের নবারুণ সঙ্ঘ এর প্রতিটি সদস্যরা মনে করেন যে প্রতিবেশীরা তাঁদের আপনজন। যেভাবে বাসিন্দারা নিজেদের প্রাচীন বসত বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে অস্থায়ীভাবে অন্যত্র বসবাস করতে হচ্ছে সেটা যেন আর আগামি দিনে না হয় সেই প্রার্থনা মা কালীর কাছে রেখেছে। কলকাতার সবচেয়ে জনপ্রিয় পুজো হচ্ছে আমহার্ষ্ট স্ট্রীট কালী পুজো। এই পুজো আবার সোমেন মিত্রের (ছোটদা) পুজো হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। সোমেন মিত্র কংগ্রেস নেতা থাকাকালীন তিনি এই পুজোকে বিশাল আকার দিয়ে গেছেন। আগে খুব ছোট করে পুজো হতো। সোমেন মিত্র যখন কংগ্রেস নেতা এবং শিয়ালদহ অঞ্চলে বিধায়ক ছিলেন তখন তিনি এই কালী পুজোকে একেবারে বিশাল করা শুরু হল। তাঁর পুজো উদ্বোধন করতে উপস্থিত হতেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী আব্দুল গনি খান চৌধুরী, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। এই পুজোকে স্থানীয় বাসিন্দারা ছোটদার পুজো বলে জানে। একটি সময়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দেখতে পাওয়া যেত এই পুজোতে। তিনি তখন কংগ্রেস করতেন। এই পুজো বাংলার অন্যতম বিখ্যাত কালী পুজোয় পরিণত হয়।

সোমেন মিত্রের কালী পুজোর পরে যে কালী পুজোর নাম এসে পড়ে সেটা হচ্ছে ফাটাকেষ্টের কালী পুজো। কলকাতা সবাই তাঁকে ফাটা কেষ্ট বলে ডাকতো। সেই ফাটা কেষ্ট কালী পুজো একেবারে গলির মধ্যে হয়। কলেজ রো'র মধ্যে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কালী ঠাকুর দেখতে সবাই ভিড় করে। সোমেন মিত্র এবং ফাটা কেষ্ট কালী পুজোকে কেন্দ্র করে আমহার্স্ট স্ট্রিট (বর্তমান নাম রাজা রামমোহন রায় সরণি) জুড়ে মেলা বসে যায়। এখনও মেলা বসে। সাতদিন ধরে ঠাকুর আগে থাকতো। এখন সরকার থেকে বিসর্জনের দিনক্ষণ স্থির করে দেওয়ার ফলে নির্দিষ্ট দিনেই বিসর্জন দিতে হয়। বিসর্জনের অনুষ্ঠান দেখার মতো। যেন কার্নির্ভাল হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সেরা ক্লাব ব্যাণ্ডগুলিকে ডেকে নিয়ে আসা হতো। তারপরে ছিল পেশাদারি ব্যাণ্ড। এই সব পেশাদারি ব্যাণ্ডগুলি আবার মহাত্মা গান্ধি রোডে অবস্থান করে। এদের মধ্যে প্রাচীনতম ব্যাণ্ড হল মেহবুবা ব্যাণ্ড। একশো বছর অতিক্রম করে গিয়েছে। প্রায় এক ঘন্টা ধরে বিসর্জনের শোভাযাত্রা করার ব্যবস্থা করা আগে হতো। এখন তো সরকার থেকে ছোট করে শোভাযাত্রা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার ফলে এখন ঢাক ঢোল বাজিয়ে বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

কলকাতার কলেজ স্কোয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কালী পুজো। বনেদি বারোয়ারি কালী পুজো বলা যেতে পারে। বহু বছর ধরে এই কালী পুজো হয়ে আসছে। একশো অতিক্রম করে গিয়েছে। এই কলেজ স্কোযারের কালী পুজো উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসে সঙ্গীত পরি বেশন করতেন। তিনি ছিলেন একেবারে পেটেন্ট শিল্পী। তাঁকে ছাড়া আর কোনও শিল্পীকে দিয়ে কালী পুজোর উদ্বোধনে অনুষ্ঠান করানো হতো না। তিনি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে থাকতেন। মধ্য কলিকাতার রজনী কান্ত সেন লেনে আছে জেলিয়া পাড়ার কালী পুজো। সেখানে কালী ঠাকুরের পাশে একটা কাগজের ডাকিনী থাকতো। সে একবার করে মুখটা হাঁ করতো আর একবার বন্ধ করতো। আর পাশে লাল আলো দিয়ে শশ্মান তৈরি করা হতো। সব সময়ে চিতা জ্বলছে। তাই দেখতে ছোটরা ভিড় করতো। আমহার্স্ট স্ট্রিটে অবস্থিত বালক সঙ্ঘ প্রথম কালী ভ্যানিস অনুষ্ঠান দেখাতে শুরু করে। সেই ভ্যানিস কালী ঠাকুর এখন আর নেই। চন্দননগর থেকে আলোর শিল্পীদের নিয়ে এসে কালী ঠাকুরের ভ্যানিস দেখাতো। এই বার্তা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কি অবস্থা! পুলিশ একেবারে নাজেহাল। পুলিশ সেই ভিড়কে সামাল দিতে পারে না। বহু দূর দূরান্ত থেকে লোক এসে এই ভ্যানিসিং কালী ঠাকুর দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করতো।

খেয়ালী খেলাঘরের মা কালী বিখ্যাত। সেই কালী বিশাল আকারে তৈরি করা হতো। খেয়ালী খেলাঘরের নিজস্ব ব্যাণ্ড দল ছিল। এই ক্লাব ব্যাণ্ডের মাস্টার ছিলেন প্রফুল্ল দাস। তিনি সবাইকে ব্যাণ্ড শেখাতেন। তিনি ভালো ব্যাকপাইপ বাজাতে পারতেন। সব রকমের ব্যাণ্ড বাজাতে তিনি পারতেন। সেই কারণে তিনি ক্লাবটির হালকে একেবারে শক্ত করে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি প্রয়াত হলে এই খেয়ালী খেলাঘর ক্লাবটি একেবারে উঠে যায়। কালী পুজো হয় বটে। তবে আর সেই রকম জৌলুস আর নেই। খেয়ালী খেলাঘরের বেশ কয়েক জন সদস্য ছিলেন যারা লাইটের কাজ জানতো। তারা লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করে দিত। খেয়ালী খেলাঘর, কলেজ স্কোয়ারের বিসর্জন দেখার জন্য তখন রাস্তায় লোকেরা সন্ধ্যা থেকে টুল নিয়ে বসে থাকতো। ঠিক আটটা বাজতেই শুরু হয়ে যেত খেয়ালী খোলঘর কলেজ স্কোয়ারের বিসর্জনের শোভাযাত্রা। সোমেন মিত্র এবং ফাটাকেষ্টর কালী ঠাকুরের বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখার জন্য বিশাল ভিড় হতো। রাত এগারোটার সময়ে এদের বিসর্জনের শোভাযাত্রা রাস্তায় দেখতে পাওয়া যেত। মনে হতো কলকাতায় কালী প্রতিমা বিসর্জনের কার্নির্ভাল শুরু হয়েছে। কত রকমের আলোর গেট এবং ক্লাব ব্যাণ্ড তা হাতে গুনে শেষ করা যেত না। তবে এখন আর সেই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আর দেখতে পাওয়া যায় না। স্কট লেনে ছিল অশোক দেবের কালী পুজো। বেশ বিশাল করে কালী পুজোর আয়োজন করা হয়। এখনও সেই পুজো বেশ জাঁকজমক করে করা হয়ে থাকে। স্কট লেনে আর একটি পুজো বিখ্যাত ছিল সেটা হচ্ছে আদ্যমায়ের আদলে তৈরি করা মাতৃমূর্তি। এখনও আদ্যামায়ের কালী পুজো হয়ে থাকে সেখানে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কালী পুজো এক সময়ে খুবই নাম করেছিল। তবে এখন আর সুনাম নেই। খুবই ছোট করে পুজো হয়ে থাকে। বহু প্রাচীন পুজোগুলি উঠে গিয়েছে। সেখানে আবার বহু পুজো নতুন পুজো গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে একটি ইতিহাস ছিল। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বহু বিপ্লবীরা এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করতো। বিপ্লবীরা পুজোয় অংশ গ্রহণ করে তারা দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা কামনা করতো। দেশকে স্বাধীন করার ব্রত গ্রহণ করতো। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আনন্দমঠ' এবং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কালী দেবীর রূপকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দেবী কালীকে শক্তি দেবী বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

কলকাতার সিমলা অঞ্চলে কালী পুজোয় বাংলার বিপ্লবীর অংশ গ্রহণ করতো। তখন বিবেকানন্দ একেবারে অল্প বয়সের ছেলে। বেশি বয়স হয়নি। তাঁর সেই ছেলে বেলা থেকে সিমলা অঞ্চলে কালী পুজো শুরু হয়েছিল। সেখানে বিপ্লবীরা এসে উপস্থিত হতো রাতের বেলায় গা ঢাকা দিয়ে। মলঙ্গা লেনেও বিপ্লবীদের কালী পুজো হতো। কলকাতার চাঁপাতলা ইউনাইটেড ক্লাবের পুজো বিপ্লবীদের পুজো ছিল। এই পুজোর উদ্যোক্তা ছিলেন প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী ভোলনাথ শীল। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর দোকানের সমানে কালী পুজো হতো। তারপরে তিনি প্রয়াত হলে সেই কালী পুজোকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনও লোক দেখতে পাওয়া গেল না। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বহু বিপ্লবীরা এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করতো।

# স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শ্যামা সঙ্গীত

**দেবেন্দ্র লাল সরকার**

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একেবারে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী একটি ব্যক্তি। তবে তিনি কোনও দিন নিজেকে ধর্মগুরু বলে আখ্যায়িত করেননি বা করার চেষ্টা করেননি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কোথাও কোনও কালে নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা দেননি। তিনি পরিস্কার করে বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন মায়ের সেবক। মায়ের সেবা করতে তিনি এই ধরনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি রামকৃষ্ণদেব বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিবেকানন্দ ভালো সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারতেন। তিনি শাস্ত্রীয় ভক্তি সঙ্গীত বা ভজন গাইতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি এবং তাঁর পরিবারের কেউ ঈশ্বর বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। আবার স্বামী বিবেকান্দ রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি আবার মা কালীর ভক্ত ছিলেন। তবে বিবেকানন্দ মা কালীর ভক্ত থাকলেও তিনি তাঁর শিষ্যদের কোনও দিন মা কালীর পুজো করতে আদেশ করতেন না। তিনি বলতেন, জীবের সেবা কর। তাহলে ঈশ্বরের সন্ধান তুমি করতে পারবে। ঈশ্বর দর্শন তোমার হবে। গরিব পরিবারের মধ্যেই ঈশ্বর লুকিয়ে রয়েছে। তাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। ভারতের দারিদ্রতাকে দূর করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে হাতে হাত মিলিয়ে শত্রুর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হবে। ভারতের উন্নতি করতে সব ধরনের কাজ করতে হবে। মহান ভারত গড়ে তোলার পক্ষে কর্মযজ্ঞ প্রস্তুত করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকে এই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবকে রোজ একটি করে গান শোনাতেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীত থেকে শুরু করে ভজন এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন। ঠাকুর এক মন দিয়ে তা শুনতেন। বহু লোক ঠাকুরের কাছে প্রতিবাদ করেছিল আপনি রবি ঠাকুরের গানকে এতো বেশি করে ভালোবাসেন কেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো ব্রাহ্ম। তারা তো ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তারা তো হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা হিন্দু ধর্মকে অপবাদ দিতে ছাড়ে না। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ কোনও দিনই ব্রাহ্ম ধর্মের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হতেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি তো ব্রাহ্ম ধর্মে অন্যতম কর্তা ছিলেন। তিনি প্রায় সময়ে দক্ষিণেশ্বরের এসে উপস্থিত হয়ে ঠাকুরের কাছে গল্প করতেন। ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কেশব সেনকে পরিত্যাগ করেননি। তিনি কেশবকে তাঁর অন্যতম প্রিয় ভক্ত বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে বসে ঠাকুরকে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাতেন তখন কোনও বিদ্যুৎ ছিল না। গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা ছিল। খালি গলায় ঠাকুরকে গান গেয়ে শোনাতেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুর তার গান শুনে একেবারে মোহিত হয়ে যেতেন। ঠাকুর বলতেন, ওরে নরেন, তোর বহু প্রতিভা। তোকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। একদিন তুই সবাইকে অতিক্রম করে উচ্চ পদে আসীন হবি। সেটাই পরবর্তী কালে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। রবীন্দ্র সঙ্গীত স্বামী বিবেকানন্দকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালো গাইতে পারতেন। তিনি মনে করতেন সঙ্গীতের নিজস্ব কোনও জাতি ভিত্তিক ধর্ম নেই। সবাই সব সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারে। সঙ্গীত যারা গাইতে পারেন তাদের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীত আর শ্যামা সঙ্গীত কোনও ভেদ রেখা নেই। শ্যামা সঙ্গীত যারা গান তারা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে কোনও বাধা পেতে হয় না। সঙ্গীত যাদের কাছে প্রিয় তারা ইচ্ছা করলে সব সঙ্গীতই গাইতে পারেন। সেই কারণে ঠাকুর প্রায় সময়ে অনুরোধ করতেন বিবেকানন্দকে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে। ঠাকুরের ইচ্ছা মতো রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে বসে। এক মনে তিনি গাইতেন। গানে বিভোর হয়ে যেতেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব প্রায় সময়ে রবি ঠাকুরের গান শুনে প্রশংসা করতেন। 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' এই রবীন্দ্র সঙ্গীতটি বিবেকানন্দ দু'বার ঠাকুরের সামনে বসে গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সঙ্গীত। আদি ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের প্রভাতকালের গান। একবার গান হয়ে গেলে ঠাকুর আবার আবদার করতেন, নরেন, এই গানটি আর একবার গা রে। ঠাকুরের ইচ্ছাকে স্বামী বিবেকানন্দ পূরণ করতে আর একবার গাইতে শুরু করতেন। 'দিবা নিশি করিয়া যাপন, হৃদয়েতে রচেছি আসন' গানটি রবীন্দ্র সঙ্গীত। এই গানটি বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে শুনিয়েছিলেন। হোক না ব্রাহ্ম সঙ্গীত। ঠাকুরের তাতে শুনতে কোনও বাধা নেই। রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে ঠাকুর একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ধর্ম মতের বিপক্ষে থাকলেও ঠাকুর কোনও সময়ে রবীন্দ্রনাথকে ছোট করেননি। আবার রবীন্দ্রনাথ কোনও সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বা বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি। রবীন্দ্র সঙ্গীত দক্ষতার সঙ্গে গাইতে পার তেন স্বামী বিবেকানন্দ।

# বাংলার তন্ত্র কালী পুজোর প্রসার লাভ

**সৌমেন তান্ত্রিক**

জগদম্বার কালীরূপ ভারতে বিশেষ করে তন্ত্রপ্রধান বাংলায় অতি পরিচিত। তিনিই তন্ত্রের প্রধানা দেবীশক্তি। বিশ্বপ্রসূতি, জগৎ পালিনী, সৃষ্টিসংহারিণী অচিন্তনীয় প্রতিমা। শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যাননেত্রে দর্শন করেছিলেন তাঁর জগন্মোহিনী মায়া। দেখেছিলেন; গঙ্গা থেকে এক অপরূপ নারীমূর্তি উঠে সন্তানের জন্ম দিয়ে তাকে পরম শক্তিসাধনার দৃঢ় ভিত্তিমূল রচনা করেছে। বাংলায় ভীষণে মধুরা কালীবিগ্রহ পরম সমাদরে পূজিতা হয়েছেন। অবশ্য মূর্তিপূজার প্রচলন দীর্ঘদিনের নয়। শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর সমসাময়িক কালীসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মায়ের বহুপূজিত মূর্তির নির্মাণ এবং পূজা শুরু করেন বলে অনেকে মনে করেন। তবে যন্ত্রে ও ঘটে শক্তি পূজার প্রচলনও ছিল। কোন

যত্নে স্নেহ সুধা পান করালেন, তারপর করাল মূর্তিতে সেই সন্তানকেই গ্রাস করে গঙ্গায় মিলিয়ে গেলেন। মহাকালীর মূর্তি কল্পনায় ওই তিনটি ভাবই সংহত হয়ে আছে। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী জগৎকারণ ঈশ্বরকে জগৎজননী, জগদম্বা নামে অভিহিত করিয়া নারীভাবে উপাসনা করা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি; 'ভারতে শক্তি পূজা' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী সারদানন্দের এই উক্তিটি মাতৃ ভাবে উপাসনার ওপর এক যথার্থ আলোকপাত। পিতৃভাবে উপা সনার প্রচলন বহু দেশেই আছে। কিন্তু মাতৃভাবে উপাসনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন আমাদের পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রগুলি। বহু সাধকের ধারায় পরিস্ফুট ওই মাতৃভাব মূর্তিতে মায়ের পূজা হবে এই চিন্তায় নিরত সাধক কৃষ্ণানন্দের প্রতি মায়ের আদেশ হয়; নিশাবশানে যে নারীমূর্তি যে রূপে ও ভঙ্গিতে নয়ন গোচর হবে তাই হবে সাধকজনের হৃদয়হারিণী মূর্তি।

পরদিন প্রভাতে গঙ্গাস্নানের পথে কৃষ্ণানন্দ দেখলেন শ্যামবর্ণা এক গোপকুমারীকে। তার কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি এলায়িত। দক্ষিণপদটি কুটিরের অনুচ্চ অলিন্দে, বামপদ ভূমিতে। দক্ষিণহাতে একতাল গোময় এমন ভঙ্গিতে ধরা যেন বরাভয় মূর্তির আভাস। বামহাতে বেড়ার গায়ে মাটির প্রলেপ দিতে ব্যাপৃত; পূর্ণযৌবনা সেই রমণীর কোমরে সামান্য বস্ত্রখন্ড। কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিভ কেটে সে ফিরে দাঁড়াল। মুহূর্তে মায়ের মূর্তির দিব্য আভাস পেলেন সাধক।

শক্তি আরাধনার প্রতিমা পূজার সূচনা হল এবং মায়ের সেই পূজা ধীরে ধীরে শহরে, গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল। শক্তিসাধনে ভক্তিরসের সঞ্চার এভাবেই ঘটেছিল মাতৃ পূজার পথে। নবদ্বীপের আগমেশ্বরী তলা সেই পূণ্য স্মৃতিতে ধন্য হয়ে আছে। শোনা যায় সাধক কৃষ্ণানন্দ প্রতি অমাবস্যায় মায়ের মূর্তি স্বহস্তে গড়ে পূজা নিবেদন করতেন ও নিভৃতে রাত্রেই পূজা সাঙ্গ করে ভোরবেলায় বিসর্জন দিতেন। তাঁর দুই বিখ্যাত গ্রন্থ ; 'তন্ত্রসার' ও 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' মাতৃআরাধনার ক্ষেত্রে কৌল সাধকদের হৃদয়ে নবীন উদ্দিপনার সঞ্চার করেছিল। এই সাধনার ধারাতেই পরবর্তী কালে হালিশহরের সাধক রামপ্রসাদ সেন মায়ের পূজার্চনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। মায়ের গুঢ় সাধনভজনের সঙ্গে ভক্তিভাবের অমৃত তিনি সংগীতে সংগীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মানুষের হৃদয়ে। অসুরনাশিনী ভীমা প্রলয়ংকরী মায়ের আঁচলধরা সন্তান রামপ্রসাদ মানে অভিমানে ভক্তিতে যুক্তিতে নিবিড় ও অন্তরঙ্গ হয়েছেন। তাঁর অপরূপ সংগীতমালা ঈশ্বরীর সঙ্গে তাঁর আপনবোধের পরিচয়। মা ও ছেলের এই অভূতপূর্ব লীলা শাক্ত সাহিত্য ও সাধনাকে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা ; যা পরবর্তী সাধক দেরও পরম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। রামপ্রসাদের মাতৃভাবনা সুরে, সংগীতে আত্মনিবেদনে জীবন্ত -জাগ্রত হয়ে উঠেছে আজও। প্রসাদি সুর শতসহস্র কণ্ঠে বেজে উঠে সাধনার নতুন পথ রচনা করেছে। শোনা যায়, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদের গান গেয়ে গেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে মা ভবতারিনীকে আনন্দ দিতেন। মায়ের স্বরূপের ইঙ্গিত গানে গানেই দিয়েছেন রামপ্রসাদ ; মায়ের উদরে ব্রহ্মান্ড-ভান্ড প্রকান্ড তা জান কেমন। মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম অন্য কেবা জানে তেমন। মায়ের প্রতি তাঁর হৃদয়ের আর্তি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন ; মন কেন মার চরণ ছাড়া? / ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি / বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া! শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, রামপ্রসাদ গানে সিদ্ধ ছিলেন। সাধনার সঙ্গে সংগীতের সুরে মিশিয়েছিলেন প্রাণের ব্যাকুলতা।

হালি শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রানি রাসমণি। তিনি বাংলায় এসে হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ ঘটালেন বলা যেতে পারে। এতদিন ধরে যে জাতপাতের ওপরে ভিত্তি করে গোটা সমাজ চলছিল সেখানে তিনি আঘাত দিতে শুরু করলেন। তিনি পরিস্কার করে বললেন, মানুষের কোনও জাত হয় না। সব মানুষই সমান। এই কথাটি তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বারবার বলতেন, মানুষের সেবা কর। তাহলেই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব হবে। আজকে যে দক্ষিণেশ্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু রানি রাসমণির দৌলতে। দক্ষিণেশ্বর বলতে গেলে আধুনিক হিন্দু ধর্মের পীঠস্থান। সেখানে কোনও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ছিল না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সবাইকে একটি মন্ত্র শিখিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে- মা মা বলে ডাকা। অন্তর দিয়ে ডাকতে হবে। হৃদয় দিয়ে ডাকতে হবে। হালি শহর নিয়ে বহু লোক কিছুই জানে না বলতে গেলে চলে। নবদ্বীপের নাম প্রচার হয়ে গিয়েছিল চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে ঘিরে। কিন্তু হালি শহরের নাম প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রানি রাসমণির দৌলতে। হালি শহর ছিল সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র।

# নেতাজির শ্যামা সাধনায় মহামন্ত্র উচ্চারিত

**শঙ্করলাল কর্মকার**

বিপ্লবের মহাদেবী কালী। শৃঙ্খল-স্বাধীনতা সংগ্রাম-মৃত্যু অথবা মুক্তি এখানেই শেষ নয় বিবেকানন্দের বার্তা ও তার অঙ্গীকার সুভাষচন্দ্রে। আরও ভয়ঙ্কর একটি ভূমি আছে, যেখানে জন্ম নিয়েছে মৃত্যুদর্শন,যা বিপ্লবদর্শনের অঙ্গাঙ্গি। বিবেকানন্দের কালী-সুভাষচন্দ্রেরও কালী। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে প্রলয়ের বিকীর্ণ উল্লাস প্রকাশিত হতো বিবেকানন্দের দিব্যদর্শনের সৃষ্টি 'কালী দি মাদার' কবিতার মুহুর্মুহু উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে। সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারই কাছে আসে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা,সখার প্রতি এবং নাচুক তাহাতে শ্যামা';এই কবিতা দুটি সুভাষচন্দ্রের প্রিয় ছিল, একথা বললে যথেষ্ট হবে না; এই দুই কবিতার মধ্যে তিনি নিজের জীবনদর্শনকে পেয়ে গিয়েছিলেন। এই সেবাই নানা আকারে সুভাষ চন্দ্রের কর্মাবলীতে বিস্তারিত রাজনৈতিক সংগ্রামও তার অন্তর্গত। উল্লিখিত কবিতাতেই সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন তার সংসারে প্রত্যাবর্তনের সংকেতঃ

পক্ষহীন শনো বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার,/বারবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম? জেনেছিলেন, স্বার্থহীন প্রেমকে সম্বল করতে হবে এবং তা সহজে সাধ্য নয়; সে প্রেম বস্তুতপক্ষে মৃত্যুমূল্যেই লভ্যঃ স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল;/দেখ, শিক্ষা দেয় পত ঙ্গম;/অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।

সুভাষচন্দ্রের রক্তস্রোতে মিশ্রিত ঐ কবিতার কয়েকটি ছত্রঃ ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল? দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল। সুভাষচন্দ্রের হৃদয়-সত্যের প্রতিচ্ছবি মেলে স্বামীজীর আর একটি কবিতায়, যার উল্লেখ আগেই করেছি- নাচুক তাহাতে শ্যামা। সে কবিতার গড়োয় মোহিনী প্রকৃতির নানা রূপবিকাশের বর্ণনা আছে, শিল্পী ও ভাস্করদের সৃষ্টিতে যার রাগ-রূপ-ছন্দ ফুটে ওঠে স্বর্ণরেখায়। কিন্তু তার পরেই আছড়ে পড়েছে সেই সুন্দর স্বপ্নভুবনে প্রকৃতির উন্মাদ তাণ্ডব। মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিঃস্বন, মহারণ , দ্যুলোক-ভূলোক-ব্যাপী। অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয়বায়ু। পূর্বকালের ভয়ঙ্কর ঐ যুদ্ধদৃশ্য - যখন দুই পদাতিক সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি হয়ে মরণপণ লড়াই করত। সুভাষ চন্দ্রের ক্ষত্রিয়রক্ত উন্মত্ত হতো ঐ রণসঙ্গীতে, সন্দেহ নেই। বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হয়ে এই নির্মম সত্যকে স্বীকার করতেই হবে যে আকারেই হোক, যুদ্ধ ছাড়া অব্যাহতি নেই। কৃষ্ণের মোহন বংশীধারী রূপ হলো খণ্ড সত্য, আর বৃহৎ সত্য; কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে; যে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। সত্যের উদঘাটনে বিবেকানন্দ আরও কঠিন;একটানে ছিড়ে ফেলেছেন সুচিত্রিত আচ্ছাদনের প্রতারণাঞ্জ সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা? সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা। রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহনাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী। উষ্ণধার রুধির -উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী। সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া। করালিনি! কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া। মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।

# মাজু পল্লীশ্রী'র উদ্যোগে ৫৩তম বর্ষের শ্যামাপূজা

**সোমনাথ চক্রবর্তী, হাওড়া, ১৯ অক্টোবরঃ** হাওড়া জগৎবল্লভপুরের মাজু পল্লীশ্রী'র উদ্যোগে ৫৩তম বর্ষের শ্যামাপূজার উদ্বোধন হল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মায়ের ভোগ বিতরণ করা হবে। বুধবার থাকছে দুঃস্থ ব্যক্তিদের বস্ত্র বিতরণ। পূজো কমিটির অন্যতম সদস্য মিঠুন সাধুখাঁর স্মৃতি 'দীপান্বিতা ২০২৫' অনুষ্ঠিত হবে।

# সিউরি ২ নম্বর ব্লকে সভাপতি সেই কাজল ঘনিষ্ঠই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৯ অক্টোবরঃ** গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার দল। নরমে-গরমে নানা মন্তব্য করেই চলেছেন জেলরা উপরতলার নেতারা। এরইমধ্যে বীরভূমে তৃণমূলের অন্দরে যেন চলছে ভারসাম্যের খেলা! গোটা ছবিটা দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা অন্তত তেমনটাই বলছেন। সূত্রের খবর, সিউরি ২ নম্বর ব্লকে এই মুহূর্তে পাল্লা ভারী কাজল শেখের। এরইমধ্যে ইস্তফা দেওয়ার পরেও ব্লক সভাপতির পদে রাখা হল নুরুল ইসলামকে। ব্লকের কোনও দায়িত্বেই রাখা হল না অনুব্রত ঘনিষ্ঠ অশ্বিনী মণ্ডলকে। তা নিয়ে চাপানউতোর তৈরি হতেই তাঁর বিরুদ্ধে বোলপুর থেকে কলকাঠি নাড়া হয়েছিল বলে খোঁচা নুরুলের। নুরুল বলছেন, ''শেষ সাত থেকে আট মাস ধরে একটা সমস্যা তৈরি করা হয়েছে। এটা বোলপুর থেকে যে করানো হয়েছে এ কথা আমি অনেকবার বলেছি। লোভ ও ভয় দুটোই দেখানো হয়েছে।'' এদিকে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ কার্যকরী ব্লক সভাপতি যিনি ছিলেন সেই অশ্বিনী মণ্ডলকে আর কিন্তু নতুন করে দায়িত্বে রাখা হয়নি। তা নিয়েও দলের অন্দরে চর্চা চলছে। অন্যদিকে আবার বোলপুরে পদে অনুব্রত অনুগামীরাই রয়েছেন বলে খবর। তবে অনুব্রত মণ্ডল ফিরে আসার পর সব থেকে বেশি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়েছে এই ব্লকেই। কখনও পার্টি অফিসে ব্লক সভাপতি ঢোকাকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি হোক বা লাঠি নিয়ে মারধর। আবার কখনও রাস্তায় ফেলে মারধর থেকে ইট-পাটকেল ছোড়া। বাড়িতে বোমাবাজি। সবই চলেছে পুরোদমে। তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোরের অন্ত নেই। এখন নুরুলকে নিয়ে যখন চাপানউতোর যখন পুরোদমে তখন খোঁচা দিতে ছাড়েনি পদ্ম শিবির। বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি বলছেন, ''তৃণমূলের বিদায় আসন্ন। আমরা মনে করি তৃণমূল যাঁকেই সিউরি ২ এর সভা করুক তাও ওখানে ওদের অবস্থা খারাপ।''

# 'তৃণমূলের শত্রু তৃণমূলই', এক সুর মলয়-অনুব্রতর! কার দিকে ইঙ্গিত?

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৯ অক্টোবরঃ** দলের অন্দরে গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে এক সুর অনুব্রত-মলয়ের গলায়। শনিবার সিউরিতে বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মলয় মুখোপাধ্যায় ও অনুব্রত মণ্ডল। সেখানেই মলয় বলেন, তৃণমূলের শত্রু তৃণমূলই। বিজেপি নয়। সেই একই সুর কেষ্টরও। তিনি বলেন, তৃণমূলের শত্রু বিজেপি নয়, কংগ্রেস নয়। তৃণমূলের শত্রু সিপিএম নয়। তৃণমূল শত্রু তৃণমূলই। কারণ এখানে এক কথা বলছে বাইরে গিয়ে এক কথা বলছে। তিনটে ছাগল থাকলে খুব মারামারি করে। তিন নম্বর ছাগলের বাচ্চাটা খুব লাফায়। আর বাকি দুটো ছাগলের বাচ্চা ব্যাপক দৌড়ায়। অন্যদিকে মলয়ের সাফ কথা, ''আমাদের দলের শত্রু আমাদের দলের মধ্যেই রয়েছে। এই করতে করতে দলটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।'' মলয়ের এই 'ঘর শত্রু' মন্তব্যকেই অনুব্রতর সমর্থন নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। পাল্টা কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না পদ্ম শিবির। বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলছেন, ''বিজেপি কারও শত্রু নয়। তৃণমূল সবারই শত্রু। তৃণমূল এই রাজ্যবাসীর শত্রু। তৃণমূল যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সেটা রাজ্যবাসীর বিরুদ্ধে করেছে। তাই তৃণমূলকে সরতেই হবে।'' একদিকে একদিন সদ্য আবার একই মঞ্চে

দেখা গিয়েছিল কাজল শেখ, অনুব্রত মণ্ডলকে। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়েই কারও নাম না করে তাৎপর্যপূর্ণভাবে শতাব্দীকে বলতে শোনা যায়, কেউ হিরো হতে যাবেন না, দলে আছে বলেই আপনারা আছেন। এরইমধ্যে অনুব্রত-মলয়ের মতো দুই নেতার দলের অন্দরে গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে এই মন্তব্যে দলেরই অন্দরে জোরদার চাপানউতোর যে শুরু হয়ে গিয়েছে তা তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর কথাতেই স্পষ্ট। তিনি বলছেন, দল বিষয়টাতে গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। তবে এটা মাথায় রাখতে হবে যে বীরভূমে কোর কমিটি করে দিয়েছেন স্বয়ং নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯ জনের এই কোর কমিটিতে কাজল শেখ রয়েছেন, আশিসদার মতো বরিষ্ঠ নেতারা রয়েছেন। আর সর্বোপরি বীরভূম জেলা নিজে মনিটর করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মলয়দা, কেষ্টদার যদি মনে হয় তাহলে ওনারা সরাসরি নেত্রীকে জানান বা আমাদের রাজ্যের সভাপতি সুব্রত বক্সীকে জানান। দল নিশ্চয় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে। তবে প্রকাশ্য সভায় এই ধরনের মন্তব্য করলে কর্মীরা বিভ্রান্ত হয়।

## পুজোর প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ প্রায় ১৫০ জন

# গ্রামে বসল মেডিক্যাল ক্যাম্প! ব্যাপক শোরগোল দাসপুরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, দাসপুর, ১৯ অক্টোবরঃ** পাড়ায় ছিল বারোয়ারি মনসা পুজো। গ্রামবাসীদের দাবি সেই পুজোর প্রসাদ খেয়েই অসুস্থ প্রায় দেড়শো জন। গ্রামে ঢুকল মেডিক্যাল টিম। ছুটলেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। ব্যাপক চাঞ্চল্য দাসপুর থানার সুরতপুর গ্রামে। শনিবার রাত থেকে প্রায় সবারই শুরু হয়ে গিয়েছে বমি, পায়খানার সমস্যা। অসুস্থদের মধ্যে প্রচুর মহিলা ও শিশুরাও রয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই বসেছে মেডিক্যাল ক্যাম্প। গ্রামের বিশাল পাড়া এলাকায় এই মনসা পুজো হয়ে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে। শনিবার রাতে পুজো কমিটির তরফ থেকে ভক্তদের জন্য খিচুড়িভোগের আয়োজন করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, প্রায় তিনশো জনেরও বেশি মানুষ এই প্রসাদ খান। সুরতপুরে পাশাপাশি পাশের

গ্রাম খড়দা বিষ্ণুপুর ও রূপনারায়ণপুর গ্রামেরও বেশকিছু মানুষ এই পুজোয় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রসাদ খেতে না খেতেই অর্ধেকেরই বেশি মানুষেরই বমি, পায়খানার সমস্যা শুরু হয়ে যায়। রাতভর ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা যায় এলাকায়। পরিস্থিতি যে কিছু সময়ের মধ্যে ভয়াবহ হয়ে ওঠে সেই আঁচ পায় প্রশাসন। দাসপুর ১ এর বিডিও দীপঙ্কর বিশ্বাস রাত থেকেই অসুস্থদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এলাকায় বসে যায় মেডিক্যাল ক্যাম্প। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে। কারও অবস্থার অবনতি হলেই অসুস্থদের পাঠানো হচ্ছে হাসপাতালে। সকালে গ্রামে গিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখেন দাসপুর ১ এর বিডিও দীপঙ্কর বিশ্বাস। ছুটে যান দাসপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার পাত্র, যান রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানও। ইতিমধ্যেই ৫ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি এলাকা থেকে জলের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে। সেখানে কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে দাসপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার পাত্র যদিও বলছেন, আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সব অসুস্থদেরই চিকিৎসা চলছে।

# 'বিএলও-দের সঙ্গে যান', তৃণমূল কর্মীদের শিখিয়ে দিলেন অরূপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৯ অক্টোবরঃ** বিএলও নিয়োগ নিয়ে আগেই একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। বিভিন্ন তৃণমূল নেতারা নিজেদের মতো করে নিদান দিচ্ছিলেন। এবার একই সুর শোনা গেল তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর গলায়। তিনি বলেন, ''বিএলও গ্রামে গেলে আপনারা তাঁর সঙ্গে যান। গ্রামে কোনও ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকলে তাঁর ফর্ম নিয়ে আপনারা পূরণ করে জমা দিন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় নাগরিক কমিটি গঠন করে নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন।'' বাঁকুড়ার সিমলাপালের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে আসন্ন এসআইআর নিয়ে দলীয় কর্মীদের এমন নিদান দিলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। বিএলও-র সঙ্গে গিয়ে তৃণমূল কর্মীরা মস্তানি করার চেষ্টা করলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠি এবং গুলি জুটতে পারে পাল্টা হুঁশিয়ারি বিজেপির। এসআইআর নিয়ে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। বিএলও নিয়োগ নিয়েও উঠছে বিভিন্ন প্রশ্ন। আর

এসবের মাঝেই এবার বিতর্ক উস্কে দিলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। বাঁকুড়ার সিমলাপালে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে অরূপ চক্রবর্তী দলের স্থানীয় কর্মীদের বিএলওদের সঙ্গে যাওয়ার নিদান দিয়েছেন। তাঁর দাবি সারা রাজ্যে এসআইআর-এর নামে এক কোটি মানুষের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। তা রুখতে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক জায়গায় বিএলও কর্মীরা গ্রামে গেলে তাঁর সঙ্গে দলের বুথ স্তরের কর্মীদের যেতে হবে। গ্রামের একটি নামও যাতে বাদ না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাঁর ফর্ম নিয়ে দলীয় কর্মীদেরই পূরণ করে বিএলও র কাছে জমা করতে হবে। সাংসদের এমন মন্তব্য সামনে আসতেই পাল্টা তোপ দেগেছে বিজেপি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের প্রশ্ন, বিএলওদের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীরা কী মস্তানি করতে যাবে? নির্বাচন কমিশনের হয়ে বিএলও রা গ্রামে যাবেন। সেখানে কেউ মস্তানি করতে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠি মিলতে পারে, মিলতে পারে গুলিও।

# মদের আসরে লুটিয়ে পড়লেন যুবক, পুলিশের জালে ৩ বন্ধু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১৯ অক্টোবরঃ** মদের আসরে যুবকের রহস্যমৃত্যু। মৃত যুবকের নাম সৌমেন বিশ্বাস। এই ঘটনায় মৃতের ৩ বন্ধুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি নদিয়ার হাঁসখালির বগুলা এলাকার। ধৃতদের রবিবার রাণাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাঁদের তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে হাঁসখালি থানার বগুলার বাসিন্দা এক যুবকের বাড়ির ছাদে মদের আসর বসান ৪ বন্ধু। সৌমেনের বন্ধুদের বক্তব্য, সেই আসরেই হঠাৎ সৌমেন অচৈতন্য হয়ে পড়েন। তাঁকে বগুলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাঁসখালি থানার পুলিশ মদের আসরে থাকা সৌমেনের তিন বন্ধুকে গ্রেফতার করে। এদিন ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে চেয়ে রাণাঘাট আদালতে তোলে পুলিশ। চন্দন বিশ্বাস নামে ধৃত এক যুবক বলেন, ''গতকাল প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করে সৌমেন আমাদের কাছে আসে। তখন দেখি ওর চোখ লাল। আমাদের

বলে, চল মদ খাব। আমরা বলি, আমাদের কাছে পয়সা নেই। তখন বলে, আমি খাওয়াব। মদ খাওয়ার পর ও মাথা নিচু করে বসেছিল। তখন আমাদের একজন ওকে বলে, একটু শুয়ে পড়। তখন শুয়ে পড়ে। পরে অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া দেয়নি। আমরা লোকজনকে ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।'' যদিও মদের আসরে যুবকের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় বাড়ছে রহস্য। পুলিশ জানিয়েছে, যুবকের মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই মৃত্যুর পিছনে অন্য কারণ রয়েছে কি না, তা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে, মৃত যুবকের পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারাও চাইছে তাদের সন্তানের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সামনে আসুক।

# রাত হলেই ভরাট হচ্ছে নালা, সরকারি জমিও বিক্রির অভিযোগ বাঁকুড়ায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৯ অক্টোবরঃ** রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা কারখানার বর্জ্য ফেলে ভরাট করে দিচ্ছে এলাকার প্রধান নিকাশি নালা। রাজ্য সাকের ধারে থাকা সেই সরকারি জায়গা বিক্রির চক্রান্তও চলছে বলে অভিযোগ। বারংবার বিষয়টি স্থানীয় পুরসভা ও মহকুমা শাসকের নজরে আনলেও সুরাহা হয়নি। অগত্যা এলাকার

মানুষ স্থানীয় কাউন্সিলারকে সঙ্গে নিয়ে ফেটে পড়লেন প্রবল বিক্ষোভে। ঘটনাটি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আঁকুড়পোড়া এলাকার। ঘটনার সূত্রপাত কয়েক মাস আগে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আঁকুড়পোড়া এলাকা। সেখানেই জল নিকাশি প্রধান নালা ভরাট করে চড়া দরে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। সেই সময় এলাকাবাসী বিক্ষোভ দেখানোয় সাময়িক ভাবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু তার আগেই নিকাশি নালার একাংশ মজে যাওয়ায় চলতি বর্ষায় ভারী বৃষ্টিতে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আঁকুড়পোড়া এলাকা জলবন্দি হয়ে পড়ে। জল জমে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এলাকার একাধিক বাড়ি। গৃহহীন হয়ে এখনো বেশ কয়েকটি পরিবারের দিন কাটছে অস্থায়ী তাঁবুতে। তার মাঝেই সম্প্রতি ফের ভুল ডোজার দিয়ে ওই নিকাশি নালা ভরাট করার কাজ শুরু করে একদল জমি মাফিয়া বলে অভিযোগ। আর এতেই ক্ষেপে ওঠেন এলাকার মানুষ। স্থানীয় কাউন্সিলারকে সঙ্গে নিয়ে আজ সকালে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি বিষয়টি বারেবারে বিষ্ণুপুর পুরসভা ও মহকুমা প্রশাসনের নজরে আনার পরেও তাঁদের উদাসীনতায় দুস্কৃতীরা বারবার এমন কাজ করার সাহস পাচ্ছে। স্থানীয় কাউন্সিলারের অভিযোগ, রাজ্য সড়কের পাশে থাকা ওই নিকাশি নালাটি সরকারি জায়গায় রয়েছে। একদল জমি মাফিয়া ওই নিকাশি নালা ভরাট করে সেই জমি চড়া দরে বিক্রি করার চক্রান্ত করেছে। যা কোনও ভাবেই তাঁরা হতে দেবেন না। পুরপ্রধানের দাবি অভিযোগ মিলেছে। দ্রুত ওই সরকারি নয়ানজুলি ভরাটের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ করা হবে।

# নিরঞ্জনের আগে পান্তা ভাত, খয়রা মাছ, মা মহিষাখাগী ইতিহাস জানেন?

**নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১৯ অক্টোবরঃ** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। দেবীর কাছে বলি দেওয়া হয় ১০৮টি মহিষ। লক্ষ-লক্ষ ভক্তের কাঁধে চেপে মা যান নিরঞ্জনে। আজও সেই মহিষ খাগির পুজো হয় শান্তিপুরে ধুমধামের সঙ্গে। মা নাকি একসময় বলেছিলেন, 'আমার কুঁড়ে ঘরে থাকতে আর ভাল লাগছে না, তাড়াতাড়ি মন্দির তৈরি করে দে...' আর সেই স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তারপর এক ফোঁটাও বিলম্ব করেননি তিনি। তৎতক্ষণাৎ তিনি মন্দির তৈরি করার কাজ শুরু করেন। এরপর থেকেই ১৫ ফুট উচ্চতার হাড়িকাটে ১০৮টি মহিষ বলি দিয়ে শুরু হয় জাগ্রত দেবী মহিষখাগীর বিশেষ পুজো অর্চনা। উদ্যোক্তাদের দাবি, শান্তিপুর শহরের প্রায় ৪৫০ বছরের পুরনো এই মহিষখাগীর পুজো। শোনা যায়, এক তান্ত্রিকের হাতে পুজোর সূচনা হয়। পরবর্তীতে চট্টোপাধ্যায়ের বংশের কাঁধে পুজোর দায়িত্বভার পড়ে। কিন্তু দেবীর মন্দির না-থাকায় স্বপ্নাদেশে মন্দির নির্মাণ করেন স্বয়ং নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। বর্তমানে স্থানীয় বারোয়ারির তত্ত্বাবধানেই হয়ে আসছে এই জাগ্রত কালী মায়ের পুজো। প্রথমদিকে, মন্দিরটি ছিল একটি কুঁড়েঘরের আদলে। আগের মন্দিরটি বহু পুরনো হয়ে যাওয়ায় এখন মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ হয় এলাকাবাসীর সহযোগিতায়। বাঙালি বিয়ের রীতি অনুযায়ী পুজো করা হয় মহিষখাগী কালীকে। মাকে প্রথমে পাটে তোলার সময় থাকে একাধিক নিয়মরীতি। পাটে তোলার পরে মন্দির প্রাঙ্গন পরিস্কার করে সেদিন ভোররাতে হয় দধিমঙ্গল। তারপরে অমাবস্যা শুরু হলে বিয়ের রীতি মেনেই পুজো করা হয় দেবীকে। পরের দিন পালন করা হয় বাসি বিয়ের রীতি। বাসি বিয়ের রীতি অনুযায়ী পূজিতা হন মা। পুজো সম্পন্ন হওয়ার পর কাঁধে করে মা'কে নিয়ে যাওয়া হয় নিরঞ্জনের জন্যে। পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে জানা যায়,বহু বছর আগে এই পুজোয় উৎসর্গ করা হত মহিষকে। পরবর্তীতে পাঁঠাবলি। তবে বর্তমানে মহিষখাগী কালী মায়ের পুজোতে কোনওরকম বলি উৎসর্গ করা হয় না। তবে নিরঞ্জনের আগে মাতা মহিষখাগীকে দেওয়া হয় পান্তা ভাত, খয়রা মাছ। শান্তিপুরবাসীর কাছে দূর-দূরান্তের মানুষ মেতে ওঠেন এই পুজোকে ঘিরে। দেবীর নিরঞ্জনের ক্ষেত্রে রয়েছে দেবী ও ভক্তদের মেলবন্ধন। ভক্তদের কাঁধে করেই নিরঞ্জন যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয় দেবীকে।

**MALIARA GRAM PANCHAYAT**
**MALIARA, BANKURA**

Notice Inviting e-Tender **E-NIT NO-09/APAS/2025-26)** Pradhan Maliara Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for the 13 nos different works at different places. All information is available **www.wbtebders.gov.in**
Sd/- **Pradhan**
**Maliara Gram Panchayat**

**নোটিশ**

**আমোক্তারনামা**

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল ১. শ্রী কমল মাঝি ২. শ্রী রাধেশ্যাম মাঝি ৩. শ্রী মহিপাল মাঝি ৪ শ্রী হিরালাল মাঝি সকলের পিতা রাজেন্দ্র মাঝি সাকিম ও পোষ্ট-মাঙ্গুড়িয়া থানা-টামনা জেলা-পুরুলিয়া বিগত ইং-০৬.০৫.২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-1605 নং আমোক্তানামা দলিল মুলে ও ইং-২২.০৭.২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত।-২৭৩৫ নং আমোক্তানামা দলিল মুলে ১. শ্রী মনোজিৎ গোস্বামী, পিতা দেবীপ্রসাদ গোস্বামী সাকিম+পোষ্ট-ঘোঙ্গা থানা-পুরুলিয়া (মফ) জেলা-পুরুলিয়া বিক্রের ও রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষমতা প্রদান করেন। উক্ত I-1605 নং আমোক্তানামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-পুরুলিয়া থানা-পুরুলিয়া (মফ) বর্তমান টামনা মৌজা-ভাটবাঁধ জে.এল.নং-৩০১ সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন হাল প্লট নম্বর-১৪৫৪ এল আর খতিয়ান নং-২৩৩ আমোক্তারকৃত মাপ ০২.৫ ডেসিমেল ও এল আর খতিয়ান নং-৮৪২ আমোক্তারকৃত মাপ ০২.৫ ডেসিমেল। আমোক্তানামা কৃত সম্পতির পরিমান দুটি এল আর খতিয়ানে একটি হাল প্লটে একত্রে মোট ০৫ ডেসিমেল। উক্ত I-2735 নং আমোক্তানামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-পুরুলিয়া থানা-পুরুলিয়া (মফ) বর্তমান টামনা মৌজা- ভাটবাঁধ জে.এল.নং-৩০১ সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন হাল প্লট নম্বর-১৪৮৩ এল আর খতিয়ান নং-২৩৩ আমোক্তারকৃত মাপ ০৩.৫ ডেসিমেল ও এল আর খতিয়ান নং-৮৪২ আমোক্তারকৃত মাপ ০৩.৫ ডেসিমেল। আমোক্তানামা কৃত সম্পতির পরিমান দুটি এল আর খতিয়ানে একটি হাল প্লটে একত্রে মোট ০৭ ডেসিমেল। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে BL&LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন।

Sanjib Kumar Patra
(Advocate)
Enrolment No.: 933/2004

**নোটিশ**

**আমোক্তারনামা**

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল ১. শ্রী শঙ্কর মাহাত পিতা বিজয় মাহাত সাকিম-ভাটবাঁধ, পোষ্ট-পুরুলিয়া, থানা-টামনা, জেলা-পুরুলিয়া বিগত ইং-২৬.০৩.২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত। I-1046 নং আমোক্তানামা দলিল মুলে ও ইং-০৩.০৪.২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1149 নং আমোক্তানামা দলিল মুলে ১. শ্রী মনোজিৎ গোস্বামী, পিতা দেবীপ্রসাদ গোস্বামী সাকিম+পোষ্ট-ঘোঙ্গা থানা-পুরুলিয়া (মফ) জেলা-পুরুলিয়া বিক্রের ও রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষমতা প্রদান করেন। উক্ত I-1046 নং আমোক্তানামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-পুরুলিয়া থানা-পুরুলিয়া (মফ) বর্তমান টামনা মৌজা- ভাটবাঁধ জে.এল.নং-৩০১ সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন হাল প্লট নম্বর-১৪৮৪ আর এস খতিয়ান নং-৩৯৯ এল আর খতিয়ান নং-১০৪ ও এল আর খতিয়ান নং-৯৮৭ আমোক্তারকৃত মাপ ১০ ডেসিমেলের মধ্যে ০৭.৫ ডেসিমেল। আমোক্তানামা কৃত সম্পতির পরিমান দুটি এল আর খতিয়ানে একটি হাল প্লটে একত্রে মোট ০৭.৫ ডেসিমেল। এবং উক্ত I-1046 নং আমোক্তানামা অনুযায়ী মৌজা-ভাটবাঁধ জে.এল.নং-৩০১ পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ৪নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন হাল প্লট নম্বর-১৪৯৮ আর এস খতিয়ান নং-৩৯৯ ও এল আর খতিয়ান নং-৯৮৭ আমোক্তারকৃত মাপ ০৪ ডেসিমেলের মধ্যে ০২ ডেসিমেল। আমোক্তানামা কৃত সম্পতির পরিমান একটি এল আর খতিয়ানে একটি হাল প্লটে একত্রে মোট ০২ ডেসিমেল। উক্ত I-1149 নং আমোক্তানামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-পুরুলিয়া থানা-পুরুলিয়া (মফ) বর্তমান টামনা মৌজা- ভাটবাঁধ জে.এল. নং-৩০১সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন আর এস খতিয়ান নং-৩৯৯ ও এল আর খতিয়ান নং-১০৪ ও এল আর খতিয়ান নং-৯৮৭ হাল প্লট নম্বর-১৪৫১ আমোক্তারকৃত মাপ ০৬ ডেসিমেলের মধ্যে ০৪.৫ ডেসিমেল। হাল প্লট নম্বর-১৪৫২ আমোক্তারকৃত মাপ ০২ ডেসিমেলের মধ্যে ০১.৫০ ডেসিমেল। হাল প্লট নম্বর-১৪৫৩ আমোক্তারকৃত মাপ ০৩ ডেসিমেলের মধ্যে ০২.২৫ ডেসিমেল। আমোক্তানামা কৃত সম্পতির পরিমান দুটি এল আর খতিয়ানে তিনটি হাল প্লটে একত্রে মোট ০৮.২৫ ডেসিমেল। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে BL&LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন।

Sanjib Kumar Patra
(Advocate)
Enrolment No.: 933/2004

# সবংয়ে রাজ্য সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! দুই ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, সবং, ১৯ অক্টোবরঃ** ভোরে রাজ্য সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! দুই ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন ধরে একটি ডাম্পার সম্পূর্ণ ঝলসে যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের নীলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় কালীপুজোর ঠিক আগের দিন ঘটল এই মর্মান্তিক ঘটনা। দমকল ও বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাঁচ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, একটি ডাম্পারের বেপরোয়া গতিই এই বিশাল দুর্ঘটনার কারণ। জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার নীলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শনিবার রাত থেকে মোরাম বোঝাই ডাম্পার নীলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় তেমাথানি-পটাশপুর রাজ্য সড়কের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। ভোরে পটাশপুরের দিক থেকে তেমাথানিগামী একটি ১৮ চাকার স্টোন চিপস বোঝাই ডাম্পার এসে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় আগুন ধরে যায় ১৮ চাকার ডাম্পারটিতে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে সেটি। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় খড়ের গাদায়। আগুনের লেলিহান শিখা কয়েকশো মিটার দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল, কালো ধোঁয়ার ঢেকে যায় গোটা এলাকা। নিমেষে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ ঘটনায় রবিবার ভোরে রাজ্য সড়কে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে এবং তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। পরে সবং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে যানজট নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, এই ধরনের দুর্ঘটনা অধিকাংশই রাতে ঘটে, যার মূল কারণ হচ্ছে গাড়ির বেপরোয়া গতি। তারা দাবি করেন, যদি রাতে রাজ্য সড়কে ট্রাফিক পুলিশ ডিউটিতে থাকেন, তাহলে বেপরোয়া চালকরা কিছুটা হলেও সতর্ক হবেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবারের ডাম্পার দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। বর্তমানে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ডাম্পারগুলির বৈধতা, গতি ও চালকদের অবস্থান পরীক্ষা।

# নদী সংস্কারের নামে বালি, মাটি পাচারের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১৯ অক্টোবরঃ** নদী সংস্কারের আড়ালে দেদার বালি ও মাটি পাচার হচ্ছে। আরামবাগে দক্ষিণ নারায়ণপুর এলাকার কানা মুণ্ডেশ্বরী নদীগর্ভ থেকে এই পাচারকাণ্ড চলছে বলে অভিযোগ। নদীর পলি উত্তোলনের নামে নদী বিক্রি করে দিচ্ছে তৃণমূল, এমন অভিযোগেই সুর চড়াচ্ছেন বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগিয়ে এই বালি ও মাটি তুলে পাচার করা হচ্ছে। তীব্র সমালোচনায় সরব হয়েছে বিজেপি ও সিপিএম। 'নো কস্ট টু স্টেট এক্সচেকার'-এর আওতায় আরামবাগের কানা মুণ্ডেশ্বরীর পলি তোলার কাজ করছে রাজ্যের সেচ দপ্তর। এই প্রকল্পের নিয়ম হলো, কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থাকে কাজের জন্য সরাসরি কোনও অর্থ দেবে না সরকার। তার বিনিময়ে, নদী থেকে পাওয়া অতিরিক্ত বালি ও মাটি বাজারে রপ্তানি করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থা। তবে নদী থেকে পলি খননের পাশাপাশি, নদীবাঁধগুলির পর্যাপ্ত সংস্কার ও পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্বও তাদের। এই শর্ত পালন করার পরেই বাকি পলিমাটি রপ্তানি করা যাবে। ঠিক এই জায়গা থেকেই অভিযোগের তির উঠে আসছে কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থাটির বিরুদ্ধে। বিজেপি ও সিপিএমের দাবি, এই নিয়ম করে কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে, যাতে ঘুরপথে মাটি ও

বালি রপ্তানির বিপুল অর্থ তৃণমূলের পকেটে যেতে পারে। মুনাফার লোভে নদীবাঁধের সংস্কার না করেই প্রায় সমস্ত বালি ও মাটি পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে তারা। সেই সঙ্গে, এই নদী খননের কাজে পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায়, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থা অনেক জায়গায় নদীবাঁধের একেবারে নীচ থেকে মাটি তুলে পাচার করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের দাবি, যে ভাবে মাটি ও বালি নদী থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে যে কোনও সময়ে নদীবাঁধ ভেঙে পড়তে পারে। এ নিয়ে প্রতিবাদ করলে, স্থানীয় শাসকদলের নেতা ও ঠিকাদারের পোষ্য গুণ্ডাদের হুমকির মুখেও পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। একাধিক অভিযোগ সামনে এলেও নীরব প্রশাসন। আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন, পুলিশ, এমনকী জেলার আধিকারিকরা এই নিয়ে কিছুই বলতে চাননি। এ দিন ঘটনাস্থলে গিয়ে চোখে পড়ল, নদীবাঁধ সংস্কার দূরঅস্ত। নদীবাঁধের উপর দিয়ে দেদার চলছে মাটি ও বালিবোঝাই গাড়ি। বাঁধের সেই রাস্তাও বিপজ্জনক। জায়গায় জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার লাগানো। তাতে এই প্রকল্পের নাম উল্লেখ করা আছে। কিন্তু নেই কোনও ঠিকাদার সংস্থার নাম, নেই সরকারি শিলমোহর। পুরশুড়ার ভেউটিয়া থেকে আরামবাগের দক্ষিণ নারায়ণপুর হয়ে খানাকুলের রাউখানা- বিশাল এলাকাজুড়ে এই বালি ও মাটি পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। পোস্টার অনুযায়ী, প্রায় সম্পূর্ণ কানা মুণ্ডেশ্বরীই তুলে দেওয়া হয়েছে এই ঠিকাদার সংস্থাকে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এই নদী খননের পরে আদৌ কি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? কেন সঠিক নজরদারি নেই? বিষয়টি নিয়ে বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, ''শুধু আরামবাগ নয়, গোটা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কাজে লাগিয়ে, ওরা অসাধু উপায়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটে নিয়ে পালাচ্ছে। কোনও রাজস্ব নেই। দেখারও কেউ নেই।'' সিপিএমের জেলা নেতা ভাস্কর রায় বলেন, ''এ আর নতুন কী! ওরা তো মমতাকে নিয়ে ব্যবসা করছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ এটাই দেখছে।' এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের কো মেন্টর শেখ হায়দর আলি অবশ্য বলেন, ''সরকারি নো কস্টের কাজে কানা মুণ্ডেশ্বরীর যে পলি পড়েছে, তার সংস্কার হবে। নদীবাঁধগুলো সারাই হবে। এর পরে আর জল উপচে যাবে না। এলাকার মানুষের প্রভূত উপকারের জন্য আমাদের জনদরদি মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্প নিয়ে এসেছিলেন। সবটাই মানবকল্যাণে। কিন্তু এটাকে সামনে রেখে কোনও এজেন্সি যদি অবৈধ কাজ করে, তা হলে তার বিরুদ্ধে কড়া ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।''

**PRESS NOTICE**

Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide NIT no. **17/BDO/BZR of 2025-26/SI no. 01 to SI no. 59 dated. 13.10.2025** for execution of 59 nos scheme under APAS-2025 fund as per schedule below:-

**Schedule of Tender**
Date of publication of NIT: **13-10-2025**
Last Date & Time of application for purchasing tender form: **31-10-2025 upto 02:00 PM**
Last Date & Time of issue of tender form: **31-10-2025 upto 02:00 PM**
Last date & Time of dropping of tender bid: **31-10-2025 upto 03:00 PM**
Date & Time of Tender opening: **31-10-2025 at 04:00 PM**
For more details please visit/contact to the office of the undersigned.
Sd/- **Block Development Officer**
**Barabazar Developmet Block**

# বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

## সান্দাকফু, টাইগার হিলে এবার বেশি তুষারপাত! লা নিনার প্রভাবে হাড় কাঁপানো শীত পাহাড়ে

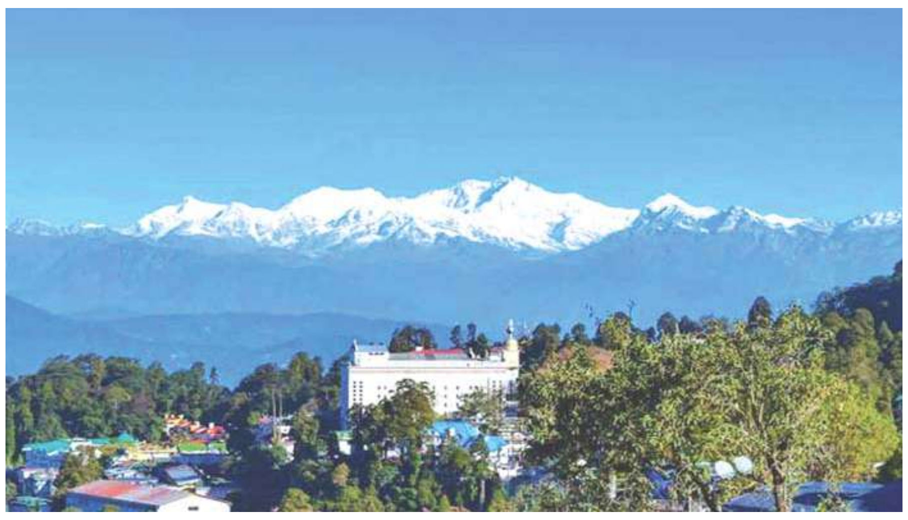

গত বর্ষায় ভোগান্তি চরমে উঠেছিল উত্তরে। হড়পা বান, ভূমিধসে বিধ্বস্ত হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক জীবন। মৃত্যুমিছিল চলেছে। বর্ষা বিদায় নিতে স্বস্তি ফিরেছিল। কিন্তু আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক আশঙ্কা ও সতর্কতায় ফের প্রমাদ গুনছেন উত্তরের বাসিন্দারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ' ওসানিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফেয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ মহাসাগর এবং বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পূর্বাভাস প্রদানকারী সংস্থা জানিয়েছে 'লা নিনা'-র প্রভাবে এবার সিকিম এবং দার্জিলিং পাহা।ে শীতকালে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর সিকিমের লাচেন, লাচুংয়ের মতো উঁচু পর্যটনকেন্দ্রগুলোর রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ১০ ডিগ্রিতে নেমে আসতে পারে।

আবহাওয়া গবেষকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, 'লা নিনা' হল প্রশান্ত মহাসাগরের জলবায়ু প্যাটার্ন। এর অর্থ 'ছোট মেয়ে'। এটি 'লা নিনো'-র বিপরীত। যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ও মধ্য অংশে সমুদ্রপৃষ্ঠের জল স্বাভাবিকের চেয়ে. শীতল থাকে এবং বায়ু প্রবাহ শক্তিশালী হয়। এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। যেমন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রাজিলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ঘটে, শীতের প্রকোপ বাড়ে। মার্কিন ' ওসানিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফেয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গবেষণায় জানা গিয়েছে, ২০২৫-২০২৬ সালের শীতে দার্জিলিং ও সিকিমে স্বাভাবিকের চেয়ে ঠান্ডা এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকতে পারে।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতের মাসগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সময়কাল বেড়ে ১৫ থেকে ২০ দিন হতে পারে! লা নিনা-র প্রভাবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার তীব্রতা বাড়বে, ভারী বৃষ্টি হবে এবং সান্দাকফু, ফালুট, টাইগার হিল, লাচেন, লাচুং এবং জিরো পয়েন্টের মতো উঁচু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা বাড়বে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হতে পারে। উত্তর সিকিমের লাচেন, লাচুংয়ের মতো উঁচু এলাকায় রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা তার নিচে নেমে যেতে পারে। আরও উঁচু এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে। আবহাওয়া গবেষক মধুসূদন কর্মকার বলেন, আন্তর্জাতিক মহাসাগর এবং বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত গবেষণা সংস্থা যে সম্ভাবনার কথা তাদের রিপোর্টে তুলে ধরেছে সেটা হলে উত্তরে বর্ষার তুলনায় অনেক বেশি দুর্যোগ বাড়বে।

এবার পৃথিবী, সৌরজগত নিয়ে পাওয়া নতুন তথ্যেও ফের তা বোঝা গেল। আমাদের ছায়াপথ ঘিরে রয়েছে দুর্বল রেডিও বৃত্ত! তাও একটি নয়, রয়েছে জোড়া বৃত্ত। সারাক্ষণ নাকি তারা রেডিও সিগন্যাল বিকিরণ করে চলেছে। একে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয়, অড রেডিও সার্কেল বা গঙ্ক্ট। সম্প্রতি ভারতের অ্যাস্ট্রোনমি কোলাবরেটরির বিজ্ঞানীরা তার অস্তিত্বের কথা জানতে পেরেছেন। এই আবিষ্কার কি মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন কোনও তথ্য দেবে? এই প্রশ্ন তো উঠছেই। বিজ্ঞানীদের আশা, আমাদের ছায়াপথ, কৃষ্ণগহ্বরের গতিবিধি সম্পর্কে নতুন ধারণা দেবে এই রেডিও সিগন্যালের অস্তিত্ব।

নাম RAD J131346.9500320. বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার অনুযায়ী, পৃথিবীকে ঘিরে যে ছায়াপথ, সেই আকাশগঙ্গা থেকে ৭৫০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই জোড়া রেডিও বৃত্ত। এর ব্যপ্তি ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার আলোকবর্ষ জুড়ে। দুর্বল রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করা এই জোড়া বৃত্ত আমাদের ছায়াপথ থেকে অন্তত ৫০ গুণ বড়। একে বলা হচ্ছে, অত্যাধুনিক মহাজাগতিক ঘটনা। ২০১৯ সাল প্রথম এর অস্তিত্ব টের পান আন্না ক্যাপিনস্কা নামে ন্যাশনাল রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি অবজারভেটরির এক বিজ্ঞানী। এবার গবেষক দলের প্রধান হিসেবে মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনন্দ হোতা বলেন, ওআরসি বা অড রেডিও সার্কেল হল সবচেয়ে সুন্দর এবং অদ্ভুত মহাজাগতিক ঘটনা। এর মধ্যে ছায়াপথ ও কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে নিহিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু সংকেত লুকিয়ে থাকতে পারে।

গবেষক দলের আরেক বিজ্ঞানী ড. প্রতীক দাভাড়ের মত, ওআরসি আসলে বিচ্ছিন্ন কোনও মহাজাগতিক ঘটনা নয়। এটা বিশাল সৌরজগতেরই একটা অংশ। পৃথিবীর প্লাজমা অবস্থা, ব্ল্যাক হোল এবং আবহাওয়া নিয়ে একাধিক তথ্য মিলতে পারে। তাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা বিজ্ঞানীদেরও সুবিধা হবে। ওআরসি নিয়ে নয়া গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির মাসিক পত্রিকায়। তাতে উল্লেখ, এই বৃত্তাকার রেডিও সিগন্যালের বিষয়টি আলাদা নয়, ছায়াপথের সঙ্গেই জড়িত থাকতে পারে।

## দীপাবলির আকাশ উজ্জ্বল করে চোখের পলকে নামবে উল্কাবৃষ্টি! জানেন কবে?

অক্টোবর মানেই যেন মহাজগতের একাধিক বিস্ময় হাজির বিশ্ববাসীর সামনে। দ্বিতীয় সপ্তাহে 'হারভেস্ট মুন' বা আকাশের গায়ে আলো ছড়িয়ে উদয় হয়েছিল বড়সড় চাঁদ। আর কালীপুজো ও দীপাবলির আকাশ উজ্জ্বল করে নামবে উল্কাবৃষ্টি! চলতি কথায় যাকে বলে 'তারা খসা'। জানা যাচ্ছে, আগামী সপ্তাহে ২১ অক্টোবর, মঙ্গলবারই সেই দিন। আকাশ থেকে চোখের পলকে ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা নেমে আসবে পৃথিবীর দিকে! আকাশ পরিষ্কার থাকলে তা খালি চোখেই দেখা যাবে বলে সুখবর শুনিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সূত্রে জানা যাচ্ছে, হ্যালির ধূমকেতু থেকে জন্ম নেওয়া অরিওনিডস ' ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা আকাশজুড়ে। দীর্ঘদিন পর তা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসতে চলেছে। কালীপুজোর পরদিন অর্থা ২১ অক্টোবর তা থেকে পৃথিবীর দূরত্ব থাকবে সবচেয়ে কম। অরিওনিডসের শরীর থেকে সেকেন্ডে ৬৬ কিলোমিটার বেগে উল্কা খসে পড়বে পৃথিবীর মাটিতে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে তা দেখা গেলেও হারিয়ে যাবে চোখের নিমেষে।

প্রশ্ন হল, কখন আকাশ আলো করবে নামবে উল্কাবৃষ্টি? হিসেবনিকেশ করে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, রাত ১১টার পর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব আকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে অসাধারণ

মহাজাগতিক ঘটনা। ভোর প্রায় ৫ টা পর্যন্ত 'তারা খসা' দৃশ্য। আকাশ সামান্য মেঘাচ্ছন্ন থাকলে একটা দূরবীণ ব্যবহারেই সবটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ - উভয় গোলার্ধ্ব থেকেই দৃশ্যমান হবে এই উল্কাবৃষ্টি, যা নাকি বেশ বিরল ঘটনা। বছরের এই সময় অর্থা শর বা হেমন্ত ঋতুতেই বেশি ঘটে থাকে এমন ঘটনা। বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা, এসময় আকাশ পরিষ্কার থাকায় ব্রহ্মাণ্ডে সর্বক্ষণ চলতে থাকা এমন ' খালি চোখেও ধরা পড়ে।

মহাবিশ্বের শত, সহস্র অজানা বিষয় নিয়ে অনেকেরই কৌতূহলের শেষ নেই। আর অজানাকে জানতে নিরন্তর গবেষণাকাজ চলছে। সেই পড়াশোনার ভিত্তিতে এবার শনির 'চাঁদ অর্থাৎ শনি গ্রহের উপগ্রহ টাইটানকে নিয়ে নয়া তথ্য প্রকাশ্যে এল এবং তা এতটাই চমকপ্রদ যে রসায়নের মূল ভিত্তিই বদলে যেতে পারে! সাধারণত সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে বলেই প্রাথমিক বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি। কিন্তু টাইটানে এমন কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে চলেছে, যা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক অনুমান, সমমেরু একে অপরের সংস্পর্শে এলে নতুন কোনও পদার্থ তৈরি হচ্ছে সেখানে। এটাই যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তো রসায়নের নতুন পাঠ নিতে হবে।

ঠিক কী ঘটছে শনির বৃহত্তম উপগ্রহ টাইটানে? নাসার জেট প্রপালশন ল্যাব এবং সুইডেনের কালমারস প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে যৌথ গবেষণা চালানো হয়েছে। তাতে জানা যাচ্ছে, তার হিমাঙ্ক মাইনাস ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় একই রকম ধর্ম রয়েছে, এমন সামগ্রী নিজেদের কাছাকাছি এলে অন্যরকম বিক্রিয়া হয়। নতুন রকমের কেলাস বা ক্রিস্টাল তৈরি করে। যা সাধারণ বৈজ্ঞানিক ঘটনার পরিপন্থী। বলা হচ্ছে, তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, সেরকমই হওয়ার কথা এখানেও। কিন্তু টাইটানে তা ঘটছে না। যা ঘটছে, তা একেবারেই ব্যতিক্রম বলা চলে। ঘন নাইট্রোজেন ও মিথেন গ্যাসে ভরপুর। তার জেরে তার রং অনেকটা কমলা ধরনের। এর সঙ্গে লক্ষ কোটি বছর আগের পৃথিবীর প্রাথমিক দশার মিল খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা।

বিজ্ঞানীরা হাইড্রোজেন সায়ানাইড নামে একটি অণুর আচার-আচরণের উপর জোর দিচ্ছেন। এটি টাইটানের বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। এর সঙ্গে মিথেন, ইথেন অর্থাৎ হাইড্রোকার্বনের বিক্রিয়া ঠিক কেমন, তার উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, টাইটানে থাকা হাইড্রোকার্বন তার পরিবেশের কারণে হাইড্রোজেন সায়ানাইডের অণুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ক্রিস্টাল ল্যাটিস বা কেলাস তৈরি করছে। এবং তা স্থায়ীভাবে থেকে যাচ্ছে। উচ্চস্তরের রসায়নবিদ্যা অনুযায়ী, হাইড্রোজেন সায়ানাইড এমন এক উপাদান, যা বহু প্রাণীর অণু গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে এখান থেকে টাইটানের বিভিন্ন জটিল সমীকরণের সহজ ব্যাখ্যা তো হতেই পারে, উপরন্তু প্রাণের সন্ধান নিয়েও অনেক কিছু জানা যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তবে টাইটান নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় এমন সব ফলাফল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। বিস্মিত খোদ নাসার বিজ্ঞানীরা। এই ঘটনা সাধারণ রসায়নের প্রাথমিক নিয়মাবলিকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে রীতিমতো!

## শান্তি ফিরল 'ডুরান্ড লাইনে', কাতার-তুরস্কের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি তালিবান-পাকিস্তান

১৯ অক্টোবর ঃ সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের অবসান ডুরান্ড লাইনে। রবিবার সকালে কাতারের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান। শনিবার কাতারের রাজধানি দোহায় শান্তি বৈঠকে যোগ দেন দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীরা। সেখানে রাত পর্যন্ত বৈঠক চলে বলে জানা গিয়েছে। মধ্যস্থতার দায়িত্বে ছিল কাতার এবং তুরস্ক।কাতারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই দেশ সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। উভয়পক্ষই স্থায়ী. শান্তি এবং সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি, দুই দেশের তরফেই, আগামী দিনে স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে আরও আলোচনার বিষয়ে সম্মতি জানানো হয়েছে। দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীরা এই আলোচনায় নিজেদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। আফগান সরকারের তরফে ছিলেন তালিবান সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা মহম্মদ ইয়াকুব। পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মহম্মদ আসিফ।এই সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধ,

সাম্প্রতিক অতীতে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া সবথেকে মারাত্মক সংকট। ২ হাজার ৬০০ কিলোমিটারব্যাপী সীমান্তে সমস্যা সমাধানের জন্য কাতারে একত্রিত হয় দুই পক্ষ। কাবুলে এয়ার স্ট্রাইকের পর পাকিস্তান ও আফগানিস্তান দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চরম আকার নেয়। সীমান্তে দুই দেশের গুলির ল।ইয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও প্রচুর। এরপর দুই দেশের মধ্যে ৪৮ ঘণ্টার সংঘর্ষবিরতি হয়। সেই মেয়াদ শেষের আগেই ঘোষণা করা হয় দোহায় আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বা।নো হবে। তবে তার আগেই আফগানিস্তানে ফের হামলা চালায় পাকিস্তান। শুক্রবারের সেই আক্রমণে মৃত্যু হয় তিন ক্রিকেটার-সহ অন্তত আট জনের। এই অবস্থায় তালিবানের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয় দুই দেশের সংঘর্ষবিরতি চুক্তি ভেঙে গিয়েছে।আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের এই সংঘাতে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন পাক মন্ত্রী খাজা আসিফ। তিনি বলেন, আফগানিস্তানের সরকার ভারতের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে। এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষ।যন্ত্র করছে। কাবুলের শাসক আজ ভারতের কোলে গিয়ে বসেছে। যদিও একটা সময় ওরা আমাদের নিরাপত্তায় ছিল।

## গাজায় নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের হত্যার ছক হামাসের!

১৯ অক্টোবর ঃ যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ইজরায়েল ও হামাস। ' শান্তি সম্মেলন' ফলপ্রসূ হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এরই মাঝে ফের তৈরি হচ্ছে গুরুতর উদ্বেগের পরিস্থিতি? শান্তি চুক্তির মাঝেই অশান্তির আশঙ্কা করছেন মার্কিন গোয়েন্দারা। তাঁদের দাবি, গাজায় ফের হামলার ছক কষছে হামাস। আক্রমণের লক্ষ্য সাধারণ প্যালেস্তিনীয় নাগরিকরা।

মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ' সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে এই পরিকল্পিত আক্রমণ যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে সরাসরি লঙ্ঘন করবে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তাকে নষ্ট করবে।' হামাসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, ' হামাস এই আক্রমণ চালিযে. যায়, তাহলে গাজার জনগণ এবং যুদ্ধবিরতি রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেওযা. হবে।' যদিও, এই বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়নি হামাস আক্রমণের উত্তরে কী ব্যবস্থা নেবে আমেরিকা।ইতিমধ্যেই গাজার দখল নিতে প্রস্তুতি শুরু করেছে হামাস। ইতিমধ্যেই নাকি সাত হাজার সদস্যকে গাজা দখলের ডাকও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি জঙ্গিদের। সোমবার তাদের তরফে একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, সাতজন প্যালেস্তিনীয় হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে। হাত মাথার পিছনে রাখা। তাঁদের ঘিরে রয়েছে সশস্ত্র হামাস জঙ্গিরা। এরপরই দেখা যায় গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে ওই প্যালেস্তিনীয়দের। দেহগুলি একে একে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর হামাসকে উল্লাস করতেও দেখা গিয়েছে। মৃত প্যালেস্তিনীয়রা শান্তি চুক্তিতে ' হয়েছিলেন বলেই দাবি।

প্রসঙ্গত, সোমবার মিশরের শর্ম-আল-শেখ শহরের অনুষ্ঠিত হয় গাজা শান্তি সম্মেলন। সভাপতিত্ব করে আমরিকা এবং মিশর। উপস্থিত ছিলেন ইজরায়েল ও হামাসের প্রতিনিধিরা-সহ ২০ টির বেশি দেশের নেতারা। সম্মেলনে উভয়পক্ষের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

## গুয়াহাটিতে উদ্বোধন বিচারক সমিতির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আজ রবিবার গুয়াহাটির কটন ইউনিভার্সিটির কেবিআর অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অল আসাম জাজেস অ্যাসোসিয়েশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট চালু করেছেন সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস উজ্জ্বল ভুইয়াঁ। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ' পেশাদারিত্ব, শিষ্টাচার এবং বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা' শীর্ষক এক বিশেষ বিষয়ের ওপর বক্তব্য পেশ করছেন বিচারপতি উজ্জ্বল ভুইয়াঁ। বিচারপতি ভুইয়াঁ বলেন, এই ওয়েবসাইটটি বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে ভালো যোগাযোগ স্থাপন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব জোরদার করতে একটি কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠবে।তিনি বলেন, বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা অটুট থাকতে হবে এবং এটি তখনই সম্ভব যখন সুষ্ঠু, সাহসী ও নিষ্কলঙ্কভাবে বিচার প্রদান করা হয়। সমাজে বিচার বিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তারা কীভাবে আচরণ করেন তার ওপর। তাই সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াটি বাইরের কোনও প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে। জাস্টিস বলেন, বিচারবিভাগকে কখনও কোনও ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করা উচিত নয়।জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের সংবিধানের চেতনা অনুযায়ী আচরণ ও বাস্তবমুখী পন্থা অবলম্বনের আহ্বান জানান বিচারপতি ভুইয়াঁ। তিনি বলেন, বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের তাঁদের পেশাগত ও জনজীবনে সংযম অবলম্বন করতে হবে এবং অন্যান্য সেবার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের খুব কাছে যাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। ' সদস্যদের আচরণ সমাজে বিশেষভাবে দেখা হয়। তাই অফিসের মর্যাদা বজায় রাখা প্রয়োজন।' বলেন বক্তা। তিনি বলেন, একটি শক্তিশালী জেলা বিচারবিভাগ হলো বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি এবং এর শক্তিই সর্বোচ্চ আদালতের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে। যে কোনও পরিস্থিতিতে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা বিচারকদের দায়িত্ব। এজন্য দেশে প্রয়োজন নির্ভীক ও সাহসী বিচারক, বলেন জাস্টিস ভুইয়াঁ। আজকের অনুষ্ঠানে গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আশুতোষ কুমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। এই কার্যক্রম অসমের বৈচারিক ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সংলাপ, সহযোগিতা এবং পেশাদার মূল্যবোধের চেতনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

## দীপাবলি উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক

গোরখপুর, ১৯ অক্টোবরঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক, শ্রী উদয় বোরওয়ানকর, রেল কর্মচারী, রেল ব্যবহারকারী এবং তাদের পরিবারবর্গকে দীপাবলি উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন। মহাব্যবস্থাপক, শ্রী বোরওয়ানকর, সম্মানিত রেল ব্যবহারকারীযাত্রীদের অনুরোধ করেছেন যে ভারতীয় রেলওয়ে আপনার সম্পত্তি এবং আপনার এটি দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং যে কোনও ব্যক্তির নিরাপত্তার সাথে আপস করতে পারে এমন কোনও কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা উচিত। তিনি তাদের দাহ্য পদার্থ বহন করা এড়িয়ে চলার এবং রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশিকা অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন যাতে তাদের ট্রেন যাত্রা আনন্দদায়ক এবং সফল হয।মহাব্যবস্থাপক যাত্রীদের ট্রেনের ছাদে বা ফুটবোর্ডে ঝুলিয়ে ভ্রমণ না করার জন্য অনুরোধ করেছেন। চলন্ত ট্রেনে ওঠা বা নামার চেষ্টা করবেন না এবং এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহার করুন। স্টেশন এবং ট্রেনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে রেলওয়ে প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করুন। যাত্রীদের উন্নত ভ্রমণ সুবিধা এবং মসৃণ ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন এই উৎসবগুলিতে প্রধান শহরগুলিতে রেকর্ড সংখ্যক বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করছে। এই ট্রেনগুলিতে বার্থ সংরক্ষণ করে আপনার যাত্রা সহজ করুন।

## লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধি উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৯ অক্টোবরঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি এবং মালবাহী রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপগুলি লজিস্টিক দক্ষতা জোরদার করা, সুগম পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করা এবং আঞ্চলিক কৃষিও শিল্প সরবরাহ শৃঙ্খলের বৃদ্ধিকে সহায়তা করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, লামডিং ডিভিশনের অধীনে নাগাল্যান্ডের মলভ'ম স্টেশন এবং মিজোরামের সাইরাং স্টেশন যথাক্রমে ০২.০৯.২০২৫ এবং ১২.০৯.২০২৫ থেকে বহির্গামী এবং অন্তর্মুখী সকল পণ্য পরিবহন হেণ্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। এছাড়াও, সাইরাংস্টেশনটি ১৯.০৯.২০২৫ থেকে যানবাহন পরিবহণের জন্য বহির্গামী এবং অন্তর্মুখী উভয়ের জন্যই খোলা হয়েছে। এছাড়াও, রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে বাইহাটা স্টেশন ২৬.০৯.২০২৫ থেকে অন্তর্মুখী আইরনওস্টীল সামগ্রী পরিবহনের জন্য খোলা হয়েছে। এই কৌশলগত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান সরবরাহ চাহিদা পূরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিডিইউ)পদক্ষেপের অধীনে, উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মালপরিবহন করেছে। আলিপুর দুয়ার ডিভিশনের অধীনে নিউকোচবিহার স্টেশন থেকে লামডিং ডিভিশনের জিরাণীয়ায় মোট ২১টি ওয়াগন চাল লোড করা হয়েছিল। লামডিং ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন নতুন স্থান থেকে মোট ১৪৭৪টি ওয়াগনস্টন চিপস বুক করা হয়েছিল -শোখুভি থেকে জিরাণীয়া এবং লামডিং পর্যন্ত ২৬২টি ওয়াগন সাল চাপাড়া থেকে ভৈরবী পর্যন্ত ৬২টি ওয়াগন ডিটকছড়া থেকে জিরাণীয়া, বিলোনিয়া এবং বিহাড়া পর্যন্ত ৫৮৮টি ওয়াগন বিহাড়া থেকে জিরাণীয়া এবং বিলোনিয়া পর্যন্ত ২৪৫টি ওয়াগন পঞ্চগ্রাম থেকে উদয়পুর, জিরাণীয়া এবং বিলোনিয়া পর্যন্ত ১৪৭টিওয়াগন এবং উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে তারমালবাহী পরিষেবা এবং কাস্টমার হন্টারফেস উন্নত করার উপর মনোযোগ দিয়ে চলেছে, একই সাথে এই অঞ্চলের সরবরাহ এবং সরবরাহ শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। স্থায়ী উদ্যোগ এবং প্রযুক্তি-চালিত সমাধানের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ে তার গ্রাহকদের জন্য দ্রুত, সুরক্ষা এবং আরও দক্ষ পরিবহন নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখে।


**Name Change**

I, Sourav Mandal (Old Name) S/O–Asan Ali Mandal resident of Nowapara, Bundainagar, Nowda, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742175 do hereby declared that I have changed my name from Sourav Mandal to Subraj Ali Mondal and henceforth I shall be known as Subraj Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Subraj Ali Mondal & Sourav Mandal both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Rahima Khatun, my father's (Old Name) Hazi Md Jiaur Rahaman & Md Ziaur Rahman & Ziaur Rahman S/O–Khaled Mia resident of Village – Komnagar, P.O. & P.S. – Hariharpara, District – Murshidabad, PIN – 742166, do hereby declared that I have changed my father's name from Hazi Md Jiaur Rahaman & Md Ziaur Rahaman & Ziaur Rahman to Md Jiaur Rahaman and henceforth my father's name shall be known as Md Jiaur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My father's name Md Jiaur Rahaman (new name) & (old Name) Hazi Md Jiaur Rahaman & Md Ziaur Rahman & Ziaur Rahman both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Uttam Kumar Sarkar, my father's (Old Name) Bhusan Chandra Sarkar resident of Tulsidanga, Gazole, Dist-Malda, West Bengal, Pin- 731224 do hereby declared that I have changed my father's name from Bhusan Chandra Sarkar to Bhushan Chandra Sarkar and henceforth my father's name shall be known as Bhushan Chandra Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My father's name Bhushan Chandra Sarkar & Bhusan Chandra Sarkar both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Abdul Ajim Sk & Md Abdul Ajim Sk (Old Name) S/O–Seru Sekh residing at Vill-Khidirpur, PO-Baruipara, PS-Hariharpara, Murshidabad, West Bengal, Pin-742165 do hereby decrale that I have changed my name from Abdul Ajim Sk & Md Abdul Ajim Sk to Azim Sekh and hencefort I shall be known as Azim Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Azim Sekh (new name) & (old name) Abdul Ajim Sk & Md Abdul Ajim Sk both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Ajit Sarkar, my father's (Old Name) Aakhil Sarkar resident of Vill- Purba Aptair, Po & Ps-Hili, Dist-South Dinajpur, West Bengal, Pin-733126 do hereby declared that I have changed my father's name from Aakhil Sarkar to Akhil Sarkar and henceforth my father's name shall be known as Akhil Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My father's name Akhil Sarkar & Aakhil Sarkar both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Md Abdur Razzaque (Old Name S/O–Belat Sekh residing at Vill-Beldarpara, PO-Chhatai, PS-Ranitala, Murshidabad, West Bengal Pin- 742302 do hereby decrale that I have changed my name from Md Abdur Razzaque to Abdur Razzaque and hencefort I shall be known as Abdur Razzaque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My name Abdur Razzaque & Md Abdur Razzaque both are same and one identical person.


## পাক সেনা প্রধানকে তোপ

১৯ অক্টোবর ঃ সংঘর্ষবিরতির সময়সীমা শেষ হতেই শুক্রবার আফগানিস্তানে ফের বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। ঘটনায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিন জন ছিলেন ক্রিকেটার। পাকিস্তানের এই হামলার পরই পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে তোপ দাগেন দেশত্যাগী প্রাক্তন আফগান সাংসদ মরিয়ম সোলাযমানখিল। বলেন, আপনারা জঙ্গিদের জন্ম দিয়েছেন।


**Name Change**

I, Daliya Begam (old name) wife of Sk Md Nuruzzaman, residing at Vill: Basantapur Nechapara, P.O –Manikura, P.S – Penro, Dist: Howrah Rural, Pin: 711410, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Daliya Begum (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 17/10/2025. Daliya Begam (old name) and Daliya Begum (new name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Nazima Begam (old name) wife of Sekh Abdul Rasul, residing at Vill: Kasra Mollapara, P.O – Anulia, P.S – Amta, Dist: Howrah, Pin: 711401, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Najima Begum (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 17/10/2025. Nazima Begam (old name) and Najima Begum (new name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Sk Sahabuddin on behalf of my minor son Shaikh Faizan Hussain Shaikh Sahabuddin (old name), residing at 118, Nur Mahammad Munshi Lane, P.S – Howrah, Howrah – 711101, West Bengal, have changed his name and shall henceforth be known as Shaikh Faizan Hussain (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/10/2025. Shaikh Faizan Hussain Shaikh Sahabuddin and Shaikh Faizan Hussain both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Sahabuddin Salauddin Shaikh (old name) son of Sk Salauddin, residing at 118, Nur Mahammad Munshi Lane, P.S – Howrah, Howrah – 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Sahabuddin (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/10/2025. Sahabuddin Salauddin Shaikh and Sk Sahabuddin both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Mehjabeen Sahabuddin Shaikh (old name) wife of Sk Sahabuddin, residing at 118, Nur Mahammad Munshi Lane, P.S – Howrah, Howrah – 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mahajabeen Sk (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/10/2025. Mehjabeen Sahabuddin Shaikh and Mahajabeen Sk both are same and one identical person.

**Name Change**

OLD NAME RAMJAN SHAIKH S/O ASAN SHAIKH R/O VILL + PO MAHAT PUR PS - CHAPRA DIST NADIA W. B. HAVE CHANGED MY NAME RAMJAN SHAIKH S/O ASAN SHAIKH TO RAMJAN SEKH S/O ASAN SHAIKH MY WIFE BEAUTI SHAIKH TO BEAUTI SEKH, MY MOTHER HALEMA SHAIKH TO HALEMA SEKH ALL ARE SAME PERSON AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNARAR VIDE AFFIDAVIT SL NO 14/25 DATED 15/10/25 .

**Name Change**

I, Sadhu Charan Biswas (Old Name) S/o Upen Biswas Residing at Vill - Choatia, P.o - Bhabanipur, P.s - Bagdah, District - North 24 Parganas, Pin - 743270 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sadhu Biswas (New Name) as declared before the Ld Executive Magistrate at Bongaon vide affidavit no 3727 Dated 23-06-2025. Sadhu Charan Biswas (Old Name) and Sadhu Biswas (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Kalimullah Quoraishi (Old Name) S/o Isfaque Ahmed Qureshi Residing at P.K Biswas Road, Jelia Para, P.o+P.s - Khardah, District - North 24 Parganas, Pin - 700117 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Kalimullah Qurashi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-10-2025. Kalimullah Quoraishi (Old Name) and Kalimullah Qurashi (New Name) both are same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি Nurjahan Bibi Khatun Mondal (পুরাতন নাম) স্বামী Sarifuddin Mondal ঠিকানা Ramnagar, Dakshin Para, P.s - Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-10-2025 এর Affidavit no 008 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nurajahan Khatun Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nurajahan Khatun Mondal (নতুন নাম) ও Nurjahan Bibi Khatun Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**

I, Anita Agarwal (Old Name) W/o Murari Lal Agarwal Residing at Ashutosh Apartment Flat No-4D, 295/2 G T Road, Salkia, Babudanga, Haora (M.Corp), District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Sunita Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 30 Dated 15-10-2025. Anita Agarwal (Old Name) and Sunita Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

# দুই দিন ব্যাপী শিশু কিশোর নাটকের উৎসব টাকীতে

সৌরভ দাশ,টাকী,১৯ অক্টোবর ঃ শনিবার টাকীতে শুরু হলো দু-দিন ব্যাপী শিশু-কিশোর নাটকের উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এর তরফে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির আর্থিক সহযোগিতায় টাকী নাট্যম আয়োজিত এই নাটকের উৎসবের উদ্বোধন করেন টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী পরিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ । সুবর্নজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের বছর ব্যাপী কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে টাকীর নাট্য দল টাকী নাট্যমের তরফে থুবা মালঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই নাট্য উৎসবে বসিরহাট মহকুমার ছটি বিদ্যালয়ের শিশু কিশোর রা অংশগ্রহন করে। টাকী ভবনাথ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দ্বারা পরিবেশিত নাটক অবাক জলপান, বাঙলানী দক্ষিণপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের খুব চেনা গল্প,ধলতিথা অমরনাথ একাডেমির পড়ুয়াদের নাটক ভালো মানুষের গল্প, বসিরহাট টাউন হাই স্কুলের তরফে সাবধান ,টাকী রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের নাটক একটাই পথ এবং বসিরহাট শিশু ভবন পরিবেশিত নাটক সহজ রবি মঞ্চস্থ হবে দু-দিনের এই নাটকের উৎসবে।

# পুরসভাগুলিতে আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে রাজ্য

'নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৯ অক্টোবর ঃ পুরসভা ও নিগমগুলিতে আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের আগাম অনুমোদন ও আর্থিক ছাড়পত্র না নিয়ে ৪৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের কোনও কাজের নির্দেশ বা ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা যাবে না বলে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও নোটিফায়েড এরিয়া কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে। দফতরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যদি কোনও পুরসভা বা কর্তৃপক্ষ কাজের নির্দেশ জারি করে, তবে তার জন্য পরবর্তীকালে দফতর কোনওভাবেই দায় নেবে না বা ' অ্যাপ্রুভাল' দেবে না। দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি দেখা গিয়েছিল কয়েকটি পুরসভা রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছা।ই উচ্চমূল্যের কাজের নির্দেশ জারি করেছে। তদন্তে জানা যায়, এই ধরনের পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর বিধান লঙ্ঘন করছে। সেই কারণেই পুরসভাগুলিকে নতুন করে সতর্ক করা হয়েছে।

# গোরুমারার টারজান সুস্থ, ফিরে আসায় খুশি বনকর্মীরা!

'নিজস্ব প্রতিনিধি,জলদাপাড়া, ১৯ অক্টোবর ঃ জলদাপাড়ায় গন্ডারদের ফিরিয়ে আনা গেলেও গোরুমারার টারজানকে নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন বনকর্মীরা। ৪ অক্টোবর পাহাড়ে দুর্যোগের পর থেকেই সে কোথায় ভেসে গেছে, তা নিয়ে শুরু হয় তীব্র খোঁজাখুঁজি। জলদাপাড়ার দশটি গন্ডারের খোঁজ মেলে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার লোকালয়ে। কিন্তু টারজান? জলঢাকা সেতুর কাছে একটি এবং বাংলাদেশের কু।গ্রিামে আরও একটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ গন্ডারের দেহ উদ্ধারের পরে বনকর্তাদের পাশাপাশি পরিবেশপ্রেমীদের চিন্তা বাড়তে থাকে। কুনকি হাতি নিয়ে বনকর্মীরা নজরদারি শুরু করলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় পলিমাটি। অবশেষে দিন কয়েক আগে গোরুমারায় ফিরে আসে সে। তাতেই স্বস্তি ফেরে। বিশাল আকৃতির চেহারা, লম্বা খড়্গ এবং দাপুটে স্বভাবের কারণে এক সময়ে নামডাক ছিল বয়স পঁয়ত্রিশের টারজান-এর। সময়ের সঙ্গে তার শক্তিক্ষয় হয়েছে। এক বনকর্মী জানান, টারজানকে নিয়ে আমরা সত্যিই উদ্বিগ্ন ছিলাম। দুর্যোগের সময় সে বুধুরাম বিটের কাছে রামসাই ঘাসবনে আশ্রয় নিয়েছিল। গোরুমারার বন্যপ্রাণ বিভাগে কর্মরত এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, বর্তমানে টারজান সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক রয়েছে।

# ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু মুর্শিদাবাদের ৩ পরিযায়ী শ্রমিকের

মিঠুন হালদার,১৯ অক্টোবর ঃ মুর্শিদাবাদ থেকে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে. সম্প্রতি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বহরমপুর এবং হরিহরপাড়া থানা এলাকার ৭ পরিযায়ী শ্রমিকের। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে তিনটি পৃথক ঘটনায় মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদ জেলার তিন পরিযায়ী শ্রমিকের । মৃত পরিযায়ী শ্রমিকেরা ব্যাঙ্গালুরু এবং মহারাষ্ট্রের তিনটি পৃথক নির্মাণস্থলে কর্মরত ছিলেন। পরিবারের আর্থিক হাল ফেরানোর জন্য গ্রামের আরও কয়েকজন যুবকের সঙ্গে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করার জন্য তারা ভিন রাজ্যে গিয়েছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ডোমকল থানার সারাংপুর গ্রামের বাসিন্দা রাকিবুল শেখ (৩৭) নামে এক যুবক গ্রামেরই আরও কয়েকজনের সঙ্গে গত কয়েক মাস আগে কেরালার একটি নির্মাণস্থলে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে যান। দিন সাতেক আগে ওই নির্মাণ স্থলে কাজ করার সময় হঠাৎ উপর থেকে পড়ে গিয়ে মাথা এবং শরীরের অন্যান্য অংশের গুরুতর চোট পান রাকিবুল। সূত্রের খবর, ঘটনার দিন রাকিবুল আরও কয়েকজনের সঙ্গে বাঁশ এবং লোহার 'ভার' বেঁধে নির্মাণ কাজ করছিলেন। কিন্তু সেখানে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় পা পিছলে সে উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাকিবুলকে তার সহকর্মীরাই স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করায়। প্রায় সাত দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর শনিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। রাকিবুলের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায় জুড়ে। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় ব্যাঙ্গালুরুর একটি নির্মাণস্থলে ডোমকলের সারাংপুর গ্রামেরই অপর এক নির্মাণ শ্রমিক হোসেন শেখকে (২০) শনিবার ঝুলন্ত অবস্থায় খুঁজে পান ওই নির্মাণস্থলের অপর কিছু শ্রমিক। দ্রুত তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা হোসেনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ব্যাঙ্গালুরুতে কাজ করতে গিয়ে কী কারণে হোসেন আত্মঘাতী হলেন তা ভাবিয়ে তুলেছে তার পরিবারকে। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় মহারাষ্ট্রের নাসিকে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল রানীতলা থানার বাসিন্দা মহম্মদ রেজওয়ান (৪২) নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের। সূত্রের খবর , প্রায় দেড় মাস আগে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করার জন্য নাসিকে গিয়েছিলেন রেজওয়ান। সেখানে প্রখর রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করতে গিয়ে গত কয়েকদিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ওই ব্যক্তি। রেজওয়ানের সঙ্গে থাকা অন্য পরিযায়ী শ্রমিকেরা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করালে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। দীপাবলীর ঠিক আগে তিন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন গ্রামে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফ থেকে মৃত তিন পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ গ্রামের বাড়িতে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যাঙ্গালুরুতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত সাত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারকে ইতিমধ্যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়াও বিশেষ হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই একাধিক পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার ওই চাকরির জন্য জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

# হরিপালে বিশিষ্ট শিক্ষকের প্রয়াণ

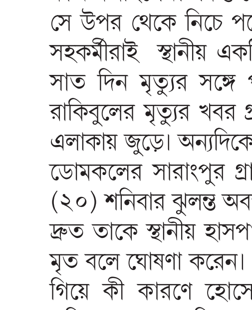

বিনয় সিংহ রায় ঃ হরিপালের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিক্ষক লেখক কবি সমাজসেবক মাননীয় সৌরেনকৃষ্ণ সিংহ রায় গত ১৭ই অক্টোবর পরলোক গমন করেন। দীর্ঘদিন জেজুর হাই স্কুল শিক্ষকতা করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। কর্তব্য , জ্ঞান,দ্বায়িত্ব মধ্য দিয়ে বহু আসন অলংকৃত করেন, সংবর্ধনায় ভূষিত হন। সর্বদা হাস্যরস সম্পূর্ন বাক্য বিনিময়, প্রাণোচ্ছল উপস্থিতি বর্ণময় জীবনের জন্য খুবই জনপিয়.ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবেচারাম মান্না শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও পরিবারকে সমবেদনা জানান। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয়,হরিপাল সহদেব অঞ্চলের অন্যান্য অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

# ধসে ক্ষতিগ্রস্ত রিম্বিকে বিজেপি সাংসদের কনভয়ে ঢিলবৃষ্টি-থানায় অভিযোগ দায়ের!

১৯ অক্টোবর ঃ দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তার কনভয় লক্ষ্য করে

একের পর এক ঢিল ছোঁড়ার অভিযোগ। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের জন্য শনিবার রিম্বিকে যান বিজেপি নেতা। সেখান থেকে ফেরার পথে সুখিয়াপোখরি ও মাছিধোরা এলাকায় তাঁর গা।রি দিকে ঢিল নিক্ষেপ করা হয়। তবে ঢিলগুলো পুলিশের গাড়িতে লাগে বলে কপাল জোরে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটে নি। পুলিশের গাড়ির সামনের কাঁচ ফেটে গেলেও সাংসদ রাজু বিস্তার সুষ্ঠু নিরাপত্তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা এখনও জানা যায়নি।গত কয়েকদিন আগের প্রবল বৃষ্টি এবং ভুটান থেকে আসা জলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ধস নামে। শুধু তাই নয়, প্লাবনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি এখনও অনেকটাই স্বাভাবিক। আতঙ্ক কাটিয়ে ছন্দে ফিরেছে উত্তরবঙ্গ। এই অবস্থায় আজ রিম্বিকের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে যান দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ। অভিযোগ, ফেরার সময়েই এই হামলার ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে অভিযুক্তদের ধরা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন বিজেপি নেতা।

তিনি বলেন, এফআইআর করেছি। কিন্তু মমতার দিদির পুলিশ কতটা করবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে এভাবে তাঁকে যে আটকানো যাবে না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ। তিনি বলেন, আমাকে এভাবে আটকানো যাবে না। রবিবার ফের রিম্বিকে যাব। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে নাগরাকাটায় ত্রাণ বিতরণের সময় বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ ও সাংসদ খগেন মুর্মুকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি করা হয়। এই হামলায় সাংসদ খগেন মুর্মু রক্তাক্ত হন। ঘটনার পর ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

# সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পদক্ষেপ নিয়েছে বাসুদেবপুর বিদ্যামন্দির হাই স্কুল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, ১৯ অক্টোবর ঃ পাঠ্য বই ও পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হুগলির হরিপালের বাসুদেবপুর বিদ্যামন্দির হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি স্বরূপ কুমার মিত্র এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজ হরিপালের বাসুদেবপুর বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের বাসরিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না হুগলির হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী, হরিপাল থানার ওসি অরূপ কুমার মন্ডল সহ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক অভিভাবিকা বৃন্দ। অনুষ্ঠানে পরিচালন সমিতির সভাপতি স্বরূপ মিত্র বলেন আমাদের বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক কাজকর্মে নিযুক্ত করার সাথে সাথে পরিবেশের স্বচ্ছতা রাখতে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং সেই সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারে অংশ নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।স্কুলের বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা ঐতিহ্য ছিল তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তৎপর। তিনি জানান বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী

প্রয়োজন, তাই তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক জায়গা পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া সহ একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বাড়াতে আমরা তপর হয়েছি।তিনি জানান এই বিদ্যালয়ের একটি অতীত কমলেও, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়াতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সাঁওতালি নৃত্য, নৃত্য নাট্য, আবৃত্তি, গান পরিবেশিত হয়। সকলকে ধন্যবাদ জানান বিদ্যালযের প্রধান শিক্ষক ফাল্গুনী মন্ডল।

# খাঁচায় ধরা, কিন্তু ফের উধাও! ফালাকাটায় চিতাবাঘের পালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য

'নিজস্ব প্রতিনিধি,আলিপুরদুয়ার, ১৯ অক্টোবর ঃ বন দপ্তরের খাঁচায় বন্দি থাকলেও পালিয়ে গেল চিতাবাঘ!

শনিবার সকালে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের খাঁউচাঁদপাড়া এলাকায় ঘটেছে এই বিরল ঘটনা। চিতাবাঘের এইভাবে পালিয়ে যাওয়া ঘিরে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন-খাঁচা কি দুর্বল ছিল? নাকি ছাগলের টোপ সরানোর সময় অসতর্ক ছিলেন বনকর্মীরা? খাঁউচাঁদপাড়ার সুপ্রিয়া চা বাগান এলাকায় বেশ কয়েকটি চিতাবাঘের আনাগোনা দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বন দপ্তরের কাছে খাঁচা পাতার আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে দিন ১৫ আগে ওই এলাকায় ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতে বন দপ্তর। কিন্তু এতদিন দেখা না মিললেও শুক্রবার গভীর রাতে চিতাবাঘের গর্জনে ঘুম ভেঙে যায় এলাকার মানুষের। দেখা যায়, খাঁচায় আটকে পড়েছে এক চিতাবাঘ। খবর পেয়ে চলে আসেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনকর্মীরা। বনকর্মীরা খাঁচাশুদ্ধ লেপার্ডটিকে যখন নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন আচমকাই বুনোটি লোহার খাঁচার জাল দুমড়েমুচড়ে দিয়ে চা বাগানে পালিয়ে যায়। এলাকাবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রোদ-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে থেকে লোহার খাঁচাটি জং ধরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা মেনকা বর্মন বলেন, খাঁচার দুর্বল জাল ভেঙেই পালিয়েছে চিতাবাঘটি। এখন আমরা আতঙ্কে রয়েছি, যদি আবার হামলা চালায়! লেপার্ড পালানোর খবর পেয়ে.দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত ঝাড় তিনি বলেন, ' দুর্বল ছিল, এই যুক্তি মানতে পারছি না। ছাগলের টোপ বের করার পরে বনকর্মীদের সামান্য অসতর্কতার জন্য যে ফাঁক তৈরি হয়েছিল, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। আমরা ফের নতুন করে খাঁচা পেতেছি।'

# ওষুধ কেনায় গরমিল! অনিয়মের অভিযোগ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে

'নিজস্ব প্রতিনিধি,শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর ঃ ওষুধ কেনাকাটাতেও অনিয়মের অভিযোগ উঠল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শনিবার সামনে আসে একটি রিকুইজিশন স্লিপ, যেখানে দেখা যায়- সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে যে ওষুধের চাহিদা জানানো হয়েছিল, পরে সেই স্লিপে কাটাকুটি করে ওষুধের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, রিকুইজিশন স্লিপে কোনও সংশোধন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ওই স্লিপে কোনও স্বাক্ষরের চিহ্ন নেই, যা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রশ্ন। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। মেডিকেলে ওষুধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ বহুদিন ধরেই রয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিনে ফেলে রাখা, যে পরিমাণ ওষুধ বা চিকিৎসা সামগ্রী নেওয়া হয় তার চেয়ে অনেক বেশি বিল দেখানোর অভিযোগও বহুদিনের। সাধারণত সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে সমস্ত ওষুধ, চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। তবে, যেগুলি মজুত থাকে না বা হঠাৎ কোনও ওষুধ, চিকিৎসা সামগ্রী প্রয়োজন হলে সেটা স্থানীয়ভাবে কিনে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া রয়েছে। এরই মধ্যে শনিবার প্রসূতি বিভাগের একটি রিকুইজিশন স্লিপ প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য দুটি ওষুধ স্থানীয়ভাবে নেওয়ার জন্য রিকুইজিশন করা হয়েছে। অ্যাকটিনোমাইসিন (০.৫ এমজি) দুটি এবং মেথোট্রেক্সেট (৫০ এমজি) ছ'টি চাওয়া হয়। এই রিকুইজিশন স্লিপ অনুমোদনের জন্য হাসপাতাল সুপারের অফিসে পৌঁছায়। সেখান থেকে যখন এই স্লিপ স্থানীয় সরবরাহকারীর কাছে যায় সেখানে স্লিপে কাটাকুটি করে সবুজ কালিতে দুটি ওষুধই ২০টি করে ভায়াল লিখে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে অ্যালপাজোলাম ১০০টি লিখে দেওয়া হয়েছে। রিকুইজিশন স্লিপে কাটাকুটি করা হলে সেখানে সরকারি নিয়ম মেনে হস্তাক্ষর করতে হয়। কিন্তু এই স্লিপে সেটা করা হয়নি।প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত এই রিকুইজিশন স্লিপে সই করেছিলেন। তিনি বলেছেন, ' বিভাগ থেকে ক্যানসার আক্রান্ত মহিলার চিকিৎসার জন্য দুটি ওষুধ চাওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সুপার অফিস থেকে স্লিপে কিছু রদবদল করা হয়েছে। তবে, সেখানে হস্তাক্ষর থাকা উচিত ছিল।' তাঁর দাবি, সম্ভবত সর্বোচ্চ আধিকারিক প্রয়োজন বুঝেই আরও ওষুধ সংগ্রহে রাখার জন্য সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তা না হলে সবুজ কালি ব্যবহারের অনুমতি সবার নেই। বেশি পরিমাণ ওষুধ মজুত থাকলে ক্ষতির কিছু নেই, ভালোই হবে। সন্দীপ যদিও বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দিতে নারাজ, তবে হাসপাতালের একাধিক চিকিসক ও মেডিকেল সুপার অফিসের কর্তারা এতে আর্থিক অনিয়মের ইঙ্গিত দেখছেন।

# হুগলির সিঙ্গুরে মা সারদার পিছনে রক্তচক্ষু মা কালীর মুখ দেখতে পায় ডাকাতরা

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর হুগলি,১৯ মাকে খেতে দেওয়া হয় চালকড়াই ভাজা। সেই রেওয়াজ মেনে আজও কালীপুজোর দিনে মায়ের প্রসাদ হিসাবে চালকড়াই ভাজা দেওয়া হয়। সারদা মাকে লুঠ করতে গিয়ে রক্ত চক্ষু মা কালীর দর্শন পায় ডাকাত দল। ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চান। রাতে ডাকাতদের আস্তানাতেই থাকেন সারদা দেবী। প্রায় ৫০০ থেকে ৫৫০ বছর আগে সিঙ্গুরের ডাকাত কালী মন্দির ঘিরে রয়েছে নানা ইতিহাস। বৈদ্যবাটী-তারকেশ্বর রোডের পাশে পুরুসোত্তমপুর এলাকায় এই ডাকাত কালী মন্দির। হাওড়া-তারকেশ্বর শাখার সিঙ্গুর রেলস্টেশনে নেমে হেঁটে অথবা টোটোয় চেপে মন্দিরে আসা যায়। প্রতিদিন এখানে হয় নিত্য পুজো।

কথিত আছে, অসুস্থ রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে মা সারদা জয়রামবাটি থেকে দক্ষিনেশ্বর যাবার পথে ক্লান্ত শরীর নিয়ে এই মন্দিরের গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় রঘু ডাকাত ও গগন ডাকাত মায়ের পথ আটকে দাঁড়ায় ডাকাতির উদ্যেশ্যে। কিন্তু মা সারদার পিছনে রক্তচক্ষু মা কালীর মুখ দেখতে পায় ডাকাতরা। ভুল বুঝতে পেরে মা সারদার কাছে ক্ষমা চায় ডাকাতদল। সন্ধ্যা নামায় সেই রাতে ডাকাতদের আস্তানায় মা সারদাকে থাকার ব্যবস্থা করে দেয় ডাকাতরা। মা সারদাকে রাতে খেতে দেওয়া হয় চালকড়াই ভাজা। সেই রেওয়াজ মেনেই আজও কালীপুজোর দিনে মায়ের প্রসাদ হিসাবে চালকড়াই ভাজা দেওয়া হয় বলে জানান মন্দিরের সেবাইত বদলানো হয়। বছরে এই একদিন ঘটের জল পাল্টানো হয়। ঘটের জল পাল্টানোর সময় মন্দিরের গর্ভগৃহে সেবাইত ছাড়া মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ

সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকাত কালী মন্দির ট্রাস্ট বোর্ডের সম্পাদক বলেন, আগে সরস্বতী নদীর অববাহিকা জুড়ে ডাকাতি করতেন রঘু ডাকাত ও গগন সর্দার। এলাকায় তখন ছিল ঘন জঙ্গল। মাটির কুঁড়ে ঘরে পাথরের মূর্তিকে পুজো করে ডাকাতির উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েতন ডাকাতরা। পরে বর্ধমানের মহারাজ এই মঃিদর তৈরির জন্য জমি দান করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সিঙ্গুরের চালকেবাটি গ্রামের মোড়লরা স্বপ্নাদেশ পেয়ে মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। কালীপুজোর দিন ভোরবেলা গ্রামের শূদ্রদের আনা গঙ্গা জলে ঘটের জল থাকে। কালীপুজোর দিন লুচি ভোগ, ফল দেওয়া হয় পুজোর নৈবেদ্যে। চার প্রহরে চার বার পুজো হয়। ছাগ বলির পাশাপাশি আট রকমের ফল বলি দেওয়া হয়। কালীপুজোর পরেরদিন বিকালে ক্ষ্যানের পুজোর পর মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এক গ্রামবাসী বলেন, মল্লিকপুর গ্রামে এই ডাকাতকালী মন্দির থাকার কারণে আশেপাশের জামিনবেরিয়া, পুরসোত্তমপুর ও মল্লিকপুর গ্রামে কোন বাড়িতে কালীপুজো হয় না। এমনকি কারও বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো থাকে না ক্যালেন্ডারে আঁকা কালী মূর্তির ছবি।

# পুর পরিষেবায় ডিজিটাল রূপান্তর, প্রচারে খামতি নিয়ে আক্ষেপ গৌতমের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ ঃ ডিসেম্বরে উদ্বোধন হতে চলেছে শহরের বর্ধমান রোড ফ্লাইওভার। ইতিমধ্যেই শুক্রবার উদ্বোধন হয়েছে শহরের কিরণ ভবনের নবরূপ। শহরের একটি অংশে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন বসানোর কাজ চলছে, যা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য অংশেও সম্প্রসারিত হবে। পুরসভার ট্যাক্স ছাড়া বর্তমানে প্রায় সব পরিষেবাই অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। পুরসভার পাঁচতলা নয়া ভবন চালু হয়ে গিয়েছে। আধুনিক কনফারেন্স রুম তৈরির কাজ চলছে। মাত্র সাড়ে তিন বছরে এত কাজ করেও সে ভাবে প্রচার মেলেনি বলে আক্ষেপ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের। সোশ্যাল মিডিয়াতে যে কোনও কাজের প্রচারের ঢাক পেটানোই এখন দস্তুর। আর এখানেই পিছিয়ে রয়েছে শিলিগুড়ি পুরসভা। পুরসভার আইটি সেলে প্রচারের জন্য বরাদ্দ মাত্র একজন কর্মী। তিনিই পুরসভার ওয়েবসাইট আপডেট করেন। তিনিই 'টক টু মেয়র' প্রোগ্রামে মেয়রকে সহযোগিতা করেন।

শনিবার গৌতম বাবু বলেন, 'দ্রুত বৈঠক করে এই ঘাটতি মেটানোর ব্যাপারে পরিকল্পনা করা হবে। না-

হলে এত কাজ করার পরেও শহরে আমাদের ভিজিবিলিটি বাড়বে না।' সরকারি সংস্থাগুলি সাধারণত সরকারি কাজের প্রচারে সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেয়। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিংয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার কাজ তদারকি করতে এসে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির কথা ঘোষণা করেন। এখনও মন্দির তৈরির জমি চিহ্নিত না-হলেও দ্রুত সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে সেটা ছড়িয়ে পড়ে। অথচ সংস্কারের অভাবে বেহাল কিরণ ভবনকে অত্যাধুনিক চেহারায় ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি, পার্কিং জোন তৈরির পরিকল্পনা হলেও কেন সেটা নাগরিকদের নজরে এল না, তা নিয়ে আক্ষেপ ঝরে পড়ে মেয়রের গলায়। শনিবার তিনি বলেন, কিরণ ভবন বেহাল অবস্থায় ছিল। আমরা তা সংস্কার করে নতুন চেহারা দিয়েছি। পার্কিং লটও তৈরি হবে। কিন্তু প্রচারটাই বা কোথায়? পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, আইটি সেলে কর্মী সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা চলছে। পাশাপাশি, পুরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে নাগরিকদের দৃষ্টিগোচর হয় ।

# জিএসটি বচত উৎসব উপলক্ষে তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর যৌথ সাংবাদিক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবরঃ কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল এবং কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ নতুন দিল্লিতে জিএসটি বচত উৎসব উপলক্ষে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন।সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লা থেকে দীপাবলির আগেই পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার বাস্তবায়িত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই অনুযায়ী হার হ্রাস, প্রক্রিয়া সরলীকরণ, করের স্তর চার থেকে কমিয়ে দুটি করা হয়। শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের কাজগুলি সময়ের অনেক আগেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। নবরাত্রির প্রথম দিন থেকেই পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার কার্যকর হয়েছে এবং আমি মনে করি, ভারতের মানুষ এটি ভালোভাবেই গ্রহণ করেছেন, বলেন শ্রীমতি সীতারমন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, আমরা জিএসটি-র পথ নির্ধারণ করেছি, আমরা এর বাস্তবায়ন করেছি। বিরোধী দল জিএসটি আনেনি এবং এমনকি চেষ্টা করার সাহসও দেখায়নি। আজ আমরা যা করছি, তা কোনও সংশোধন নয়, বরং একটি সচেতন সিদ্ধান্ত। দেশবাসীকে আরও বেশি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং জিএসটি কাউন্সিলের মধ্যে সহযোগিতার প্রতিফলন হল এই সংস্কার।করের হার হ্রাস গ্রাহকদের সুবিধার জন্য - এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক এটিই করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা ২০১৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এটিই করে আসছি, বলেন শ্রীমতি সীতারমন। কেঃদ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, ২২ সেপ্টেম্বর থেকে, আমরা সমস্ত পণ্যের উপর আঞ্চলিক স্তর থেকে তথ্য পাচ্ছি। তবে, সংশোধিত কর কাঠামোর সুবিধাগুলি শেষ গ্রাহক পর্যন্ত কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্যে আমরা ৫৪টি পণ্যের দামের ওপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছি। পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সুবিধাগুলি ৫৪-টি পণ্যের উপর শেষস্তর পর্যন্ত পুরোপুরি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শ্রী পীযূষ গোয়েল ২২ সেপ্টেম্বর পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই বছরের নবরাত্রিকে বিশেষ করে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই সংস্কার দেশজুড়ে - সাধারণ মানুষ, শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্র এবং পরিবারের মধ্যে - এক নতুন উদ্দীপনা এবং শক্তি এনেছে। স্বাধীনতার পর এটিকে সবচেয়ে বড় সংস্কার বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, পরোক্ষ কর ব্যবস্থা ১৪০ কোটি ভারতীয়কে প্রভাবিত করে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থার মাধ্যমে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার ছাড়ের সিদ্ধান্তটি অভূতপূর্ব এবং কল্পনাতীত।

**NIQ,**
**Govt. of West Bengal**

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Temporary IT infrastructural arrangements during the programme to be attended by VVIP in connection with Virtual Puja Inauguration at Posta, Burrabazar, Kolkata In the Month of October, 2025" **[Job No. KIT/RW/085 of 25-26].**
**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-053/KIT/Q of 25-26)**
Bid Submission Closing: **23.10.2025 up to 03.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programmes to be attended by VVIP in connection with inauguration of Chhat Puja from Takta Ghat (Kolkata) on 27.10.2025 (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/086 of 25-26].**
**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-054/KIT/Q of 25-26)**
Bid Submission Closing: **23.10.2025 up to 03.00 PM.** 3. Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programmes to be attended by VVIP in connection with inauguration of Chhat Puja from Takta Ghat and Dahi Gaht (Kolkata) on 27.10.2025 (Secondary Internet Feed) **[Job No. KIT/RW/087 of 25-26].**
**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-055/KIT/Q of 25-26)**
Bid Submission Closing: **23.10.2025 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- **Executive Engineer, PWD**
**Kolkata IT Division**

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
**PARA, PURULIA**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
The notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA /NIT(e)-35/2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 23 (Twenty Three) Nos. Works/Schemes under APAS Fund in the Portal: **www.wbtenes.gov.in.** Document download/sell starting from **20.10.2025 up to 15.11.2025 16.00PM.** Bid submission starting from **20.10.2025 up to 15.11.2025 16.00PM.** And Opening on **17.11.2025 16.05PM.** For details please visit website.
Sd/- **Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
**PARA, PURULIA**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
The notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA /NIT(e)-34/2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 30 (Thirty) Nos. Works/Schemes under APAS Fund in the Portal: **www.wbtenes.gov.in.** Document download/sell starting from **20.10.2025 up to 15.11.2025 16.00PM.** Bid submission starting from **20.10.2025 up to 15.11.2025 16.00PM.** And Opening on **17.11.2025 16.05PM.** For details please visit website.
Sd/- **Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**

# এশিয়া কাপ জিতিয়েও আসন টলমল সূর্যর?

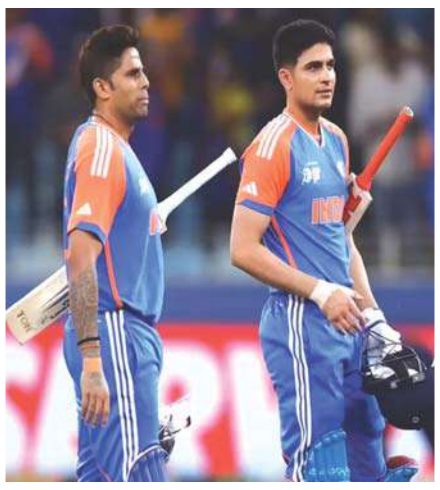

১৯ অক্টোবর ঃ এশিয়া কাপ জিতিয়েও কি আসন টলমল সূর্যকুমার যাদবের? সহ-অধিনায়ক হিসেবে শুভমান গিলের আগমন নিয়ে অনেকেই সেরকম ভাবছেন। আর সূর্য? তিনি কী ভাবছেন? গিলের আচমকা উত্থানকে ভারতের টি-টোয়েন্টি ইতিবাচক ভাবেই নিচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, গিলের উপস্থিতিতে তিনি নেতৃত্ব হারানোর ভয় পান ঠিকই, কিন্তু সেটাকেই অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজে লাগান। সূর্য বলছেন, আমি খুশি যে গিল এখন দুটি ফরম্যাটের অধিনায়ক। ও খুব ভালো নেতৃত্ব দিচ্ছে। সত্যি কথা বলতে, সবার মনেই ভয় আছে। কিন্তু এই ধরনের ভয় আমাকে অনুপ্রেরণা জোগায়। আমার আর শুভমানের মধ্যে মাঠে ও মাঠের বাইরে সুসম্পর্ক রয়েছে। আমি জানি ও মানুষ হিসেবে কীরকম। ফলে ওর উত্থান আমাকে অনুপ্রেরণা জোগায়। তবে আমি ওর জন্য খুশি। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার একটু দেরিতে শুরু হয়েছে সূর্যর। কিন্তু দ্রুত নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছিলেন। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত শর্মা ওই ফরম্যাট থেকে অবসর নেওয়ায় সূর্যর উপর নেতৃত্বের ভার এসে পড়ে। আর সেটা সাফল্যের সঙ্গে পালন করছেন সূর্য। এশিয়া কাপও জিতেছেন। অন্যদিকে শুভমান গিলকে আচমকাই টি-টোয়েন্টির সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর অধিনায়কও করা হতে পারে গিলকে। সেটা নিয়ে কি ভয় পান সূর্য? তাঁর বক্তব্য, যদি আমি এসব নিয়ে ভেবে মাথা ব্যথা করতাম, তাহলে হয়তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচটাই খেলতে পারতাম না। ফলে সেই ভয়টা আমি বহুদিন আগেই ফেলে এসেছি। আমি বিশ্বাস করি, আমি প্রচুর পরিশ্রম করে এই জায়গায় এসেছি। নিজের কাছে স থেকেছি, আত্মবিশ্বাস ছিল। বাকিটা দেখা যাবে। তবে সমস্যা হল, সূর্যর সাম্প্রতিক পারফর্ম্যান্সও প্রশ্নের মুখে। বিশেষ করে অধিনায়ক হওয়ার পর থেকেই সেটা আরও চোখে পড়ছে।

# বিশ্বকাপ মিটতেই দ্রুত বিয়ের পিঁড়িতে স্মৃতি, জানালেন হবু বর

১৯ অক্টোবর ঃ বিশ্বকাপ মিটতেই নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন স্মৃতি মন্ধানা! সেকথাই কার্যত নিশ্চিত করে দিলেন তারকা ব্যাটারের প্রেমিক পলাশ মুচ্ছল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পলাশ সাফ জানিয়ে দিলেন, খুব দ্রুতই ইন্দোরের বউমা হতে চলেছেন স্মৃতি। উল্লেখ্য, চলতি বছর স্মৃতির জন্মদিনে পলাশের সঙ্গে সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছিলেন ভারতীয় দলের সহঅধিনায়ক। আপাতত তিনি দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে ব্যস্ত। পেশায় গায়ক পলাশের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কে রয়েছেন স্মৃতি। গত ১৮ জুলাই তাঁদের সম্পর্কে সিলমোহর দেন তারকা ব্যাটার। তারপরেই জল্পনা ছিল, তাহলে কি এবার বিয়েটাও সেরে ফেলবেন স্মৃতি? ওই চর্চার মাঝেই পলাশ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, খুব তাড়াতাড়িই ইন্দোরের বউমা হতে চলেছেন স্মৃতি, এটুকু বলতেই পারি। হাসিমুখে পলাশ বলেন, ভারতীয় দলের জন্য আমার অনেক শুভেচ্ছা। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর, স্মৃতি-সকলের জন্য শুভকামনা। আমরা চাই ভারতীয় দল সবকটা ম্যাচ জিতুক, দেশকে গৌরবান্বিত করুক।জানা যায়, ২০১৭-এ ভারতীয় মহিলা বিশ্বকাপের সময় স্মৃতির সঙ্গে পলাশের আলাপ। পরে পলকের সামনে রোমান্টিক বলিউডি গান গেয়ে স্মৃতিকে প্রেমপ্রস্তাব দেন পলাশ। প্রায় ৬ বছরের সম্পর্ক তাঁদের। ২০২৪-এ সম্পর্কের পঞ্চম বর্ষপূর্তি কেক কেটে সেলিব্রেট করেছিল ক্রিকেট-সঙ্গীত জুটি। অন্যদিকে স্মৃতি নিজে পলাশের সঙ্গে প্রথম ছবি দিয়েছিলেন ২২ মে। সেদিন ছিল পলাশের জন্মদিন। তারপর ১৮ জুলাই স্মৃতির জন্মদিনে ভালোবাসায় ভরা পোস্ট করেছিলেন পলাশও। ভারতীয় মহিলা দলের অন্য ক্রিকেটাররাও বেশ পছন্দ করেন পলাশকে।

## নতুন ফরম্যাট নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে

বিশেষ প্রতিবেদক, ১৯ অক্টোবরঃক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। সম্ভবত 'টেস্ট-টোয়েন্টি' নামে চতুর্থ ফরম্যাটের আনুষ্ঠানিক সূচনা করতে পারে। এর মূল লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মকে ক্রিকেটে যুক্ত করা। ভারত থেকে শুরু হবে এই নতুন ফরম্যাটের যাত্রা, যেখানে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোররা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তি এবি ডি ভিলিয়ার্স, ম্যাথু হেইডেন, হরভজন সিং এবং স্যার ক্লাইভ লয়েড নতুন এই উদ্যোগে সরাসরি যুক্ত হয়েছেন। নাম শুনেই বোঝা যায়, এটি টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির এক অভিনব সংমিশ্রণ। ম্যাচে প্রতিটি দল দুইবার করে ব্যাটিং করবে, একেক ইনিংসে ২০ ওভার করে। অর্থাৎ ম্যাচটি মোট ৮০ ওভারের হবে। খেলাটি এক দিনের মধ্যেই শেষ হবে, টেস্ট ম্যাচের মতো সাদা পোশাক ও লাল বলেই খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি দল একটি করে ৪ ওভারের পাওয়যারপ্লে নিতে পারবে এবং প্রথম ইনিংসে ৭৫ রানের লিড পেলে ফলো-অন প্রয়োগ করা যাবে। সর্বোচ্চ ৫ জন বোলার ব্যবহার করা যাবে এবং প্রত্যেকে ৮ ওভার পর্যন্ত বল করতে পারবে। ম্যাচ ড্র, জয়, পরাজয় কিংবা টাই সব রকম ফলাফলের সম্ভাবনা থাকবে। উদ্যোক্তা গৌরব বাহিরবানির কথায়, আমরা চাই ১৩-১৯ বছর বয়সী তরুণরা একে অপরের সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে ক্রিকেট খেলুক, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা লাভ করুক।

# ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টের টিকিট বিক্রি কবে, জানিয়ে দিল সিএবি

আগামী মাসেই ইডেনে টেস্ট খেলবে ভারত। বেশ কয়েক বছর পর টেস্ট পেয়েছে ইডেন। টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। শুভমান গিলদের আগমনে যে ইডেনে ক্রিকেট উৎসব শুরু হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। তার টিকিট বিক্রি কবে থেকে? সেটাও জানিয়ে দিল সিএবি। দীপাবলির শুভ মুহূর্তকে মাথায় রেখে সিএবি'র তরফ থেকে জানানো হয়েছে ২০ অক্টোবর, অর্থাৎ সোমবার থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হবে। দুপুর ১২টা থেকে অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাবে। ১৪ নভেম্বর থেকে টেস্ট শুরু হবে। ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো অ্যাপ থেকে এই টিকিট পাওয়া যাবে। মাত্র ৬০ টাকায় এবার ইডেন টেস্টের টিকিট কিনতে পারবেন দর্শকরা। টেস্টের জন্য টিকিট দাম যথাক্রমে ১২৫০,

১০০০, ৭৫০ ও ৩০০। এগুলো প্রত্যেকটা সিজন টিকিটের মূল্য। অর্থা পাঁচদিনের। কিন্তু কেউ ইচ্ছে করলে একদিনের টিকিটও কিনতে পারবেন। যার অর্থ, একদিনের টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য রাখা হয়েছে ৬০। প্রথমে ঠিক হয়েছিল দীপাবলির পর থেকে টিকিট বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে এদিন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দীপাবলির দিন থেকেই টিকিট পাওয়া যাবে। সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেস্টে চুনকাম করেছে ভারত। যার দিল্লি টেস্টটি প্রাথমিকভাবে ইডেনে হওয়ার কথা ছিল। তার পরিবর্তে ১৪ থেকে ১৮ নভেম্বর প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলা হবে ইডেনে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে WTC নতুন সাইকেল শুরু করেছে পাকিস্তান। তার জেরে তৃতীয় স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে নেমে গিয়েছে ভারতীয় দল। দক্ষিণ আফ্রিকা আছে সপ্তম স্থানে।

## আজ গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ইস্টবেঙ্গল

# তাদের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ডেম্পো

বিশেষ প্রতিবেদক, ১৯ অক্টোবরঃ তখনও প্রেস বক্সের ডানদিকের গোলপোস্টে টাইব্রেকার চলছে পুরোদমে। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোর নজর ছিল না সেদিকে। বরং ঘোরাফেরা করছিলেন নিজেদের ডাগআউটের পিছন দিকটায়। জয় গুপ্তা সুযোগ নষ্ট করতেই জার্সি তুলে মুখ ঢাকলেন। আর মেহতাব সিংয়ের শটটা জালে জড়াতেই অন্ধকার নামল স্প্যানিশ কোচের মুখে। শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় আইএফএ শিল্ড ফাইনালের ডার্বি হেরেছে ইস্টবেঙ্গল। তারপরই আলোচনা শুরু হয়েছে কোচ অস্কারের জোড়া সিদ্ধান্ত নিয়ে। প্রথমত, গোটা ম্যাচে ভালো খেলা প্রভসুখন গিলকে তুলে শুধুমাত্র টাইব্রেকারের জন্য দেবজিৎ মজুমদারকে নামানো। দ্বিতীয়ত, আনোয়ার আলি বা মহম্মদ রশিদের মতো ফুটবলাররা থাকতেও জয় গুপ্তার টাইব্রেকারে শট নিতে যাওয়া। দল জিতলে যে সিদ্ধান্তগুলো হতে পারত অস্কারের ' হারের পর তা আতসকাঁচের নিচে। ম্যাচ শেষে দুই সিদ্ধান্ত নিয়েই সরাসরি জবাব দিলেন অস্কার। দেবজিৎকে নামানো নিয়ে বললেন, সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। আমি সাপোর্ট স্টাফের কথা শুনে দেবজিৎকে নামিয়েছিলাম। এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া ঠিক হয়নি। গিলকেই মাঠে রাখা উচিত ছিল। আর জয়ের শট নেওয়া প্রসঙ্গে অস্কারের জবাব, টাইব্রেকারে শট নেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত প্লেয়ারদের উপর ছেড়েছিলাম। সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কে কে শট নিতে চায়। জয় আগ্রহ প্রকাশ

করেছিল। টাইব্রেকারে ডার্বি হেরে ট্রফি জয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন হামিদ আহদাদ। তবে তারপরেই জোড়া সুযোগ নষ্ট করেন তিনি। সেটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করছেন অস্কার। তাঁর কথায়, প্রথম গোলের পরই আমাদের ম্যাচটা শেষ করে ফেলা উচিত ছিল। সেসময় ম্যাচের রাশ আমাদের হাতে ছিল। সেখান থেকে আমরা ম্যাচ শেষ করতে পারিনি। উল্টে গোল খেতে হয়েছে। তবে অস্কারের বক্তব্য, ম্যাচে নয় তাঁরা হেরেছেন টাইব্রেকারে। ম্যাচের ১২০ মিনিটে মোহনবাগান আমাদের হারাতে পারেনি। ম্যাচে আমরাই ভালো খেলেছি। আমরা হেরেছি শুধু টাইব্রেকারে। আমরা ড়াই করেছি। গত কয়েক বছরে ইস্টবেঙ্গল ডার্বিতে পিছিয়ে থাকত। সেই ছবিটা এখন বদলে গিয়েছে। ডার্বিতে আমরা আর পিছিয়ে থাকি না মোহনবাগানের থেকে। ঠিক এক সপ্তাহ পরই সুপার কাপে অভিযান শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। গোয়ায় তাদের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ডেম্পো। শিল্ড ফাইনালের পর একদিন দলকে ছুটি দিয়েছেন অস্কার। সোমবার গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ইস্টবেঙ্গল। পরের দিন সেখানেই অনুশীলন করবেন কেভিন সিবিয়ে, সল ক্রেসপোরা।

# একজন ৮, আর একজন ০, প্রত্যাবর্তনের অগ্নিপরীক্ষার প্রথম ধাপে ব্যর্থ বিরাট-রোহিত

বিশেষ প্রতিবেদক, ১৯ অক্টোবরঃ অস্ট্রেলিয়া সিরিজ তাঁদের দু'জনের জন্যই অগ্নিপরীক্ষা। বলা ভালো কেরিয়ার বাঁচানোর লড়াই। আর

সেই ড়াইয়ের প্রথম ধাপে চূড়ান্ত ব্যর্থ ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথী বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা। পারথে প্রথম ম্যাচে রোহিত করলেন ৮ রান। আর বিরাট খাতাও খুলতে পারলেন না। একজন সদ্য ওয়ানডে অধিনায়কত্ব হারিয়েছেন। আর একজন ধীরে ধীরে হারাচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'হিট বয়ে'র তকমা। দীর্ঘদিন বাদে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজেই মাঠে ফিরলেন টিম ইন্ডিয়ার দুই মহারথী। আর মাঠে যখন ফিরলেন দুজনের কেরিয়ারের সামনেই বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন। ' ভক্তরা হয়তো আশায় বুক বেঁধে বসেছিলেন, মাঠে নেমেই সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেবেন দুই মহানায়ক। যে নির্বাচক বা কোচ তাঁদের ফর্ম নিয়ে, তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সপাটে জবাব দিয়ে দেবেন। কিন্তু ভাবনা আর বাস্তবের বিস্তর ফারাক। তাছাড়া কামব্যাকের গল্প সবসময় রোম্যান্টিক হয় না। যেমনটা হল না রোহিত-কোহলির জন্যও।

বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আছড়ে পড়ল তাঁদের স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনের আশা। রোহিত শর্মা শুরুর কয়েকটা বল সাবধানেই খেলেছিলেন। কিন্তু চতুর্থ ওভারে জশ হ্যাজেলউডদের বলের বাউন্সটা আন্দাজ করতে পারলেন না। বল কানায় লেগে চলে গেল স্লিপে। ততক্ষণে এক বাউন্ডারি মেরে মোটে আট রান করেছেন তিনি। আর বিরাট যেন শুরু থেকেই প্রবল চাপে ছিলেন। ব্যাটে বল ছোঁয়ানোটাও তাঁর জন্য চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছিল। শেষে মরিয়া হয়ে স্টার্কের একটা অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল শূন্যে কাট করার চেষ্টা করতে গিয়ে পয়েন্টের হাতে ধরা পড়লেন। আসলে পারথের পরিস্থিতি মোটেই ব্যাটিংয়ের অনুকূল ছিল না। অপ্টাস স্টেডিয়ামে পেসাররা এমনিই সাহায্য পান। তার উপর আবার মেঘলা আকাশ। হ্যাজেলউড-স্টার্কদের সামলাতে পারলেন না দুই মহারথী। সুইংয়ের বিরুদ্ধে পুরনো রোগ মাথাচাড়া দিল। রো-কোর এই ব্যর্থতা তাঁদের কেরিয়ারের উপর প্রশ্নচিহ্নটা আরও বড় করে দিল। চিন্তা বাড়াল ভক্তদেরও।

# পরপর দুই ম্যাচে হার, আজ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া স্মৃতিরা

বিশেষ প্রতিবেদক, ১৯ অক্টোবরঃ পরপর দু'টি হার প্রবল চাপে ফেলে দিয়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলকে। উপর্যুপরি হার ভারতীয় দলের সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তাটা কিছুটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইন্দোরে ভারত খেলতে নামছে ইংল্যান্ড মহিলা দলের বিরুদ্ধে।

পরিস্থিতি বলছে, সেমিফাইনালে উঠতে হলে, শেষ তিনটি ম্যাচের মধ্যে ভারতকে দু'টি ম্যাচে জিততেই হবে। তবে ভারতীয় অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা জানিয়েছেন, দলের মনোবলে কোনও চিড় ধরেনি। তাঁরা ইংল্যান্ডকে হারানোর ব্যাপারে আশাবাদী। তিনি শনিবার বলেন, আমরা গত দু'টি ম্যাচে হেরেছি ঠিকই, কিন্তু প্রথম দু'টি ম্যাচ জিতেছি। ফলে মনোবল ভাঙার কোনও কারণ নেই। আমরা ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামছি।

কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ জিতেছিল ভারত। সেই জয় দলকে আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে বলে জানিয়েছেন দীপ্তি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর রানের মধ্যে নেই। যদিও দীপ্তি তাঁর অধিনায়কের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। তিনি আশাবাদী, দ্রুত অধিনায়ক রানে ফিরবেন।

বিশ্বকাপের শুরুতে টানা দু'ম্যাচ জিতে নকআউটে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছিল ভারত। শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল ওমেন ইন ব্লু। প্রথমে ব্যাট করে বড় রান তুলে সাফল্য পেয়েছিলেন রিচা ঘোষরা। কিন্তু তারপর দুই ম্যাচে হেরে হরমনপ্রীত কউরদের সেই স্বপ্নে বড়সড় ধাক্কা লেগেছে। আপাতত ভারতের নকআউটে যাওয়া নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।পয়েন্ট টেবিলে আপাতত চার নম্বরে রয়েছেন স্মৃতি মান্ধানারা। চার ম্যাচে চার পয়েন্ট পেয়েছে ভারত। নেট রান রেটও পজিটিভেই রয়েছে। নকআউট নিশ্চিত করতে বাকি থাকা দুই ম্যাচেই ভারতকে জিততে হবে। গোটা বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত থাকা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে ওমেন ইন ব্লু।

# হ্যাটট্রিক করে এমএলএসে গোল্ডেন বুট মেসির, বিশ্বের দুই প্রান্তে দুই মহারথীর পায়ের জাদু

১৯ অক্টোবর ঃ লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দুজনের পায়েই যেন জাদু আছে। বয়স বাড়লেও মাঠে নামলে এখনও আলো ছড়ান দুই সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। শনিবার রাতে ফের বিশ্বের দুই প্রান্তে দুই মহারথীর পায়ের জাদুর সাক্ষী রইল। একদিকে এমএলএসে ইন্টার মায়ামির হয়ে হ্যাটট্রিক করে গোল্ডেন বুট পকেটে পুরো ফেললেন মেসি। অন্যদিকে রোনাল্ডো কেরিয়ারের ৯৪৯ তম গোলটি করে গেলেন।

শনিবার মেজর লিগ সকারে ন্যাশভিল এসসির বিপক্ষে অনবদ্য হ্যাটট্রিক করেন মেসি। ম্যাচের ৩৪ মিনিটে জর্দি আলবার পাস পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ-পায়ের দারুণ শটে গোল করেন মেসি। যদিও এরপর অল্প সময়ে দুটি গোল করে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় ন্যাশভিল। ৬৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান মেসি। ৮১ মিনিটে বাঁ-পায়ের ঘূর্ণিতে অনবদ্য হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন লিও। লিগের শেষ দিনের ম্যাচে মাঠে নামার আগে মেসির গোল ছিল ২৬টি। এই ম্যাচে হ্যাটট্রিকের পর তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়াল ২৯। ফলে এমএলএসের গোল্ডেন বুট ফের উঠল তাঁর হাতেই।

এ তো গেল মেসির কথা। রোনাল্ডো সৌদিতে জেটা করলেন সেটাও কম চমকপ্রদ নয়। ৪০ বছর বয়সে যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিশ্বমানের গোলটি তিনি করলেন সেটা সমর্থকদের মনে গেঁথে থাকার মতো। এদিন আল ফতেহর বিরুদ্ধে ম্যাচের ৫৯ মিনিটে একটি পেনাল্টি মিস করেছিলেন সিআর সেভেন। কিন্তু পরের মিনিটেই বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে অনবদ্য গোল করে সেই গোল মিসের হতাশা ভুলিয়ে দিলেন তিনি।

ম্যাচটিও তাঁর দল জিতেছে ৫-১ গোলে। এটি রোনাল্ডোর কেরিয়ারের ৯৪৯তম গোল। দ্রুত হাজারের জাদু সংখ্যার দিকে এগোচ্ছেন তিনি।

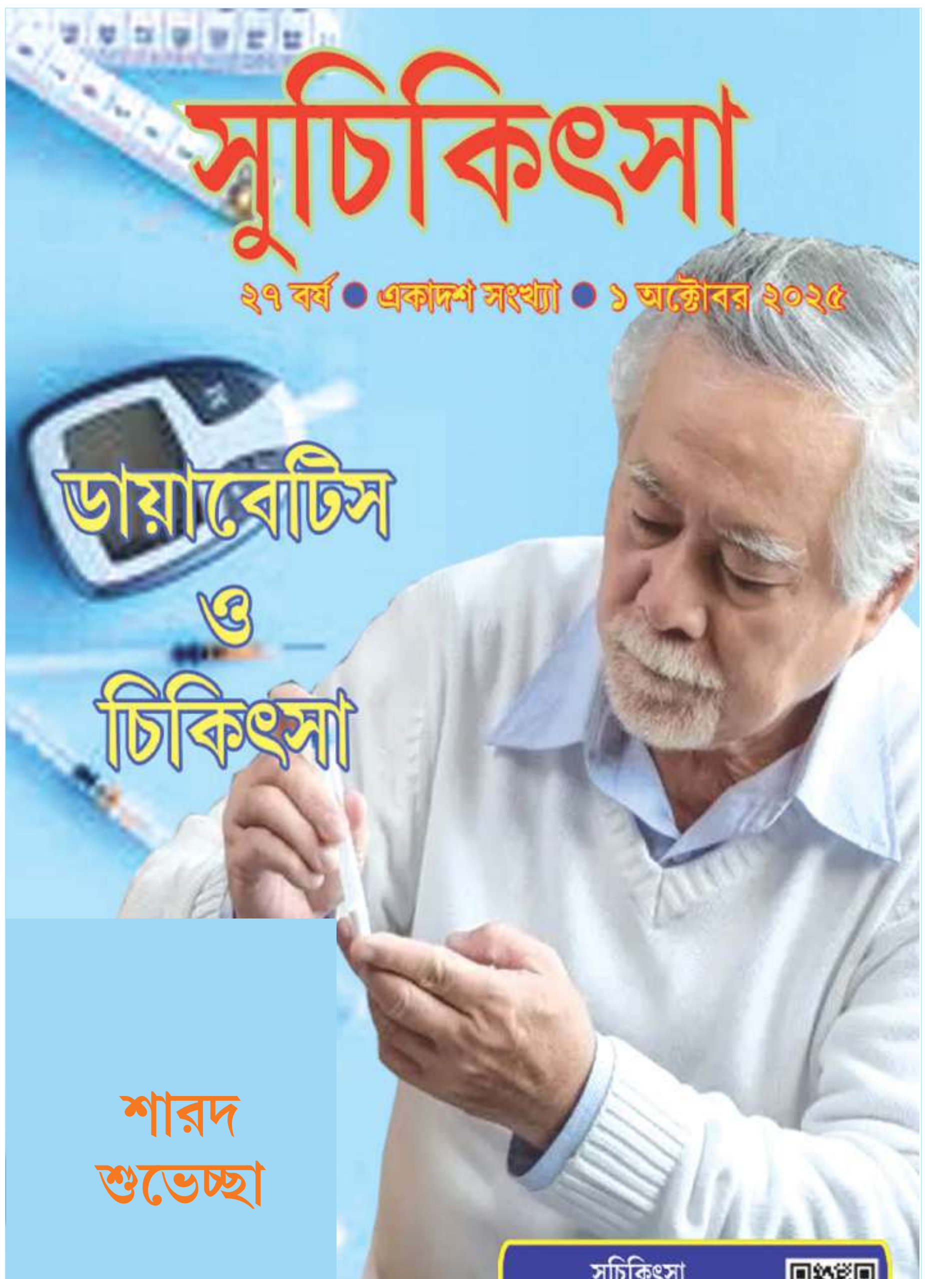


# ম্যাচ গডাপেটাতে নয়া পদক্ষেপ নিতে শীর্ষ আদালতে বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১৯ ভারতের ক্রিকেটে নতুন এক আইনি অধ্যায় খুলতে চলেছে। বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া এবার সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে হস্তক্ষেপের আবেদন জানাল একটি গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি মামলায় যেখানে নির্ধারণ হতে পারে, ম্যাচ ফিক্সিং কি আইনত প্রতারণা হিসেবে গণ্য হবে কি না। ভারতের মতো ক্রিকেটপ্রেমী দেশে আজও ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে কোনও পৃথক ফৌজদারি আইন নেই। ফলে এমন অপরাধ ধরা পড়লেও তা কেবল বোর্ডের অভ্যন্তরীণ শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এবার বি.সি.সি.আই চায়, আদালত যেন এই শূন্যতা পূরণ করে স্পষ্ট জানায় ম্যাচ ফিক্সিং মানেই ফৌজদারি অপরাধ। এই মামলার উৎপত্তি কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগ -এর ২০১৮-১৯ মরশুমে। অভিযোগ ছিল, একাধিক ক্রিকেটার, দলের মালিক, রাজ্য ক্রিকেট আধিকারিক ও বুকির মধ্যে ফিক্সিংয়ের যোগসূত্র ছিল। বেঙ্গালুরু পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় প্রতারণা এবং ১২০বি ধারায় অপরাধমূলক কাজের মামলা করেছিল।তবে অভিযুক্তরা কর্ণাটক হাইকোর্টে গিয়ে যুক্তি দেন ম্যাচ ফিক্সিং অনৈতিক বটে, কিন্তু প্রতারণা নয়। ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারি হাইকোর্ট তাঁদের পক্ষে রায় দেয়, এবং বলে যে, ম্যাচ ফিক্সিং মানে দর্শক বা ক্রেতাকে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করাতে প্ররোচিত করা নয়। ফলে এটি ফৌজদারি অপরাধ নয়, বরং বোর্ডের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাভঙ্গ। এরপর কর্ণাটক সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে, এবং সেই আপিলে এখন BCCI হস্তক্ষেপকারী পক্ষ হিসেবে যোগ দিয়েছে। বোর্ডের যুক্তি স্পষ্ট ম্যাচ ফিক্সিং সরাসরি প্রতারণা। কারণ, ক্রিকেট ম্যাচে দর্শক ও স্পনসরদের কাছে একটি অঙ্গীকার থাকে যে খেলা হবে

ন্যায্যভাবে। যখন খেলোয়া।রা ম্যাচ ফিক্স করে, তখন তারা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে দর্শক ও বিনিয়োগকারীদের ঠকায়।ফলে টিকিট বিক্রয়, বিজ্ঞাপন বা স্পনসরশিপ সবই প্রতারণার আওতায় পড়ে। BCCI আদালতে জানিয়েছে, আমাদের অভ্যন্তরীণ অ্যান্টি -করাপশন কোড আছে, কিন্তু সেটি যথেষ্ট নয়। আইনের শক্তি প্রয়োজন যাতে ফিক্সিংয়ের মতো ঘৃণ্য কাজের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। ভারতে এখনো পর্যন্ত ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে কোনও পৃথক কেন্দ্রীয় আইন নেই। পুলিশ সাধারণত ৪২০ ও ১২০বি ধারায় মামলা করে, কিন্তু কর্ণাটক হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী সেই যুক্তিও দুর্বল। ২০১৮ সালে আইন কমিশন তাদের ২৭৬তম রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলেছিল, বর্তমান আইনি কাঠামো খেলাধুলার দুর্নীতি রুখতে অপ্রতুল। কমিশন সুপারিশ করেছিল, 'match-fixing ও ''sports fraud' কে পৃথক অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। কিন্তু এত বছরেও সেই আইন পাস হয়নি।অন্যদিকে, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলো অনেক আগেই নির্দিষ্ট আইন করেছে। যুক্তরাজ্যে Gambling Act 2005 অনুযায়ী ম্যাচের ফলাফল প্রভাবিত করা অপরাধ। অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিটি রাজ্যে sports corruption law রয়েছে, আর দক্ষিণ আফ্রিকায় Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, 2004-এর অধীনে খেলাধুলায় দুর্নীতি স্পষ্টভাবে শাস্তিযোগ্য। ভারতের ক্ষেত্রে তাই BCCI-এর এই পদক্ষেপ কেবল ক্রিকেট নয়, বরং পুরো স্পোর্টস সিস্টেমের জন্য দৃষ্টান্তমূলক হতে পারে। যদি সুপ্রিম কোর্টের রায় বোর্ড ও কর্ণাটক সরকারের পক্ষে যায়, তবে ভবিষ্যতে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের মামলা ' হিসেবে ফৌজদারি আইনে বিচারযোগ্য হয়ে উঠবে। এক প্রাক্তন ক্রিকেট প্রশাসকের মন্তব্য, এটি কেবল ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নয়, বরং খেলার মর্যাদা রক্ষার লড়াই। যদি খেলোয়া।রা জানে যে ফিক্সিং করলে জেলে যেতে হবে, তাহলে এই প্রবণতা অনেকটাই কমবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com